চণ্ডীমঙ্গল

প্রথম দিবস

স্থাপনা

১

॥ জয় ॥

বেদান্ত দরশনে ব্রহ্ম জারে বাখানে
আনে বলে পুরুষ প্রধান
বিশ্বের পরমগতি হেতু-অন্তরায়-পতি
তারে মোর লাখ পরণাম ॥

২

গণপতি দেবের প্রধান
ব্যাস আদি জত কবি তোমার চরণ সেবি
প্রকাশিলা আগম পুরাণ।
গিরিসুতা-অঙ্গজনু খর্ব-পীবরতনু
একদন্ত কুঞ্জরবদন
প্রণত-জনের নিঘ্ন দূর কর মোর বিঘ্ন
তব পদ করিল বন্দন।
অবনি লোটায়্যা কায়ে প্রণমো তোমার পায়ে
কর মোরে কৃপাবলোকন
তোমারে করিয়া ভক্তি মুনিগণ পাইল মুক্তি
চারি পুরুষার্থের সাধন।
অঙ্গের বন্ধুক-ছটা অজানুলম্বিত জটা
শশিকলা মুকুটমণ্ডন
চরণ-পঙ্কজরাজে কনক নূপুর বাজে
অঙ্গদ বলয়া বিভূষণ।
কুঙ্কুমচর্চিত অঙ্গ শুণ্ডে শোভে মাতুলুঙ্গ
শূলদণ্ড ইষু পাশ করে
শিবসুত লম্বোদর অজানুলম্বিত কর
রণে জয়ী জে তোমা স্মঙরে।
পরিধান দ্বীপিচর্ম নিরন্তর জপ-কর্ম
হৈমবতী-হৃদয়নন্দন
গাইয়া তোমার আগে গোবিন্দ-ভকতি মাগে
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৩

অবনিতে অবতরি চৈতন্য ঠাকুর হরি
বন্দহুঁ সন্ন্যাসী-চূড়ামণি
সখে সখা নিত্যানন্দ ভুবনে আনন্দকন্দ
মুকতির দেখাল্যা সরণি।
প্রণমহুঁ শচীর নন্দন
হৈয়া অকিঞ্চন-বশ দিয়া জীবে প্রেমরস
নিস্তার করিলা সর্বজন।
ভুবনবিখ্যাত নাম সুধন্য নদীয়া গ্রাম
জম্বুদ্বীপ-সার নবদ্বীপ

মহা কলি-অন্ধকারে চৈতন্য-অবতারে
প্রকাশিলা হরিনাম-দীপ।
নদীয়া নগরে ঘর ধন্য মিশ্র পুরন্দর
ধন্য ধন্য শচী ঠাকুরাণী
ত্রিভুবনে অবতংস হইয়া প্রভু জার বংশ
ত্রাণ কৈলা অখিল পরাণী।
ভট্টাচার্য-শিরোমণি সার্বভৌম সান্দীপনী
ষড়ভুজ দেখি কৈলা স্তুতি
প্রেমভক্তি-কল্পতরু অখিলতন্ত্রের গুরু
গুরু কৈল কেশব ভারতী।
কপটে সন্ন্যাসী-বেশ ভ্রমিলা অনেক দেশ
সঙ্গে পারিষদ পুণ্যশালী
রাম লক্ষ্মী গদাধর গৌবী বাসু পুরন্দর
মুকুন্দ মুরারি বনমালী।
তপ্ত কলধৌত-গৌর ভুবনলোচন-চৌর
করঙ্ক কৌপীন দণ্ড-ধারী
কপটে লোচনে লোর গলে শোভে নামডোর
সদত বলেন হরি হরি।
কৃপাময় অবতার কলিকালে কেবা আর
পাষণ্ডদলন বীরবানা
জগাই মাধাই আদি অশেষ পাপের নিধি
হরিভাবে হৈলা দৃঢ়মনা।
কয়াডি অনুজ-জাত মহামিশ্র জগন্নাথ
একভাবে পূজিল গোপাল
বিনয়ে মাগিল বর জপি মন্ত্র দশাক্ষর
মীন মাংস ত্যজি বহুকাল।
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় বিকাইনু রাঙ্গা পায়
আজি মোর সফল জীবন
গাইয়া তোমার আগে গোবিন্দ-ভকতি মাগে
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৪

বিধিমুখে বেদবাণী বন্দে' দেবী বীণাপাণি
ইন্দু কুন্দ তুষার-সঙ্কাশা
ত্রৈলোক্যতারিণী ত্রয়ী বিষ্ণুরূপা বর্ণময়ী
কবিমুখে অষ্টদশ ভাষা।
শ্বেতপদ্মে অধিষ্ঠান শুক্ল ধুতি পরিধান
কণ্ঠে শোভে মণিময়-হার
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে কপালে বিজুলি লোলে
তনুরুচি খণ্ডে অন্ধকার।
শিরে শোভে ইন্দুকলা করে শোভে জাপ্যমালা
শুকশিশু শোভে বাম করে
নিরন্তর আছে সঙ্গী মসী পত্র পুথি খুঙ্গি
স্মঙরনে জড়িমা জায় দূরে।
দিবা নিশি কবি ভাগ সেবে ভুয়া ছয় রাগ
অনুকূল ছত্রিশ রাগিনী
রবাব খমক বেনি সপ্তস্বরা পিনাকিনী
বীণা বেণু মৃদঙ্গ-বাদিনী।
সঙ্গে বিদ্যা চতুর্দশে সঙ্গীত কবিত্ব-রসে
আসরে করহ অধিষ্টান
করোঁ গো অঞ্জলি পুটে উবহ আমার ঘটে
দূর কব দুর্মতি বিজ্ঞান।
দেবতা অসুর নর যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধ-
সেবে তুয়া চরণসরোজে
তুমি জারে কর দয়া সেই বুঝে দেবমায়া
বৈসে সেই পণ্ডিতসমাজে।
নিশি দিসি তোমা সেবি রচিল মুকুন্দ কবি
নৌতন মঙ্গল অভিলাষে
উর গো কবির ধামে দয়া কর শিবরামে
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে॥

৫

অজিত-বল্লভা দেবী ব্রহ্মার জননী
তোমার চরণ সেবি জোড় করি পাণি।
জখন আছিলা হরি অনন্তশয়নে
তাহার উদরে গো আছিলা ত্রিভুবনে।

জন্ম জরা মৃত্যু তোমা নহে কোন কালে
সেই কালে ছিলে তুমি হরি-পদতলে।
অনল গরল আদি কুম্ভীর মকর
কত কত নাহি আছে সমুদ্র-ভিতর।
তুমি গো পরম রত্ন সকল সংসারে
তোমা লক্ষ্মী হইতে রত্নাকর বলি তারে।
ধম জন যৌবন নগর নিকেতন
পদাতি বারণ বাজি রথ সিংহাসন।
তাহার অহঙ্কার তাবদ শোভা করে
কৃপাময়ী লক্ষ্মী জাবদ থাক ঘরে।
সেই জনে প্রশংসা সেই অভিরাম
সেই জন কুলীন গো সকল গুণধাম।
তুমি গো বল্লভা কৃপা নাঞি কর জারে
আছুক অন্যের কাজ স্ত্রী মন্দ বলে তারে।
লক্ষ্মীরে চঞ্চলা করি বলে জেই জনে
লক্ষ্মীর মহিমা তারা কিছুই না জানে।
ছাড়হ সে জনে তাহার দোষ দেখি
অদোষী পুরুষে কর চিরকাল সুখী।
তুমি গো থাকিলে মান সকল ভুবনে
তুমি লক্ষ্মী বাম হইলে বিজয়ী নহে রণে।
সেই জন পণ্ডিত সেজন মহাবীর
জাহার মন্দিরে লক্ষ্মী তুমি হও স্থির।
লক্ষ্মীর বন্দনা কবিকঙ্কণে ভণে
ভক্ত নায়কে মাতা হও সুপ্রসন্নে॥

৬

শুন ভাই সভাজন কবিত্বের বিবরণ
এই গীত হইল জেমতে
উরিয়া মায়ের বেশে আসিয়া শিয়র দেশে
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে[১]।
সহর সেলিমাবাজ তাহাতে সজ্জনরাজ
নিবসে নেউগি গোপীনাথ
তাহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চষি
মিরাস পুরুষ ছয় সাত।
ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদে লোল ভৃঙ্গ
গৌড় বঙ্গ উৎকল মহীপ
রাজা মানসিংহ গেলে প্রজার পাপের ফলে
বিলাত পাইল মামুদ সরিপ।
উজির হইল রামজাদা বেপারি বৈশ্যের খদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হইল ঐরি
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাঞি মানে প্রজার গোহারি।
সরকার হইল কাল খিল ভূমি লিখে লাল
বিনি উবগারে খায় ধুতি
পোতদার হইল যম টাকা আড়াই আনি কম
পাই লভ্য খায় দিন প্রতি।
ডিহিদার আবুদ খোজ টাকা দিলে নাঞি রোজ
ধান্য গরু কেহ নাঞি কেনে
প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দি
সেই হেতু নাঞি পরিত্রাণে।
জানদার সভার আছে প্রজাগণ পলায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দিল থানা
প্রজা হইল বিকলিত বেচে ঘর কোট নিত
টাকা দ্রব্য দশ দশ আনা[২]।
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ চণ্ডিবাটি জার গাঁ
যুক্তি কইল[৩] গভির[৪] খাঁঞের সনে
দামিন্যা[৫] ছাড়িয়া জাই সঙ্গে রমানাথ[৬] ভাই
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে।
ভেলিঞাতে[৭] উপনীত[৮] রূপ রায় নিল[৯] বিত্ত[১০]
যদু কুণ্ড তৌলি কৈল রক্ষা[১১]
দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল্ল ডর
তিন দিবসের দিল ভিক্ষা।
বাহিয়া মুড়াই নদী সদাই স্মঙরিল বিধি
ভেউঠিয়ায়[১২] হৈলাঙ উপনীত
দারুকেশ্চর তরি পাইলাঙ পাতুলি পুরী[১৩]
গঙ্গাদাস বহুত কৈল হিত।

নৌকা বায় পরাশর[১৪] এড়াইয়া আমোদর
উপনীত কোঁচাড়িয়া[১৫] নগরে
তৈল বিনে করি স্নান কেবল উদক[১৬] পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে।
আশ্রম পুখুর-আড়া[১৭] নৈবেদ্য শালুক-নাড়া[১৮]
পূজা কৈল কুমুদ প্রসূনে[১৯]
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে[২০] নিদ্রা জাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।
মাতা করিল[২১] পরম দয়া দিলা চরণের ছায়া
আজ্ঞা দিলা রচিতে কবিত্ব
হাথে লৈল পত্র মসী আপনি[২২] কলমে বসি
নানা ছন্দে লিখিল সঙ্গীত।
পড়িয়াছিলাঙ[২৩] নানা তন্ত্র নাহি তথি সেই মন্ত্র
আজ্ঞা দিলা জপি নিতে নিত[২৪]
চণ্ডীর আদেশ পাই শিলাই বাহিয়া জাই
আরড়ায়[২৫] হইল উপনীত।[২৬]
আড়রা ব্রাহ্মণভূমি ব্রাহ্মণ জাহার স্বামী
নরপতি ব্যাসের সমান

পড়িয়া কবিত্ববাণী সম্ভাষিল নৃপমুনি
রাজা দিল দশ আড়া ধান।
সুধন্য বাঁকুড়া রায় খণ্ডাল্য[২৭] সকল দায়
সুত পাঠে[২৮] কৈল নিয়োজিত
তার সুত রঘুনাথ রাজকুলে[২৯] অবদাত
গুরু বলি করিল পূজিত।[৩০]
সঙ্গে দামোদর[৩১] নন্দী জে জানে স্বপ্নের সন্ধি
অনুদিন করিল জতন
নিত্যে[৩২] দিল অনুমতি রঘুনাথ নরপতি
গায়নেরে দিলেন ভূষণ।[৩৩]
বিক্রমদেবের সুত গান করে অদভুত
বাখান করয়ে সর্বজন
তাল মানে বিজ্ঞ দড় বিনয়সুন্দর বড়
নতিমান মধুরবচন।
ধন্য রাজা রঘুনাথ কুলে শীলে অবদাত
প্রকাশিল নূতন মঙ্গল
তাঁহার আদেশ পান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
সম্ভাষা করিয়া কুশল ॥

প্রথম দিবস

নিশা

৭

তেজিযা কৈলাস গিরি উর গো মবত-পুরী
ভৃত্যের করিতে পরিত্রাণ
বিশ্রাম দিবস আট শুন গীত দেখ নাট
আসরে করহ অধিষ্ঠান।
লিখি পড়ি নানা গ্রন্থ নহি পণ্ডিতের পান্থ
কৃপা করি দিলে গুরুভাব
অনভিজ্ঞ তালমানে কেমনে শিখাব আনে
দোষ গুণ সকল তোমার।

জে বোল বলাহ তুমি সে বোল বলিব আমি
তুমি করি মোর উপদেশ
প্রচার যেমন কাব্য শুনযে তেমন ভাব্য
কবি চিন্তা হর মোর ক্লেশ।
বলি হোম ধূপদীপে তোমা পূজে সপ্তদ্বীপে
তোমার সেবক জগজন
নাযেকের থাকে দোষ দূর করহ অভিরোষ
কর মোরে কৃপাবিলোকন।
তুমি রমা তুমি বাণী যোগনিদ্রা নারাযণী
ত্রযীবিদ্যা অনাদিবাসনা
মহাযোগ কালরাত্রি গাযত্রী ভুবনধাত্রী
ক্রিযাশক্তি সংসারকারণা।
সলিলে ডুবিল মহী আশ্রয় করিযা অহি
শয়ন করিলা নারায়ণ
সেহি অবসানকালে প্রভুর শ্রবণমূলে
দুই দৈত্য হইল মহাবল
[নাভিপদ্মে প্রজাপতি দেখিযা কুপিত মতি
ব্রহ্মাকে হানিতে যায় রোষে।

তোমা সেবি প্রজাপতি পাযে তাহে অব্যাহতি
বিপদনাশিনী তোমা ঘোষে।][১]
তুমি শ্রদ্ধা তুমি তুষ্টি তুমি ক্ষমা তুমি পুষ্টি[২]
গিরিকন্যা ঈশান-গৃহিণী
আগম নিগম তন্ত্র বীজরূপা মহামন্ত্র[৩]
বেদমাতা বিশ্বের জননী।
গোকুলে গোমতী নামা[৪] তমুলোকে বর্গভীমা
উত্তরে বিদিত বিশ্বকাযা
জযন্তী হস্তিনাপুরে বিজযা নন্দের ঘরে
হরি-সন্নিধানে মহামযা।
দানবকুলের দর্পে দৈবকী-অষ্টম গর্ভে
হৈলা সৃষ্টি ক্ষিতিভার-নাশে
হরিতে তাহান ভীতি যোগনিদ্রা ভগবতী
থুইলা যশোদা[৫]-গর্ভবাসে।
ভোজরাজ-মহাতঙ্কে শ্রীহরি করিয়া অঙ্কে
বসুদেব গেলা নন্দাগার
আগম যমুনাজল মায়া পাতি কৈলে স্থল
শিবারূপা নদী কৈলে পার।

হরিতে অবনীভার কৃপাময় অবতার
যদুকুলে হৈলা নারায়ণ
যশোদা জঠরে জাতা হইলা নন্দের সুতা
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥[৬]

৮

আদ্যদেব নিরঞ্জন জার সৃষ্টি ত্রিভুবন
পরমপুরুষ পুরাতন
শূন্যে করিয়া স্থিতি চিন্তিল মহামতি
সৃষ্টির উপায় কারণ।
নাহি কেহ সহচর অসুর দেবতা নর
সিদ্ধ নাগ চারণ কিন্নর
নাঞি তথা দিবানিশি না উদয় রবি শশী
অন্ধকার আছে নিরন্তর।
কোটি ভানু পরকাশ পরিধান পীতবাস
অভিনব তনু ঘনশ্যাম[১]
কনক কিঙ্কিনী হার দূর করে অন্ধকার
পুরটমুকুট মণিদাম।
কণ্ঠে কৌস্তুভ-আভা কোটি চাঁদ নখ-শোভা
কুণ্ডলে মণ্ডিত দুই গণ্ড
নবীন জলদ-কান্তি চাঁদ জিনি মুখপাঁতি
অজানুলম্বিত ভুজদণ্ড।
অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি হৃদয়ে ভাবিয়া যুক্তি
জলে স্থলে নাঞি অধিষ্ঠান
কথায় সঙ্গতি নাঞি চিন্তিলেন গোসাঞি
আপনারে অশক্ত সমান।
চিন্তিতে এতেক কাজ একচিত্তে দেবরাজ
তনু-বাহির হইল প্রকৃতি
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
পাঁচালি অদ্ভুত নির্মিতি ॥

৯

আদ্যদেবের নিত্যশক্তি ভুবনমোহন-মূর্তি
উরিলেন সৃষ্টির কারিণী
করিয়া সম্পুট পাণি মৃদুমন্দ-ভাষিণী
সমুখে রহিলা নারায়ণী।
রাজহংস-রব জিনি চরণে নুপুরধ্বনি
দশনখে দশ চাঁদ ভাসে
কোকনদ-দর্পহর বেষ্টিত জাবক[১] কর
অঙ্গুলি চম্পক-পরকাশে।
রামরম্ভা জিনি উরু নিবিড় নিতম্ব গুরু
কেশরী জিনিঞা মধ্যদেশে
মধুর কিঙ্কিণী বাজে পরিধান পাট-সাজে
বচন-গোচর নহে বেশ।
রাজহংস জিনি কাঁতি হেম জিনি দেহজ্যোতি
গজকুম্ভ চারু পয়োধরে
তাহে শোভে অনুপান মণি মুকুতার দাম
যেন গঙ্গা সুমেরু-শিখরে।
মণিময় হার ছলে কিবা শোভে তার গলে
স্থির হৈয়া সৌদামিনী ভাসে[২]
নিরুপামা পরকাশে মন্দ মধুর হাসে
ভঙ্গী নব শিখিবার আশে।
বিন্ধুক[৩] কুসুম ছটা লল্লাটে সিন্দুর-ফোটা
প্রভাতকালের যেন রবি
অধর বিম্বুক জুতি দন্ত মুকুতার পাঁতি
তিমির দহন করে ছবি[৪]।
কপালে সিন্দুর-বিন্দু তাহে ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু
তাহে শোভে চন্দনের বিন্দু
করিয়া তিমির মেলা ধরিয়া কুন্তল ছলা
বন্দী করিলে রবি ইন্দু।
তিলফুল জিনি নাসা বল্লকী জিনিঞা ভাষা
ভুরু যুগ চাপ-সহোদর

খঞ্জনগঞ্জন আঁখি রাকা সুধাকর-মুখী
শিরোবুহ অসিত চামর।
অঙ্গদ বলযা শঙ্খ ভুবনে উপামা বঙ্ক
মণিময মুকুট মণ্ডন[৫]
হাসিতে বিজুলি খেলে কপালে কুণ্ডল দোলে
মুখবুচি ভুবনমোহন।
প্রভুব ইঙ্গিত পাযা আদিদেবী মহামাযা
সৃষ্টি সৃজিতে কৈল মন
উমাপদ-হিতচিত বচিল নতুন গীত
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ[৬] ॥

১০

এক দেব নানামূর্তি হইলা মহাশয
হেম হইতে কুণ্ডল বস্তুত ভিন্ন নয।
প্রকৃতিতে তেজ প্রভু কবিলা আধান
বৃপবান্ হইল তাতে তনয মহান।
মহতেব পুত্র হৈল নামে অহঙ্কাব
যাহা হৈতে হৈল সৃষ্টি সকল সংসাব
অহঙ্কাব হইতে হইল এই পঞ্চজন
পৃথিবী উদক তেজ আকাশ পবন।
এই পঞ্চজনে লোক বলে পঞ্চভূত
ইহা হৈতে প্রাণিবর্গ হইল বহুত।
গুণভেদ এক দেহ হৈলা তিনজন
বজোগুণে পিতামহ মবালবাহন।
সত্ত্বগুণে বিষ্ণুবুপে কবেন পালন
তমগুণে মহাঁদেব বিনাশ কারণ।
ব্রহ্মাব মানসপুত্র হইলা চাবিজন
সনৎকুমাব যে সনক সনাতন।
সনন্দ হইল তথি পবেব পুবণ
কৃষ্ণকথা বিনে তার অন্যে নহী মন।
পিতৃবাক্য না শুনিলা সংসাব বিমুখ
চাবিজন বুঝিলেন হবিভক্তি-সুখ।
প্রপঞ্চ সকল বিধি হবি হব সত্য
চাবি ভাই কৃষ্ণনাম গান সাবহিত।
চাবি পুত্র যদি তাব তেজে অনুরোধ
বিধাতার হৃদযে বাড়িল বড় ক্রোধ।
সেই ক্রোধে ভ্রূভঙ্গি হইল বিধাতাব
তাহ তে জন্মিল নীললোহিত কুমাব ॥
বাল্যভাবে মহাঁদেব মবেন বোদন
নাম ধাম জাযা মোব কব নিজোজন।
বিচাবিযা বুদ্র নাম থুইল প্রজাপতি
মৃত্যুঞ্জয মহেশ ঈশান পশুপতি[৭]।
হৃদযেতে তেজ ইন্দ্রী বাযু বহ্নি জল
ইন্দ্র চন্দ্র দিবাকব দিব তোবে স্থল।
ধৃতি বুদ্ধি ঈশী বশী শিবা আব অণিমা
একভাবে ছয নাবী ভজিবেক তোমা।
সৃষ্টি কব পুত্র তোমাবে বাড়ুক পবমাযু
আজ্ঞা লঙ্ঘিল তোব জ্যেষ্ঠ চাবি ভাই।
পিতৃবাক্যে দিল শিব তপস্যায মন
সৃজিলা প্রমথ প্রেত ভূত দানাগণ।
জটাভাবে হাড়মালা বিভূতি ভূষণ
দেখিযা বিধাতা কৈল সৃষ্টি নিবাবণ।
ভযঙ্কব সৃষ্টি পুত্র না কব গঠন
তপস্যা কবিযা পুত্র ভজ নাবাযণ।
পিতৃবাক্যে শিব দিল তপস্যায মন
একভাবে মহাদেব ভজে নাবাযণ।
তবে জন্মাইলা ব্রহ্মা এহি দশ সুত
আচাব বিনয বিদ্যা বৃপ গুণ যুত।
মবীচি অঙ্গিবা অত্রি ভৃগু দক্ষ ক্রতু
পৌলহ পৌলস্ত হইলা সংসাবেব হেতু।
বশিষ্ঠ হইলা দেবমুনি মহাঁতপা
নাবদ হইলা জাবে হইল হরিকৃপা।
আপনাব অঙ্গ ব্রহ্মা কৈল্য দুইখান
বামদিগে হইলা নারী দক্ষিণে পুমান।
নাবী শতবূপা নাম ধবিলেক তনু
পুবুষ হইল স্বযম্ভুব নামে মনু।

মনুকে বলিল ব্রহ্মা শুন মোর কথা
প্রজা সৃজিয়া মোর ঘুচাহ ব্যথা।
সৃষ্টি করিবারে ভাল বলিলা গোসাঞী
কোথায় বসিবেক প্রজা এমত স্থল নাঞি।
যুগে যুগে প্রজা-সৃষ্টি আছিল ধরণী
অসুর হরিয়া লৈল পাতাল-সরণি।
এ বোল শুনিযা ব্রহ্মা হইলা চিন্তিত
নাসাপথে বরাহ হইলা আচম্বিত।
অভযার চরণে মজুক নিজচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

১১

অচিন্ত্য অনন্ত মায়া ধরিয়া বরাহ-কায়া
অঙ্গে শোভে যজ্ঞপাত্রজাল
ধনুর্দ্ধর মহারম্ভ[১] প্রলয়জলধি-অম্ভ
প্রবেশিয়া পাইল পাতাল।
সেবকবৎসল ভগবান
দশনে ধরণী ধরি হিরণ্যাক্ষ বীরে মারি
পাতাল হইতে করিলা উত্থান।
দশন কুন্দের আভা তথি দেবী পাইল শোভা
তমালশ্যামল বসুমতী
জেন করিদন্ত-মাঝে সপত্র পদ্মিনী সাজে
বিধি সিদ্ধি ঋষি কৈল স্তুতি।
জলের উপরে ক্ষিতি আরোপি ভুবনপতি
শরীর বাড়েন ঘনে ঘন
উঠি বিন্দু সটাধৃত ভুবন করয়ে পূত
সরূপেত [তপঃ] সত্য জন।
জল তেজি দেবরায় সঘনে ঝাড়েন কায়
অঙ্গে হৈতে লোম ছয় খসে
পাইয়া ধরণীগর্ভ তথি হৈতে হৈল দর্ভ
বিঘ্নমখ ঘুচে সেই কুশে।

অখিল পর্বতগুরু মধ্যে আরোপিলা মেরু
মন্দার-প্রমুখ গিরিচয়
গন্ধমাদন মাল্যবান নীল শ্বেত শৃঙ্গবান
হেম হিমকূট হিমালয়।
প্রথমে উদিতগিরি পাছে অস্তশিখরী
চৌদিগে বেড়িত লোকালোক
বাহিরে কাঞ্চনক্ষিতি তথি যোগেশ্বরপতি
দেখি বিধাতার ঘুচে শোক।
সুমেরু উপর ভাগে রবি-চন্দ্র রথ লাগে
বেড়িয়া ফিরেন দিবাকর
গতাযাত করি লক্ষ দিন নিশা মাস পক্ষ
হইল ঋতু অয়ন বৎসর।
কৃপাময় অবতার হইল প্রভু শিশুমার
উর্দ্ধপুচ্ছ হেট জার মাথা
তথি রাশিচক্রভর ফিরে প্রভু নিরন্তর
গ্রহতারাগণ বৈসে তথা।
উর্দ্ধলোকে বহে গঙ্গা প্রবলচপলভঙ্গা
মেরুশৃঙ্গে হৈল চারিধারা
সীতা ভদ্রা বঙ্খু নাম অশেষ পুণ্যের ধাম
অলকানন্দিনী তীর্থবরা।
বৃহস্পতি রাজধানী তথি মনু নৃপমণি
শতরূপা সঙ্গে কৈল বাস।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিল বন্ধ
নৃপমণি মঙ্গল প্রকাশ॥

১২

শতরূপা মনু সঙ্গে ক্রীড়া কুতূহলে
পুণ্যযুত দুই পুত্র হইল কথো কালে।
জ্যেষ্ঠ সুত প্রিয়ব্রত হইল নৃপবর।
রথচক্রে হৈল জার এ সাত সাগর।
কনিষ্ঠ উত্থানপাদ বিখ্যাত ভুবনে
ধ্রুব নামে পুত্র জার বিদিত পুরাণে।

তিন কন্যা হইল তার রূপগুণবতী
আকৃতি প্রসূতি হৈলা আর দেবহূতি ।
আকৃতিরে বিভা দিল রুচি মুনিবরে
দিলেন যৌতুক রথ তুরঙ্গ কুঞ্জরে ।
কর্দম মুনিকে মনু দিল দেবহূতি
দিলেন যৌতুক নানা ধন প্রজাপতি ।
প্রসূতিরে পাণিগ্রহণ কৈল দক্ষমুনি
জন্মিল তাহার ষোলো তনয়া রূপিণী ।
ষোড়শ কন্যার মধ্যে মুখ্য সুতা সতী
ধর্মমোক্ষ-হেতু হৈলা আপনে প্রকৃতি ।
নারদের উপদেশে দক্ষ প্রজাপতি
মহাদেবে বিবাহ দিলেন কন্যা সতী ।
নানাধন যৌতুকে পূরিলা অভিলাষ
বরকন্যা দক্ষমুনি পাঠাইলা কৈলাস ।
এমন সময়ে ভৃগু বিরিঞ্চিনন্দন ।
বৃহস্পতি আনি যজ্ঞ কৈল আরম্ভণ ।
চারিবেদে পণ্ডিত অঙ্গিরা তার হোতা
সদস্য হইলা তথি আপনি বিধাতা ।
দেবগণে নিমন্ত্রণ দিল ভৃগুমুনি
ঘরে ঘরে বার্তা দিল নারদ আপনি ।
আইল দেব চক্রপাণি চাপিয়া গরুড়
বৃষভে চাপিয়া আইলা দেব চন্দ্রচূড় ।
মহিষে চাপিয়া আইলা যম চৌদ্দজন
হরিণে চাপিয়া ঊনপঞ্চাশ পবন ।
রাশিচক্র চাপিয়া আইল গ্রহগণ
রথে চড়ি দিকপাল করিল গমন ।
কেহো রথে কেহো গজে কেহ তুরঙ্গমে
চড়িয়া বিমানে আইলা ভৃগুর সদনে ।
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত দেবীগণ
চড়িয়া বিমানে আইলা ভৃগুর সদন ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল মুনি বসিতে আসন
মধুপর্ক আদি দিল নানা আয়োজন ।
সিদ্ধান্ত করয়ে কেহ করে পূর্বপক্ষ
এমন সময় তথা মুনি আইলা দক্ষ ।
দক্ষ দেখি দেবগণ করিল উত্থান
বিধি বিষ্ণু শিব বিনে কৈল পরনাম ।
অনাচার দেখি শিবের দক্ষ কাঁপে রোষে
দেবগণে নিবেদিল গদগদ ভাষে ।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

১৩

শুন রে সকল দেব [illegible] এ বড় দারুণ শোক
এই শিব আমার জামাতা
আইল যাও যজ্ঞের স্থান না করে আমার মান
মোরে নম না নোঙায়ে মাথা ।
নারদে কহিব কী তার বাক্যে দিলাও ঝি
হেন ভাঙ্গড়-পতি পাপে
ত্রিভুবনে এক ধন্যা অপাত্রে দিলাও কন্যা
তাপ শুখাইল পরিতাপে ।
শিবের নাহি জানি আদি মূল কী বা জাতি কী বা কুল
নাহিএ জানি কেবা মাতা পিতা
আমি ছার মন্দমতি অনলে পেলিল ঝি
সভা মধ্যে লাজে হেট মাথা ।
শিবের অঙ্গরাগ চিতাধূলি কান্ধেতে ভাঁগের ঝুলি
বিষধর উত্তরি-বসন
হেন অমঙ্গল-ধাম কে থুইল শিব নাম
দেববুদ্ধি করে কোন জন ।
চাহিতে চাহিতে ভাল কুল করিলাও কাল
বাম হৈল আমারে বিধাতা
ভূষণ হাড়ের মালা শ্মশানে বিনোদশালা
হেন জন আমার জামাতা ।
যক্ষ দানা প্রেত ভূত বসতি সভার জুত
সহযোগ শয়ন ভোজন

জাতের নাহিক স্থিতি সে জন কন্যার পতি
দেবকুলে কেবল গঞ্জন ।
সতী ঝি গুণনিধি তারে বিড়ম্বিল বিধি
পতি সে দারিদ্র দিগম্বর
কুলে হইল দোষ মনে নাহি সন্তোষ
অপযশে কান দিগান্তর[১] ।
শ্বশুর জেমন তাত তারে না জুড়িল হাথ
সভায় করিল অপমান
নএ[২] লোকে অনুরাগ ঘুচয়ে যজ্ঞের ভাগ
বেদপথে নযে[৩] অবধান ।
গুণরাজমিশ্র-সুত সঙ্গীতকলায় রত
বিচারিয়া অনেক পুরাণ
দামিন্যা নগরবাসী সঙ্গীতের অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

১৪

এমন শুনিয়া নন্দি দক্ষের বচন
কম্পমান দেহ হইল লোহিত লোচন ।
দক্ষে সাঁপ দিতে নন্দি জল নিল হাতে
নাঞি হইএ দক্ষ তোমার মতি মুক্তিপথে ।
মহাদেবে দক্ষ কেন বল কুবচন
অচিরাত হইয দক্ষ ছাগলবদন ।
বিমনা হইয়া শিব চলিলা কৈলাস
দক্ষ প্রজাপতি গেলা আপনার বাস ।
পরপর দুইজনে হইলা প্রতিকূল
শ্বশুর-জামাতা হইল ভুজঙ্গ-নকুল ।
জামাঞি শ্বশুরে দ্বন্দ্ব হইল বহুকাল
দক্ষের হৃদয়ে কোপ বাড়িল বিশাল ।
কথো কালে কৈল ব্রহ্মা দক্ষের সম্মান
সকল পুত্রের মাঝে করেন প্রধান ।
ব্রাহ্মণের রাজা করি ধরাইল ছাতা
প্রসাদ করিল তারে কনক-পইতা ।
ব্রাহ্মণ পালিতে তাঁকে বুদ্ধি দিল বিধি
সেই হইতে কূলে ওঝা হইল পালধি ।
ব্রহ্মার প্রসাদে দক্ষ হইল বড় দম্ভ
বৃহস্পতি আনি যজ্ঞ করিল আরম্ভ ।
নিমন্ত্রণ দিল দক্ষ সুর নাগ নরে
কহিল নারদমুনি সভাকার ঘরে ।
বিধি বিষ্ণু বিনে আইলা সর্ব দেবগণ
নাগলোক রিসি আইলা দক্ষের সদন ।
আকাশেত শুনিয়া বিমানের কোলাহল
দক্ষের দুহিতা চণ্ডী হইলা চঞ্চল ।
লোকমুখে শুনিয়া দক্ষের ক্রতুবর
নিবেদিল শঙ্করে করিআ জোড়কর ।
দক্ষ প্রজাপতি গোসাঞি তোমার শ্বশুর
তাঁর ঘরে তিন লোক চলিল প্রচুর ।
তুমি আজ্ঞা দিলে আমি জাই পিতৃবাস
বাপের উৎসব শুনি বড় অভিলাষ ।
এমন বলিয়া ধরি শিবের চরণ
নয়নে নিকলে লো গদগদ বচন ।
নিমন্ত্রণ বিনে জাবে এই মাথা-কাটা
আমার প্রসঙ্গে তুমি বড় পাবে খোঁটা ।
নিমন্ত্রণ বিনে জাবে বাপের সদন
ইথে দোষ নাঞি গোসাঞি লোকের গঞ্জন ।
অভযার চরণে মজুক নিজ চিত
গৌরীর প্রসঙ্গে নাচাড়ি রচিত[১] ॥

১৫

অনুমতি দেহ হর জাই বাপার ঘর
যজ্ঞ-মহোৎসব দেখিবারে
ত্রিভুবনে জত বৈসে চলিল বাপের বাসে
তনয়া কেমনে প্রাণ ধরে ।
চরণে ধরিয়া সাধি কৃপা কর কৃপানিধি
জার পঞ্চ দিবসের তরে

চিরদিন আছে আশ জাইব বাপার পাশ
নিবেদন নাঞি করি ডরে ।
সুমঙ্গল-সূত্র করে আইলাও তোমার ঘরে
পূর্ণ হেল বৎসর সাত
দূর কর বিবাদ পুরহ আমার সাধ
মাএর রন্ধনে খাব ভাত ।
পর্বত কাননে বসি নাঞি পাট-পড়সি
সীমন্তে সিন্দূর দিতে সখী
বকুলতল জথা জাই জুড়াইতে নাঞি ঠাঞি
বিধি মোরে কেল জন্মদুঃখী ।
পিতা মোর পুণ্যবান দিবেন অনেক দান
কন্যাগণে করিবেন বেভার
অভরণ পরিধান আগে আমি পাব মান
ভেদবুদ্ধি নাহিক বাপার ।
শুনিয়া সতীর বাণী কহিলেন শূলপাণি
শুন প্রিয়ে আমার বচন
বাপ ঘরে জবে চল তবে না হইবে ভাল
ভবিষ্যৎ বহু বিড়ম্বন ।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডিকা-আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১৬

জাইবারে অনুমতি নাহি দিলা পশুপতি
দাক্ষায়ণী হইলা কোপমতি
স্বভাবে হইআ বামা চলিলা ভ্রূকুটী ভীমা
একাকিনী বাপের বসতি ।
হইয়া উন্মত্তবেশা যান চণ্ডী মুক্তকেশা
না শুনিয়া শিবের বচন
শিবের ইঙ্গিত পায়া পাছে নন্দী যায় ধায়া
বৃষবর করিয়া সাজন ।
সারিকা সিন্দূর-পোড়ি পিছে লৈয়া ধায় চেড়ি
কেহ লইল চিরনি দর্পণ
পুরিয়া সুগন্ধি বারি কেহ লয়া জায় ঝারি
শ্বেতছত্র ধরে কোনজন ।
আইল সকল সেনা সঙ্গে প্রেত ভূত দানা
নেকা জোকা দুই সেনাপতি
আগু পাছ দানা ধায় রাঙ্গা ধুলা মাখে গায়
দেখিয়া হরিষ হইল সতী ।
বৃষ জোগাইল নন্দি চাপিয়া চলিল চণ্ডী
শিরে ছত্র নন্দি ধরান
না জানি চলিল কত তিন দিবসের পথ
দুই প্রহরে কৈল পযান ।
পাইল বাপের গ্রাম শুনিঞা সতীর নাম
প্রসূতি ধাইল বেগবতী
কোলেতে করিয়া সতী প্রসূতি পুলকমতি
কইল দেবি মাএরে প্রণতি ।
আনিয়া আপন ঘরে প্রসূতি দিলেন তাঁরে
পাদ্য অর্ঘ্যকনক আসন
জতেক বহিনীগণ সভে কইল আলিঙ্গন
ঘরের কুশল জিজ্ঞাসন ।
আর যত সখীগণ আসিলেক ততক্ষণ
শুনিয়া চণ্ডীর আগমন
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিল বন্ধ
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১৭

মাত্রি-বাহন সঙ্গে করি সম্ভাষণ
সত্বরে চলিলা চণ্ডী যজ্ঞের সদন ।
দক্ষের চরণে চণ্ডী করিলা প্রণতি
হেটমুখে আশিষ করেন প্রজাপতি ।
আয়্যাতে জাউক কাল ঘুচুক দুর্গতি
চিরজীবী হোক স্বামীর সুস্থির সুমতি ।

না দেখিয়া যজ্ঞে দেবী শিবের পূজন
কোপে কম্পমান তনু বাপে নিবেদন।
শুন বাপা তোমারে করিএ অভিমান
সতী ঝিএ তোমার টুটিল অবধান।
ধর্ম আদি তোমার জতেক বন্ধুজন
সবারে আসিতে যজ্ঞে কৈলা নিমন্ত্রণ।
অন্য জামাতারে দিলা বস্ত্র অলঙ্কার
শিবপক্ষে ভাল নহে তোমার ব্যবহার।
দুষ্ট দৈবফলেতে তোমার আমি ঝি
না করিল পুণ্যকর্ম নির্বেদিব কী।
এমত শুনিঞা দক্ষ সতীর বচন
সকোপে বলেন বাণী শুনে সর্বজন।
অভয়া-চরণে মজুক নিজচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

১৮

উচিত কহিতে কথা মনে পাছে পাও ব্যথা
জেবা ছিল কপালে লিখন
তোমার কর্মের গতি স্বামী হইল বামপথি
তারে যজ্ঞে আনি কী কারণ।
শিবের পরিধান বাঘছাল গলাএ হাড়ের মালা[১]
বিভূতি ভূষণ জার[২] অঙ্গে
শ্মশানে জাহার স্থান কেবা করে তার মান
প্রেত ভূত চলে তার সঙ্গে।
আরোহণ বৃষবরে সিঙ্গা ডম্বুর করে
ভক্ষণ ধুতুরার ফল
নাগে বড় অভিলাষ ফণি-উত্তরি বাস
ফণিহার ফণির কুণ্ডল।
তোমার কর্মের ফল স্বামী হইল পাগল
ডোড়ি সম্বল নাহি বাসে
অনুচিত তাহার মাথায় জটার ভার
দেখিয়া সকল লোক হাসে।
ঝিএ সেবিঞা পশুপতি পাইলে পশুর গতি
অহি সঙ্গে একত্র শয়নে
হরশিরে শশিকলা অহি সঙ্গে জার মেলা
এই দুই বঞ্চিত ভুবনে।
দক্ষ দানা প্রেত ভূত সভাএ বসতি জুত
সহযোগে শয়ন ভোজন
জাতের নাহিক স্থিতি হেন জন দিগপতি
দেবকুলে কেবল গঞ্জন।
আমি ব্রহ্মার সুত ত্রিভুবনে পূজিত
তার শুন আমারে ব্যভার
ভৃগুর যজ্ঞস্থানে দেব মুনি বিদামানে
আমারে না কৈলে নমস্কার।
শুন ঝিএ মোর বাণী যজ্ঞে যদি তায় আনি
অবশ্যে হইব যজ্ঞনাশ
দেখিয়া শিবের গুণ আর জত মুনিগণ
একস্থানে না করে নিবাস।
এতেক দক্ষের কথা শুনিঞা ভুবনমাতা
ক্রোধমুখে দিলেন উত্তর
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাচালি করিয়া বন্ধ
গাইল মকুন্দ কবিবর॥

১৯

সমুদ্রমথনে ঘোর উঠিল গরল
তিন লোকে দহে যেন প্রলয়-অনল।
হেন বিষ পিয়া শিব রাখিল জগত
সম্পদে বিমূঢ়মতি না জানে মহত।
শিবনিন্দা শ্রবণে করিব প্রতিকার
তোমার অহঙ্কারে তনু না রাখিব আর
পিণাক ধনুক জার অনন্ত শিঞ্জিনী
আপনে হইলা শর জাথে চক্রপাণি।
লোকরিপু ত্রিপুর দহন কৈল হর
হেন জনে কী কারণে বল অনুতর।
চন্দ্র-নিছনি ফুল চরণের রজ

দুর্লভ মানিঞা জার আস করে অজ্ঞ।
দেব নর নাগ শিবে কবয়ে পূজন
তোমা বিনে দোষ তারে না দেয় কোনজন
গুরুজনের নিন্দা শুনিঞা আৎসাদি শ্রবণে
জেই নিন্দা করে তার করিব শাসনে।
সেইস্থান ছাড়িয়া কীম্বা জাই অন্য স্থান
বাপ-প্রতিকার হেতু তেজিব পরাণ।
হৃদয়সরোজে চিন্তি শিবের চরণ
দৃঢ় করি মহাদেবী পরিল বসন।
যোগেতে ছাড়িল তনু জগতের মাতা
মুকুন্দ রচিল গৌরীমঙ্গলের গাথা॥

২০

দেবাসুর নর সভে কৈল হাহাকার
কেহো বলে দক্ষযজ্ঞে হইল মহামার।
যত বন্ধুজনে সভে কৈল কোলাহল
যোগবলে তার গায় জলিল অনল।
সতী যজ্ঞস্থানে জদি তেজিল জীবন
যজ্ঞনাশ করিতে ধায় জত দানাগণ।
আগে নন্দি জায় দুদিকে নেকা জোকা
শত শত দানা ধায় নাঞি লেখা জোখা।
বিপক্ষ নাশিতে ভৃগু দিলেক আহুতি
যজ্ঞ হইতে উঠিল অনেক সেনাপতি।
রথ তুরঙ্গ সেনা উঠিল কুঞ্জর
খরশরে দানাগণ হইল জবজর।
রণে ভঙ্গ দিয়া দানা[১] পলায় সত্বরে
বৃষভ চড়িয়া নন্দি জান এড়ি সমরে।
শিবের কিঙ্কর জত সব হইল হুতাশ
ধাইআ মেলিল গিয়া পর্বত কৈলাস।
সহস্রমুখে বার্তা নন্দি কহিল মহেশ্বরে
লোটাইআ কান্দে নন্দি মহীর উপরে।
ছিণ্ডিয়া পেলিল শিব মহিতলে জটা
বীরভদ্র হইলা তথি সঙ্গে বীরঘটা।
তিন সূর্য সম বীরের তিনটা লোচন
মাথার মুকুট বীরের ঠেকিআছে গগন[২]।
জোড় হস্তে কৃতাঞ্জলি রহিলা সমুখে
নয়ানে নিকলে অগ্নি ঝলকে ঝলকে।
প্রণাম করিআ কইল নিজ নিবেদন
কি কার্য করিব নাথ কহ না এখন।
আজ্ঞা দিল শিব তারে যজ্ঞ নাশিতে
বিশেষ কহিল তারে দক্ষ বধিতে।
আজ্ঞা লইয়া বীরভদ্র জায় লঘুগতি
সঙ্গে করি নিলা আদি ধাএ সেনাপতি।
সঙ্গে যোগ কোটী ধাএ প্রেত ভূত দানা
দামামা দড়মসা বাজে ব্যালিস বাজনা।
দানাগণের কোলাহলে কিছুই না শুনি
আৎসাদিত ধূলাএ হইলা দিনমুনি।
যজ্ঞশালার বীরভদ্র দিলা দরশন
যজ্ঞশালা ভাঙ্গে জতেক দানাগণ।
প্রাণভয়ে ব্রাহ্মণ দেখান পইতা
পরাণে না মারে [দানা] মারে নাথানে থা
যজ্ঞ নাশিতে হইল বীরের প্রয়াণ
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণ গান॥

২১

প্রবেশিল বীরভদ্র যজ্ঞ নাশিবারে[১]

দক্ষের নিজ পুর ভাঙ্গিয়া করে চুর
কেহ নাঞি নিবারিতে পারে।
বামনে ধরিয়া পুথি নিল কাড়িয়া
ডোর দিয়া দুই ভুজ বান্ধে
জে জন পালাই জায় তাড়াতাড়ি ধরে তায়
পৈতা দেখায় কান্ধে।
বেগে হোতা ধায় তাড়্যা ধরে তায়
দাড়িয়া উপাড়এ দাড়ি
ছিণ্ডিল বসন ভাঙ্গিল দশন
শ্রুপের মারিয়া বাড়ি।

হইয়া বিচেতা ধাইল প্রচেতা
বীর তারে ধরিয়া বান্ধে
বাসনের জিউ রাখ বামনের জিউ রাখ
বলিয়া প্রচেতা কান্দে ।[২]
দক্ষের বীরবর ছোড়য়ে খর শর
মেঘে জেন পানায় পসলা
বাজিআ দানার গায় পাছুরাই পুনু জায়
পুষ্পের জেহ্ন মালা ।
দক্ষের আগুদল ধাইল গজবল
লোহার মুদগর শুণ্ডে
রুষিয়া বীরবর করিল জর্জর
মুঠকী মারিআ মুণ্ডে ।
ধরিআ রণে তুরঙ্গ চরণে[৭]
তুলিআ দেই নাড়া
অঙ্গ ছাড়িয়া তুরঙ্গ পড়িল
হাতে রহিল ফড়া ।
বীরবর লম্ফে বসুধা কম্পে
অষ্ট কুলাচল ফিরে
ফণিগণ ছাড়িয়া মণিগণ পড়িল
ফণিপতি মাথায় ঘোরে ।
ভৃগুর লোচন করিল মোচন
পূষার ভাঙ্গিল দন্ত
সূর্যের ঘোড়া ছিণ্ডিয়া দড়া
দিগের পাইল অন্ত ।
উভ করি পাণি নাচন্তি বীরমণি
করিবর গাথিয়া শূলে
রুধিরের পানা করিয়া পাঞ্জলা
দানা পিয়ে কুতূহলে ।
সঙ্গে দানাঘটা ধাইল লাঙ্গটা
মুতিয়া ভরিল কুণ্ডে[৩]
কপাট ভাঙ্গিয়া ভাঁড়ার লুটিয়া
ঘৃত মধু ঢালে তুণ্ডে ।
দক্ষের কাটী শির আনিল মহাবীর
পেলিল যজ্ঞের কুণ্ডে
মুকুন্দ নিবেদন শুন হে সভাজন
মহাদেবনিন্দার দণ্ডে ॥

২২

এমন দক্ষের যজ্ঞ করিয়া বিনাশ
দণ্ডমাত্রে বীরভদ্র চলিল কৈলাস ।
সঙ্গে সিংহনাদ করে প্রেত ভূত দানা
দামা দড়মসা বাজে ক্যালিস বাজনা ।
প্রণাম করিয়া কৈল নিজ নিবেদন
প্রসাদ করিল হর তারে নানা ধন ।
দক্ষযজ্ঞে সতী যদি তেজিল জীবন
তপস্যায়ে মন দিলা দেব পঞ্চানন ।
এমন দক্ষের যজ্ঞ করি বিনাশন[১]
বিধাতা আইলা তথা দেব নারায়ণ ।
ছাগমাথা দক্ষ-কন্দে করিয়া জোড়ন
কৃষ্ণের কৃপায় দক্ষ পাইল জীবন ।
এমন দক্ষের যজ্ঞ বিনাশ করিয়া
পুণ্যজুত দেখি হিমালয়ে কৈল দয়া ।
তুষারশিখরি-ভাগ্য নিবেদিব কী
ভুবনজননী দেবী জার হৈল ঝি ।
কে পারে মেনকার পুণ্য করিতে গণন
জাহার উদরে চণ্ডী লভিলা জনম ।
মৈনাক জাহার ভাই ভুবনে সুন্দর
জার পাখা কাটিতে নারিলা পুরন্দর ।
লোকপুণ্য হেতু তাঁর হৈল জন্মদিন
হিমালয়ের যশে লোক হৈল অমলিন ।
দিনে দিনে বৃদ্ধিমতী সর্বমঙ্গলা
সিতপক্ষে জেমন বাড়েন শশিকলা ।
পর্বতরাজের ছিল জত কুলাচার
অন্নপ্রাশন আদি করিল তাহার ।
করিল শ্রবণ-বেধ পঞ্চম বরষে
মনোহর-বেশ চণ্ডী দিবসে দিবসে ।

অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত ॥[২]

২৩

হিমালয়ে বাড়েন চণ্ডিকা
আন বেশ দিনে দিনে শোভা অলঙ্কার বিনে
দেখি সুখী হইলা মেনকা।
উরুযুগ করিকর নাভি গভীর সব
দুই ভুজ মৃণাল সঙ্কাশ
... অঙ্গের আভা নানা অলঙ্কার শোভা
অন্ধকার করয়ে বিনাশ
গৌরীর দশনরুচি দেখিয়া দাড়িম্ব বিচি
মলিন হইল লজ্জাভরে
দাখ লখি অনুমানে অই শোক কারণে
পাকাকালে দাড়িম্ব বিদরে।
গৌরীর বদনশোভা লখিতে নারিএ কিবা
দিনে চাঁদ নাহি দেয় দেখা
মলিন হএ চাঁদ শোকে না বিচারি সর্বলোকে
মিথ্যা বলে কলঙ্কের রেখা।
... বিম্বক বন্ধ বদন শারদ ইন্দু
কুরঙ্গগঞ্জিত বিলোচন
অতসীকুসুম তনু ভুরু-যুগ কামধনু
সুগন্ধি চন্দন বিলেপন।
নাসার উপরে মুতি হিরায়ে জড়িত তথি
বদনকমলে ভাল সাজে
তুলনা জে দিতে নারি অতি শোভা মনোহারি
শোভে তারা সুধাকর মাঝে।
শ্রবণ উপর-দেশে হেম মুকুলিকা ভাসে
কুটিল[১] কুঞ্চিত কেশ পাশে
আষাড়িয়া মেঘমাঝে জেমন বিজুলি সাজে
পরিহরি চাপলা দোষে।
স্থূলতা উদরে ছিল বলেতে হরিয়া নিল
উরুযুগ জঘন দুজনে
চরণচাঞ্চল্য-ভার নয়ান-কমল তার
নবনৃপ আসিতে যৌবনে।[২]
গৌরীর দেখিয়া রূপ চিন্তিত পর্বতভূপ
কারে দিব এই কন্যা দান
দামিন্যা নগরবাসী সঙ্গীতে অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

২৪

হিমালয় অনুদিন চিন্তেন অন্তর
কুলশীল রূপবান নিজবংশ সমান
কোথা পাব কন্যাযোগ্য বর।
অকুলীনে দিলে সুতা সভামাঝে হেটমাথা
বংশে বংশে থাকিব গঞ্জন
মনে নাহি সন্তোষ লোকমুখে ধর্মদোষ
বড় পুণ্যে পাই কুলজন।
বিদ্যানিবেশিত মন যদি হয় কুলজন
সদাচার বিনয় ভূষিত
সকল জনের মাঝে সেই অতিশয় সাজে
কবিদন্ত কনকে জড়িত।
মৌলি জত বন্ধুজন দশ দিকে দেহ মন
কোথা পাব অমলিন কুল
ত্রিভুবনে এক ধন্যা সমর্পিয়া জথা কন্যা
তবে আমি হব নিরাকুল।
বন্ধুজন মৌলি করি বিচার করেন গিরি
সভার অন্তর দিনে দিনে
ভ্রমিতে এমন কালে নারদ কুতূহলে
তথা আসি দিলা দরশনে।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন দিল হেম-আসন
নিবেদন করিল অঞ্জলি
চণ্ডীর আদেশ পাই শ্রীকবিকঙ্কণে গাই
সঙ্গীতরস-কুতূহলী ॥

২৫

কৃতাঞ্জলি মুনিবরে জিজ্ঞাসেন গিরি
কোন বরে বিবা দিব মোর কন্যা গৌরী
হেমন্তের বাক্য শুনি বলেন নারদ
গৌরী হৈতে বাড়িবেক তোমার সম্পদ।
অচিরাতে হবে গৌরী শিবের ঘরনি
অর্দ্ধ অঙ্গ দিবে হর গৌরীকে আপনি।
এই উপদেশ কহি গেলা হরিদাস
তেজিল হেমন্ত অন্য বর অভিলাষ।
এমন সময়ে হর তপস্যা কারণে
গঙ্গার নিকট হইলা হিমালয় বনে।
দেখি হরষিত বড় হইলা হিমরায়
অঞ্জলি করিয়া নিবেদন সবিনয়।
আমার আশ্রম আজি হইলা পুণ্যশালী
সংযোগ হইল তাহে তব পদধূলি।
আমার আশ্রম নাথ কর হে সফল
মোর কন্যা নিত্য দিব কুশ পুষ্প জল।
হেমন্তের বিনয় শুনিঞা পশুপতি
গৌরীকে করিতে সেবা দিল অনুমতি।
নানা উপচারে গৌরী পূজেন শঙ্করে
হেনকালে দৈত্যভয় হৈল সুরপুরে।
তারকের রণে ইন্দ্র পাইল পরাজয়
দেবগণ মেলি গেলা ব্রহ্মার নিলয়।
তারকের ভয় ইন্দ্র করিল গোচর
ধেয়ানে জানিয়া ব্রহ্মা দিলেন উত্তর।
মহাদেবের পুত্র হবে নামে ষড়ানন
পার্বতীর গর্ভে তার হবেক জনম।
তার বাণে তারকের হবেক নিধন
সবে মেলি শিবের বিবাহে দেহ মন।
ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র হেট কৈল মাথা
হেন উপদেশ তারে বুঝাইল বিধাতা।
অযোধ্যা নগরে আছে নৃপতি মান্ধাতা
সূর্যের সমান কল্পতরু সম দাতা।
তাহার তনয় আছে বীর মুচকুন্দ[১]
রণ পাইআ জে হয় হৃদয়-আনন্দ।
জত কাল নাঞি হয় কার্তিক অবতার
তত কাল মুচকুন্দে দেহ নিজ ভার।
ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র হৃদয়-আনন্দ
স্বর্গ রক্ষার হেতু আনিল মুচকুন্দ।
মুচকুন্দে তারকে রজনী দিবা রণ
কামদেবে পান দিয়া ইন্দ্র নিবেদন।
সম্মোহন বাণ লইয়া জাহ হিমগিরি
তপস্যা করেন তথা দেব ত্রিপুরারি।
আছেন পর্ব্বতী তথা হৈয়া অনুচারি
তোমা হইতে শিব তাঁরে হইব কামাচারি
ইন্দ্রের বচনে কামদেবে ত্বরাজুত
সঙ্গে নিল সহচর বসন্তমারুত।
লইলেন ফুলময় ধনু পঞ্চবাণ
মধুকর কোকিলে করয়ে মধু গান।
প্রণাম করিআ ইন্দ্রে চলিলা মদন
দণ্ডমাত্রে আইলা বীর জথা পঞ্চানন।
সেখানে আছিলা বাউল স্বস্তিক আসনে
ঝারিহাতে পার্বতী আছেন সন্নিধানে।
আকর্ণ পূরিআ বীর ছাড়ি ধনুশরে
ঈষত চঞ্চল দেব হইলা অন্তরে।
তপভঙ্গ দেখি শিব দশদিগ চান
নিকটে দেখিল চাপধারী পঞ্চবাণ।
কোপদৃষ্টে মহেশের বরিষে দহন
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইল মদন।
তপভঙ্গ হৈল শিব জান অন্যস্থান
পর্বতনন্দিনী গেলা পিতৃসন্নিধান।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
রতির বিষাদে জে নাচাড়ি গাব গীত।

২৬

কামকান্তা কান্দে রতি কোলে করি মৃত পতি
ধুলায় ধূসর কলেবর

লোটায কুন্তলভাব তেজে নানা অলঙ্কাব
সঘনে ডাকেন প্রাণেশ্বব[১] ।
চিয়াইআ উত্তব দেহ বতিরে সংহতি লেহ
পাসবিলে পূর্বেব পিবিতি
তুমি জাহ জথা জথা আমি আগে জাই তথা
ইবে নাথ কৈলে[২] বিপবিতি ।
পাড়িয়া চবণতলে বতি সকবুণে বলে
প্রাণনাথ কব অবধান
তিলেকে নিদয়া হইযা পাসবিলে নিজ জাযা
দূব কৈলে সোহাগ সম্মান ।
ভুবনসুন্দব তনু তোমাব কুসুমধনু
সম্মোহন আদি পঞ্চবাণ
,গা ।ণীতলে মোব পাপকর্ম ফলে
নিদাবুণ দিব পবাণ ।
মোব ।বলাই লইয়া ।চবকাল থাক জীয়া
আমি মবি তোমাব বদলে
জ গতি পাইলে তুমি সেহি গতি ইছিলা আমি
বহিব তোমাব পদতলে ।
ধ্বংস[৩] মাবিতে বাণ পাইলে ইন্দ্রেব পান
বতিবে কবিলে অনাথিনী
দিলা নিদাবুণ শোক গেলে প্রভু পবলোক
মোব তবে পোহাল্য বজনি ।
হেন হব কোপাননে তোমাবে কবিল বলে
না লইল বতিব জীবন
তোমা বিনে প্রাণপতি তিলেক না জীযে বতি
এই বড বতিব গঞ্জন ।
দেহযোগ নহে সত্য কেবল মবণ নিত্য[৪]
সর্বলোকে এই কথা জানে
যৌবনে মবণকাল হৃদযে বহিল শাল
নাজিঞ মানে প্রবোধ পবাণে ।
কুল শীল বূপ গুণ জীবন যৌবন ধন
বিধবাব সকলি বিফল
বসন্ত স্বামীব সখা মোবে আসি দেহ দেখা
কুণ্ড কুডি[৫] জালিব আনল ।
সুবঙ্গ সিন্দুব ভালে চিরানি কুন্তলজালে
সঘনে নাড়েন আম্র-ডাল
সঘনে হুলুই পড়ে রতি চতুর্দোলে চড়ে
ইন্দ্রেব হৃদযে বাজে শাল ।
অনুমৃতা হব বতি হেনকালে সবস্বতী
আকাশে বলেন হিতবাণী
চণ্ডীব আদেশ পাই শ্রীকবিকঙ্কণ গাই
পবিতুষ্টা[৬] জাহাবে ভবানী ॥

২৭

হিতবাণী তোবে কহি শুন সই বতি[১]
আমাব বচনে তুমি কব অবগতি ।
আনলে পুড়িয়া নষ্ট না কবিহ তনু
অবিলম্বে পাবে তুমি স্বামী ফুলধনু ।
কথোকাল থাক গিযা সম্ববেব ঘবে
তথায তোমাব স্বামী মিলিব তোমাবে
আপনাব নাম তুমি না বলিহ বতি
আজ হৈতে নাম তুমি ধব মাযাবতী ।
বন্ধনেব শালে তুমি হবে অধিকাবী
অন্যথা বলিবে তোবে সম্ববেব নাবী ।
পবাবৃত্তি তোমাবে কবিব সেই জন
সেইকালে হব তাব অবশ্য মবণ ।
যদুকুলে শ্রীহবি কবিব অবতাব
হবিব অসুব বধি অবনীব ভাব
দৈবকী উদবে বসুদেবেব নন্দন
কংসকাবাগাবে তাব হইব জনম ।
বুক্মিণী বিবাহ প্রভু কবিব প্রথম
তাঁব গর্ভে হইবেক কামদেবেব জনম ।
সম্বব পাইযা নাবদেব উপদেশ
কৃষ্ণেব সূতিকাশালে কবিব প্রবেশ ।
চুবি কবিযা লইআ জাব কৃষ্ণেব নন্দনে
সমুদ্রে পেলিযা জাবে আপন ভুবনে ।

বিশাল বোদালি তারে করিবেক গ্রাস
কৃষ্ণের নন্দন তাঁহ নাঞি পাব নাশ।
পড়িব বোদালি বন্দি ধীবরের জালে
পাবেন সম্বর ভেট রন্ধনের শালে।
বোদালি কুটিতে তুমি পাবে নিজ স্বামী
সকল বিশেষ কথা কহিআ দিব আমি।
তৈল হরিদ্রা দিআ তার করিবে পালন
অতি অল্পকালে মদন পাইবেন যৌবন।
যবে মা বলিয়া তোমারে করিব সম্বোধন
সেইকালে আৎসাদন করিহ শ্রবণ।
তাঁর বিদ্যা তাঁবে দিয়া দিহ পরিচয়
সম্বরে বধিয়া জেন চলেন নিলয়।
বলবৃত্তি যদি তোমাঞে করে কোন জন
সেইক্ষণ হব সেই অবশ্য নিধন।
সরস্বতীর চরণে করিয়া প্রণাম
ত্বরায় চলিল দেবী সম্বরের ধাম।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
তপস্যাপ্রসঙ্গে লাচাড়ি গাব গীত॥

২৮

তনু তোর জেন কাঁচা ন্যুনি
রৌদ্রে মিলায় হেন জানি।
স্বভাবে তুমি সে কমলিনী
হিমপ্রাতে হারাবে পরানি।
তপেরে না যাই আগো উমা
গলায়ে বাঁধিআ থাকিব তোমা।
আঠ পঞ্চ বৎসর বয়সে
বনে জাবে কেমন সাহসে।
কী বুদ্ধি জন্মিল তোর বাপে
কি লাগি পাঠায় তোমা তপে।
শিবের কঠিন বড় সেবা
সেবায় মানাতে পারে কেবা।
বর কি নাহিক ত্রিভুবনে
কেমনে ইছিল গিরি ত্রিলোচনে।
এ বএষ দেখিআ দিব বরে
বসাইব অদরিদ্র ঘরে।
শ্রীকবিকঙ্কণ বিরচনে
অম্বিকা নিষেধ নাহি মানে॥

২৯

তপস্যা করেন গৌরী শিবপদ-আশে
আহার টুটান মাতা দিবসে দিবসে।
দিনেক উপবাস মাতা দিনেক ভোজন
তেজিল তাম্বুল তৈল ভূষণ চন্দন।
একপায় কৃতাঞ্জলি দিবসে থাকেন
রজনিতে করে দেবী বশেতে শয়ন[১]।
দুই উপবাস করি করেন পারণা
মহেশ পূজন গৌরী ধেয়ানে ভাবনা।
চিন্তেন শিবের পদ মুদিত লোচন
মাঘ মাসে নিশাকালে উদকে শয়ন।
ব্রত কৈল গিরিসুতা তিন উপবাস
পারণা করিলা দেবী সভে তিন গ্রাস।
অন্ন তেজি খান মাতা কপিত্থ বদর
কথোকাল পান কৈলা কেবল পুষ্কর।
পঞ্চতপা করেন জালিয়া হুতাশন
ঊর্দ্ধমুখে দৃষ্টি কৈল অরুণ লোচন[২]।
বল্কবাস পিঙ্গল কেশ অরুণ মূরতি
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেতে কৈল ব্রতের নিয়তি।
শিবপদ ধ্যান দেবী করেন অনুক্ষণ
বৃক্ষের গলিত পত্র করেন ভক্ষণ।
তেজিলা বৃক্ষের পত্র ছাড়ি অন্নপান
এই হেতু অপর্ণা ধরিলা অভিধান[৩]।
ছলিতে আইলা শিব দ্বিজবেশ ধরি
জিজ্ঞাসিতে উত্তর দিলেন তারে গৌরী[৪]

তপস্বী হইয়া কবি শিবপদ আশ
মুকুন্দ রচিল গীত অম্বিকার দাস ॥

৩০

শুন[১] গো নিরুপমা কাহার বোলে রামা
ইচ্ছিলে তুমি তুমি জটাধরে
হইয়া সুনারী ভজহ ভিখারী
দারিদ্র বর দিগম্বরে।
শুন গো চন্দ্রমুখী তোমারে আমি দেখি
রূপেতে ভুবনমোহিনী
কতেক আছে বর ভুবনে মনোহর
ইচ্ছিলে বুড়াবরে কেনি।
তুমি গো রূপবতী দেহের হেমজ্যোতি
মানিকবুচির দশনা
ধন নাহি ঘরে ইচ্ছিলে হেন বরে
হইবে বিভূতিভূষণা।
কাহার পুত্র হর না জানি কোথা ঘর
না দেখি ভাই বন্ধুজনে
বরিয়া শূলপাণি হইবে দুঃখিনী
দারুণ দৈবের কারণে[২]।
ভিক্ষার অনুসারে ভ্রময়ে ঘরে ঘরে
করিয়া ডম্বর বাজনা
দারুণ কর্মগতি ইচ্ছিলে হেন পতি
তোমারে বিধি বিড়ম্বনা।
বসন বাঘছাল গলায় হাড়মাল
উত্তরী জার বিষধরে
প্রেত ভূত সঙ্গে চিতাধূলি অঙ্গে
ইছিলে কেনি হেন বরে।
থাকিয়া হরশিরে ভিক্ষুক দেখি তারে
মিলিলা গঙ্গা রত্নাকরে
শুন গো গুণময়ী[৩] তোমারে হিত কহি
দারিদ্রে কেহ না আদরে।
দারিদ্র পতি জার বিফল জন্ম তার
দারিদ্রে গুণরাশি নাশে
গৃহিণী হইবে ভিক্ষে জর্ম যাইবে দুঃখে
দারিদ্রে কেহ না সম্ভাষে।
দ্বিজের শুনি কথা বলেন গিরিসুতা
তপস্বি কর অবধান
জে জার মনে ভায় সে নারী ভজে তায়
মুকুন্দ ইহ রস[১] গান ॥

৩১

আমার কপালে হর লিখিয়াছে বিধি
তাহার সেবিব পদ জনম অবধি।
অণিমা করিয়া জার আছে অষ্ট সিদ্ধি
জাহার ষোড়শ অংশে তনু ধরে বিধি।
জগৎ রক্ষিল শিব করি বিষপান
মৃত্যুঞ্জয় বিনু বর কেবা আছে আন।
ব্রহ্মা আদি দেবে জারে করেন অঞ্জলি
ইন্দ্র জার বাঞ্ছিত করেন পদধূলি।
ত্রিভুবনে দেখ জার পরম সম্পদ
কেবা নাহি করে সেবা মহেশের পদ।
এমন গৌরীর কথা শুনি তপোধন
পুনুরপি কিছু নিবেদিতে কৈল মন।
তপস্বীর দেখি গৌরী চঞ্চল অধর
সেই স্থান ছাড়ি চণ্ডী জান অন্যত্তর।
এমন সময়ে হর নিজমূর্তি ধরি
পার্বতীর সমুখে রহিলা ত্রিপুরারি।
সমুখে দেখিলা গৌরী ত্রিজগত-নাথ
অষ্টাঙ্গ লোটাইয়া গৌরী করিলা প্রণিপাত।
মদনমোহন হর দেখি বিদ্যমান
সম্ভ্রমে পাসরে দেবী[১] পূজার বিধান।
অভিপ্রায় বুঝি শিব বর দেন তাঁরে
প্রসন্ন তোমারে গৌরী মাল্য দেহ মোরে।

তপস্যায় বশ আমি হইলাঙ তোমারে
অঞ্জলি করিয়া গৌরী বলেন শঙ্করে।
কৃপা করি যদি মোরে দিবে বরদান
আমার পিতারে নাথ করহ প্রমাণ।
এতেক শুনিঞা হর গৌরীর বিনয়
নারদ মুনিরে হর পাঠান হিমালয়।
আসিয়া নারদ মুনি কহিল সকল
শুনি হিমালয় হৈল আনন্দে তরল[২]।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৩২

হেমন্ত হরিষে করিল নিজ দেশে
আনন্দে দুন্দুভি ঘোষণ
অমর নাগ নর আসিব মোর ঘর
জে মোর হঞ বন্ধুজন।
আসিঞা মুনিগণ করিল শুভক্ষণ
বান্ধিল বিচিত্র ছান্দলা
মুকুতায় মণি বান্দা টানাইল পাট চাঁদা
চৌদিগে জালেন দীপমালা।
সকল দোষহীন আজি শুভ দিন
গৌরীর বিবাহমঙ্গল
শঙ্খ বেণি বীণা মৃদঙ্গ ভেরি নানা
বাজনে হইল কোলাহল
পার্বতী রূপবতী হরিদ্রাজুত ধুতি
পরিয়া বসিলা আসনে
মেলিয়া জত মুনি করিঞা বেদধ্বনি
করিল গন্ধাধিবাসনে।
মহী গন্ধ শিলা দুর্বা পুষ্পমালা
ধান্য ঘৃত ফুল[১] দধি
স্বস্তিক সিন্দূর কজ্জল কর্পূর
শঙ্খ দিল যথাবিধি।
বাঁধিল করে সূত্র প্রশস্ত দীপপাত্র[২]
মস্তকে করিল বন্দনা
কনক-সিঁথি শিরে অঙ্গুরি দিয়া করে
করিল আশিষ যোজনা।
নৈবিদ্য দিয়া ভূরি মাতৃকা পূজা করি
দিলেন বসুধারা দান
বসুর পূজা করি হরিষে হেমগিরি
নান্দিমুখের বিধান।
আনিল আইঅগণ করিয়া মঙ্গলন
আইল শত আইঅজন
তুলসী মালাবতী কৌশল্যা অরুন্ধতী
আইলা ঋষিভুবন।
সাধু মাধু হারি গঙ্গা দুর্গা পারি
কমলা কলাবতী রাণি
চিত্রলেখা নীলা সুভদ্রা তারা শিলা
শ্রীমতী সাবিত্রী ভবানী।
চিত্রা কালী জয়া গৌরী সতী মায়া
করুণা তারা হীরাবতী
বিজয়া সত্যভামা রুক্মিণী সুরত্তমা
ইন্দু সিন্ধু [রূপবতী][৩]।
ইন্দ্রাণী সতী শিলা ভারতী শশিকলা
চিত্রলেখা অরুন্ধতী
ফুল্লরা পুরহর্ষারি বিমলা বিদ্যাধরী
সুমিত্রা কৈকই পার্বতী।
কক্ষেতে হেমঝারি মেনকা সুন্দরী
জল সহে ঘরে ঘরে
আইঅ সব মেলি করিআ হুলাহুলি
মঙ্গলসূত্র বান্ধে করে।
অধিবাস আদি মহেশ যথাবিধি
করিআ বেদের বিধান
কণ্ঠে হাড়মাল পরিআ বাঘছাল
বৃষভে কইল আরোহণ।
প্রমথ পাছে ধায় চলিলা দেবরায়
দেউটী ধরে দানাগণ

শিঙ্গার বাজনা করএ ভূতদানা
ঢেলাএ ঝড়বরিসন।
আইলা ত্রিপুরারি হেমন্ত হাথে ধরি
বসাইল কনক-আসনে
বসন অঙ্গুরি মাল্য দিআ গৌরী
করিল বরের বরণে।
বদন-স্থল করি মেনকা সুন্দরী
বরিল বর-নির্মোঞ্ছন
রচিয়া নানা ছন্দ গাইল মুকুন্দ
পাঁচালি বিনোদরচন ॥

৩৩

মেনকা সুন্দরী দধি ফেলিল চরণে
অঙ্গের ভূষণ দেখি বিষধরগণে।
অস্থিভস্ম বিভূষণ দেখি কলেবর
হইআ বিরসমুখি[১] চিন্তিত অন্তর।
কান্দে মেনকা গৌরীর মায়া মোহ
ঝলকে ঝলকে নয়নে পড়ে লোহ।
চরণে নূপুর সাপ সাপ কটিবন্ধ
পরিধান বাঘছাল দেখি লাগে ধন্ধ।
অঙ্গদ কঙ্কণ সাপ সাপের পইতা
চক্ষু খাইয়া এমন বরে দিলাঙ দুহিতা
গৌরীর কপালে ছিল বাদিআর পো
কপালে চন্দন দিতে সাপে মারে ছো।
ঔষধ সারিআ ঘৃত দিলেন কপালে
ঘৃতজুত ললাটে লোচনে বহ্নি জ্বলে।
দেখিআ বরের রূপ মনে লাগে ধান্দা
কোন ভাগ্যে সাপের মাঝে উদয় কইল চাঁদা।
হেন বরে গৌরী দিল কি দেখি সম্পদ
বাপ হইআ মূঢ়মতি কইল কন্যাবধ।
অঙ্গুলিজড়িত মোর আছে গরুড়মণি
এই হেতু হাথে মোর না খাইল ফণী।

বর দেখি আইঅগণ করে কানাকানি
আগু যাউক কন্যার পিতার[২] চক্ষে পড়ুক ছানি।
পবন দশনে নড়ে হেন বুড়া বর
বর দেখিয়া মেনকা জ্বলিল অন্তর।
মেনকার দাসী আনে ঔষধের ডালি
আছিল ইসর মূল তথি এক ফালি।
ইসর মূলের গন্ধে পালাএ ভুজঙ্গ
অঙ্গনাসমাজে হর হইলা উলঙ্গ।
লাজে মেনকা পালান দড়বড়ি
নন্দি বুঝিয়া কাজ নিবাইল দেউড়ী।
নন্দি বলেন শুন দেব শূলপাণি
মদনমোহন রূপ ধরহ আপনি।
এমন নন্দির বোল শুনি ত্রিলোচন
হেমকায় বর-রূপ মদনমোহন।
যোগবলে কইল হর মনোহর বেশ
জটাভার হইল কুঞ্চিত চারু কেশ।
আছিল ব্যাঘ্রের চর্ম হইল বসন
অঙ্গের বিভূতি হইল সুগন্ধি চন্দন।
হাড়মাল হইল কণ্ঠ-রত্নমাল
হরিতাল-তিলকে শুভিত হইল ভাল।
বাসুকি হইল মাথে কিরীট ভূষণ
অঙ্গদ বলয়া হইল ভুজঙ্গমগণ।
মুকুট উপরে শোভে সুধাকর-কলা
ধরিল মদনরূপ মনোহর লীলা।
কনক পদক হইলা গলে শৃঙ্গ-নাদ[৩]
দেখিয়া মেনকা বরে তেজিল বিষাদ।
দেখিয়া বরের রূপ জতেক যুবতি
মনে মনে নিন্দা করে আপনার পতি।
রচিয়া মধুরপদে একপদী ছন্দ
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ ॥

৩৪

সভে বলে গৌরী বর পাইয়াছে ভাল
মদনমোহন রূপে ঘর করিআছে আল।

এক আইয় বলে হেদে গোদা মোর পতি
কোয়া জ্বরের ঔষধ সদাই পাব কতি।
ভাদ্র মাসের পাকই বড় দুরবাব
গোদে তৈল দিতে কত তুলিব নেকাব।
এক আইয় বলে স্বামী বর্জিতদশন
শাক সুক্তা ঘণ্ট বিনে না করে ভোজন।
জে দিবস আমি দড় ব্যঞ্জন রাঁধি
মাবএ পিড়ার বাড়ি কোণে বস্যা কান্দি।
এক আইয় বলে আমার কর্ম মন্দ
অভাগিয়া স্বামী মোর দুই চক্ষু অন্ধ।
কোন দেশে নাএক দুখিনী মোর পারা
কাছে২ কাছে থাকিতে সদাই হয় হারা।
আর যুবতি বলে মোর স্বামী বড় কালা
আনের সংসার ভাল মোর হইল জ্বালা।
ঠারে ঠোরে কহি কথা দিনে পতির সনে
রাত্রে নিদ্রা জাই জেন পশুর শয়নে।
আর যুবতী বলে মোর মুণ্ডে পড়ু বাজ
আন রমণী বলে সই কহিতে বাসি লাজ।
নগরে বার‍্যাতে নারি সত্যে মরি লাজে
খাট ভাতার ঢেঙ্গা মাগু দেখ্যা লোক গজে।
এমন সময় আইল বুড়ি একজন
দেখিয়া বরের রূপ জাগিল মদন।
পোএর হইআছে পো তার হইয়াছে ঝি
পোড়গ তেলে চুল পাকীআছে বয়েস বড় কি।
নাতিনের বেটীর বিভা মোব মনহারি
হের আইস সাঁগাতিয়া বর তোরে কোলে করি।
এমন সময় আইল বিধবা জন সাত
দেখিয়া বরের রূপ নাকে দিল হাত।
রূপে গুণে নাতিনী আমার ঘরে আছে
হেন বরে বিভা দিআ রাখি নিজ কাছে।
দেখিয়া বরের রূপ জতেক যুবতী
মনে মনে নিন্দা করে আপনার পতি।
নিবিষ্ট করিয়া চিত্ত শিবের চরণে
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণ ভনে॥

৩৫

বৃষ আরোহণ কৈল দেব পঞ্চানন
মধ্যে কাণ্ডারপট্ট ধরে কোন জন।
শিবে প্রদক্ষিণ গৌরী কইল সাতবার
নিছিয়া পেলিল পান কইল নমস্কার।
মহেশের কণ্ঠে গৌরী দিল রত্নমাল
দেখি দেবতার সুখ বাড়িল বিশাল।
হরিষে পুলকতনু দুজনে ছামনি
হুলাহুলি দিল জত দেবতারমণী।
ব্রহ্মা পুরোহিত কৈল বাক্যের বিধান
হিমালয় আনন্দে করেন কন্যাদান।
হরগৌরী একাসনে বসি দুই জনে
গ্রন্থচূড়া পিতামহ করিল বন্ধনে।
গন্ধপুষ্প দিয়া বহ্নি পুজিল দম্পতী
হরগৌরী সানন্দে দেখিল অরুন্ধতী।
ঝারী থালা ধেনু শয্যা দিল নানা দান
উত্তম আওয়াস শিবে দিল হেমদান।
জয়া বিজয়া সখি দিল পদ্মাবতী
সমর্পিল গিরিরাজ বিনয়ে পার্বতী।
খির ভোজন করিল দুহেঁ মহেশ ভবানী
কুসুমশয্যায় দুহেঁ বঞ্চিল রজনী।
বিভাবরী মহাদেব রহিলা নিলয়
নানা খেলা-রঙ্গে গেলা অনেক সময়।
রচিয়া মধুর পদে একপদী ছন্দ
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ॥

৩৬

জয়া বিজয়া মেলি গৌরীর তুলিল মলি
কুমকুম চন্দন দিয়া অঙ্গে
এক এক মলি জুড়ি মনহর পুত্তলি
গৌরী নির্মাণ কৈল রঙ্গে।
বরনে প্রভাত-ভানু খর্ব পীবরতনু
চারি ভুজ অজানুলম্বিত

নখপাঁতি জিনি কুন্দ চাবু লম্বমান তুন্দ
যোগপাটা হৃদযে ভূষিত ।
[illegible]বিধান বাঘছাল গলাএ বঙ্গিন মাল
চাবি ভুজে নানা অভবণ
[illegible]কশিত কোকনদ নিন্দিল উভয়পা[illegible]
তাহে চাবু মঞ্জীব সাজন ।
[illegible]ভিমত বব [illegible]
নির্মাণ কবিযা দিল হাথে
[illegible] আ[illegible]ব অলঙ্কাব নির্মাণ কবি[illegible] সাব
নাঞি [illegible]লা শিব নিবমিতে ।
[illegible] [illegible]
[illegible] ঘব প্রবেশ পার্বতী
[illegible] শূলপাণি কহ জযা সত্যবাণী
শালভঞ্জি কাহাব নির্মিতি ।
[illegible] দিল উত্তব শুন দেব মহেশ্বব
গৌবী কৈলা পুথলি নির্মাণ
[illegible] নগববাসী সঙ্গীতে অভি[illegible]
শ্রীকবিকঙ্কণ বসগান ॥

৩৭

[illegible]বে শুনিযা কথা বলেন শঙ্কব
অভিপ্রাযে জানিঞা গৌবীকে দিলা বব ।
পুত্র আশা বুঝিলাও পুতলি নির্মাণে
সঙ্গে শিশু নাঞি তাব খেলাবাব সদনে ।
ইহা বলি নন্দিরে দিলেন আখি ঠাব
নন্দি চলিলা অসি লইযা খুরধাব
কথ দূরে গিযা নন্দি দেখিল কুঞ্জরে
লীলাসুখে নিন্দাযে গজ উত্তবশিষরে ।
এক চোটে গজশিব কবিযা ছেদন
মাথা আনি দিল নন্দি যথা পঞ্চানন ।
পুতলিব কান্ধে মাথা জোড়াইল শিব
শিব অঙ্গে পবসে পুতলি পাইল জীব ।
শিববাক্যে জযা পুত্র লইযা কুতূহলে
ববপুত্র দিল নিঞা পার্বতীব কোলে ।
দেখি ববপুত্র গৌবী কুঞ্জববদন
কপালে [illegible] হাত মাবি কবেন ক্রন্দন ।
গৌবীবে কহিল শিব না ভাবিয দুঃখ
বড ভাগ্যে পাইলে তুমি পুত্র গজমুখ ।
এই পুত্র তোমাব ভুবনে বিঘ্নবাজ
ইহাবে পূজিব জত দেবতাসমাজ ।
সকল দেবতা মাঝে আগে পাবে পূজা
[illegible]ইহাবে পূজিবে পুবন্দব আদি বাজা ।
সকল দেবতা মাঝে হইব প্রধান
এই হেতু ইহাবে গণেশ অভিধান ।
এতেক বচন যদি বৈল শূলপাণি
সুতবুদ্ধি গণাধিপে কবিল ভবানী ।
অভযাচবণে মজুক নিজ চিত
কার্ত্তিকেব জনমে নাচাডি গাব গীত ॥

দ্বিতীয় দিবস

দিবা

৩৮

কুসুমরচিত ঘরে   পার্বতী শঙ্করে
কুসুমশয়নে নিয়োজিত
দুঃসহ মদনশর   দুই অঙ্গ জরজর
দুই তনু পুলকে পুরিত।
কার্তিকের শুনহ জনম

শুন পাপহর কথা   জেই হেতু ছয় মাথা
শুনিলে কলুষ বিঘাতন।
রতিরঙ্গ কুতূহলে   মহেশের বিন্দু টলে
গৌরী নারিলা ধরিবারে
অনলে পেলিল গৌরী   অনল সহিতে নারি
পেলাইল গঙ্গার নীরে।
প্রবল চপলভঙ্গা   সহিতে নারিলা গঙ্গা
শরবনে[1] কৈল নিয়োজিত
অমোঘ শিবের বিন্দু   তথি হইল গুণসিন্ধু
ছয়মুখ কুমার কার্তিক।
কাঞ্চনবরণ তনু   অভিনব হেমভানু
শরমূল কৈল বিভূষিত
কির্তিকা আদি করি   চন্দ্রের ছয় নারী
কুমারে দেখিল আচম্বিত।
কির্তিকা ধরিয়া তোলে   রোহিণী করিল কোলে
মৃগশিরা করিল চুম্বন
আর্দ্রা পুনর্বসু   মানিঞা পরম অংশু[2]
পুষ্যা কৈল অনেক পালন।
স্মঙরিয়া পূর্বকথা   হইআ দেব ছয়মাথা
ছয়মুখে কইল স্তন পান
সকল ভূষণজুত   পুষিয়া পালিআ সুত
গৌরী-কোলে করিল আধান।
দুই পুত্র তিন দাসী   দেখি হব অভিলাষী
রহিলেন শ্বশুরের বাসে[3]
গৌরী দৈব-নিয়োজনে   কলি হইল মাতা সনে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাষে॥

৩৯

কালি রাঙ্গি পাশা সারি আনিল পার্বতী
আপনি লইল কালি রাঙ্গি পদ্মাবতী।
হাথে পাটী করি গৌরী ডাকেন দশ দশ
হেন কালে মেনকার বাড়িল বিরস।
তোমা ঝি হইতে মোর মজিল গার্‍্যাল
ঘরে জাওঙাঞি রাখিআ পুষিব কতকাল।
প্রভাতে ভাতেরে কান্দে[1] কার্তিক গণাই
চারি কড়ার সম্ভাবনা[2] তোমার ঘরে নাঞি।
মিথ্যা কাজে ফিরে পতি নাঞি চাষবাস
ভাত কাপড় কত না জোগাব বার মাস।
দুগ্ধ উত্তলিআ পড়ে নাঞি দেহ পানি
সখি সঙ্গে খেল পাশা দিবস রজনী।
দারিদ্র তোমার পতি পরে বাঘছাল
সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল।

প্রেত ভুত পিশাচ মেলিআ তাব সঙ্গ
অনুদিন কত না কিনিঞা দিব ভাঙ্গ ।
লোক-লাজে স্বামী মোব কিছু নাঞি কয়
জামাতাব পাকে হইল ঘবে সাপেব ভয় ।
দুই পুত্র তিন দাসী স্বামী শূলপাণি
প্রেত ভূত পিশাচেব লেখা নাঞি জানি ।
অনুদিন কতেক সহিব উৎপাত
বাঁধিয়া বাড়িয়া মোব কাকালে হৈল[২] বাত ।
জামাতাবে পিতা মোব দিল ভূমিদান
তায় ফলে মাষ সবিসা তিল কাবাস ধান ।
বাঁধিয়া বাড়িয়া মাতা কত দেহ খোঁটা
আজি হইতে তোমাব দ্বাবে দিল বাটা[৪] ।
মৈনাক তনয় লই ।। সুখে কব ঘব
কত না সহিব খোঁটা জাই অনান্তব ।
এত বলি জান গৌবী ছাড়িআ মায়া মোহ
ঝলকে ঝলকে নয়নে পড়ে লোহ ।
শঙ্কবে কহিল গৌবী এসব বিবরণ
বচিল পাঁচালি দ্বিজ শ্রীকবিকঙ্কণ ।।

৪০

গৌবী সঙ্গে যুক্তি কাব চলিলা কৈলাস গিবি
শ্বশুবেব ছাড়িবা বসতি
ভবনে সম্বল নাহি চিন্তিলেন গোসাঞি
ভিক্ষাব উপদেশ কৈল রতি ।
ত্রিদশেব ঈশ্বব ভিক্ষা মাগেন হব
আরোহণ কবি বৃষবরে
বাজন ডম্বুব শৃঙ্গ শুনিবা বাড়যে বঙ্গ
নগবিয়া জোগান ধবে ।
ভিক্ষা মাগেন ঘবে ঘব
বাসুকি গলাএ পাটা কপালে চাঁদেব ফোঁটা
বিভূতিভূষণ কলেবর ।
মাথাএ বেড়িল ফণি অমূল্য জাহাব মণি
কুণ্ডলি-কুণ্ডল দোলে কানে
কর্ণে ধুতুবাব ফুল অতুল জাহাব মূল
বাসুকি কিবীট বিভূষণে ।
ভ্রমেন[১] উজানি ভাটি চৌদিকে কোঁচেব বাটী[২]
কোঁচ-বধূ ভিক্ষা দেই থালে
ধান হইতে চালগাল পূবিআ পড়েন ঝুলি
দ্বাদশ বৎসব ঝুলি দোলে ।
কেহ দিল গাল কড়ি কেহ দিল ডালি বড়ি
ঝাঁপি ভবি তেল দিল তৌল
ননদিনী দিল দোন ঘৃত দধি গোপগণ
বানিয়া দেই তাহেব পট্টিন ।
ময়বা মুড়কি দেই সুপবে দেই খই
তাম্বলিতে দেই গুয়া পান
বেলা হইল দুইপব মহাদেব পাইলেন ঘব
কার্ত্তিক আইলা আগুয়ান ।
মহেশ ঝাড়িল ঝুলি চাল হইল কথোগুলি
নানা বস্তু থইল নানা ঠাই
দেখিয়া মুড়কি খই দুবতে আইলা ধাওয়াধাই
কন্দল বাড়িল দুই ভাই ।
দুইজনে প্রবোধ কবি বাঁটিআ দিলেন গৌবী
বন্ধন কবিলা ভবানী
ভোজন কবিল হব গৌবী সহ পঞ্চানন
সুখে গেল সেইত বজনি ।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রেব তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন
তাহাব অনুজ ভাই চণ্ডীব আদেশ পাই
বিবচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ।।

৪১

বাম বাম স্মচরনে পোহাইল রজনি
শয্যা থাকিয়া প্রভাতে উঠিলা শূলপাণি ।
নিত্যানিয়মিত কর্ম কবি সমাপনে
বসিলেন মহাদেব কুঞ্জব-অজিনে ।

ডানি বামে বসিলেন কার্ত্তিক লম্বোদর
গৃহিণী বলিয়া ডাক দিলেন শঙ্কর ।
সম্মুখে রহিলা গৌরী করিয়া অঞ্জলি
কহিল শঙ্কর কিছু তাহাকে কুতূহলী ।
কালি দুঃখ পাইআ ফিরিলাঙ নানা ধাম
আজি সকালে ভোজন করিয়া থাকিব বিশ্রাম
আজি গণেশের মা রান্ধিবে মোর মত
নিমে শিমে বাগ্যানে রান্ধিআ দিবে তিত ।
সকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর
কুমুড়া বাগান দিআ রান্ধিবে প্রচুর ।
নটিআ কাঠাল বিচি সারি গোটা দশ
ফুলবড়ি দিহ তায় পান আদারস ।
বড়াই[1] করিয়া রান্ধ সরিসার শাক
কটু তৈলে বাথুআ করিবে দৃড় পাক ।
রান্ধিবে মুসুরি সপ দিআ টাবাজল
খণ্ডে মিসাইয়া রান্ধ করঞ্জার ফল ।
ঘৃতে ভাজ্যা ফেলিবে খণ্ডেতে ফুলবড়ি
চোঙা চোঙা করিয়া ভাজ্যা পোল বড়ি ।
রান্ধিবে ছোলার ডালি দিবে তথি খণ্ড
আলিম্ব তেজিয়া জাল দিবে দুই দণ্ড ।
মানের বেসারি দিআ তার কমুড়ার বড়ি
ভাজিয়া কাঠাল-বিচি দিবে দুই কড়ি ।
ঘৃত জীরা সান্তলনে রান্ধিবে পালঙ্গ
ঝাট স্নান কর গৌরী না কর বিলম্ব ।
গোটা কাসন্দি তায় জামিরের রস
এবেলা আমার মত রান্ধ বেঞ্জন দশ ।
আপনি উজ্জোগ যদি কর তুমি গৌরী
ভোজন করিআ খাই হাঁড়ি দশ খীরি ।
এমন শুনিঞা গৌরী শিবের বচন
কৃতাঞ্জলি করিয়া করেন নিবেদন ।
কালিকার ভিক্ষা দিয়া উধার শুধিলা
অবশেষে জেবা ছিল রন্ধন করিল ।
রন্ধন করিতে ভাল কহিলে গোসাঞি
প্রথম পত্রে[2] জাহা দিব তাহা ঘরে নাঞি ।
আজিকার মত[3] যদি রান্ধা সেহ শূল
তবে সে আনিতে নাথ পারি হে তণ্ডুল
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
হরগৌরীর কন্দল নাচাড়ি গার গীত ॥

১২

আমি ছাড়িব ঘর যাইব দেশান্তর
কি মোর ঘরকরণে
হইআ সতন্তর তুমি করহ ঘর
ইরা পুত্র গজ সনে ।
কতেক ঘরে পানি লেখা নাঞি জানি
ডেড়ি অন্ন নাহি থাকে
কতেক ইন্দুর করয়ে দরদুর
গনারি মসার পাকে ।
গুহার ময়ূর খাইতে বড় শর
সাপ খেদি খেদি খায়
হেন লয় মোর এই পাপ ঘরে
রহিতে না জুয়ায় ।
কন্দল দেখিআ ব্যাঘ্র বুলে ধাইআ
দেখি তাহার চাহনি
বলদ দুর্বল করে টলাটল
নাঞি খাএ ঘাস পানি ।
আন বাঘছাল সিংহা হাড়মাল
ডম্বুর বিভূতি ঝুলি
আইস রে নন্দি জাইবে সঙ্গি
ঘরে না থাকিব শূলী ।
এত বলি ঘর ছাড়িল শঙ্কর
চলিলা বৃষবাহনে
রচিআ সুছন্দ গাইল মুকুন্দ[1]
শ্রীকবিকঙ্কণ ভনে ॥

৪৩

কি জানি তপের ফলে হর মেল্যাছে বব
সই সাঙ্গাতিন নাঞি আইসে দেখিআ দিগম্বর।
বাপেব সাপ পোএর মউর সদাই করে কলি
গনার মূষা ঝুলি কাটে আমি খাই গালি।
বাগ বলদে সদাই দ্বন্দ্ব নিবারিব কত
অভাগি গৌরীব কপালে দারুণ দৈবে হত।
মৌব মূষায় দ্বন্দ্ব সদাই কন্দল
অই নিমিত্তে সদাই কলি মোর কর্মেব ফল।
দারুণ কর্মের দোযে হইলাঙ দুঃখিনী
ভিক্ষাব ভাতে দারুণ বিধি করিল গৃহিণী।
উন্মত্ত লাঙ্গট জটাধব[১] চিতাধূলি গায়
দাণ্ডাইলে মাথার জটা অবনি লোটায।
এক শয়নে শুতে নারি সাপেব নিশ্বাসে
তাবে অধিক প্রাণ পিড়ে বাঘছালের বাসে।
পায পরিযা উধাব করিব শুধিতে কন্দল
পুনর্বাব[২] উধাব করিতে নাঞি স্থল।
উচিত বলিতে আমি সভাকাব ঐবি
দুঃখ জৌতুক দিআ বাপা বিভা দিল গৌবী।
দোষ ঘাটী কিছুই নাঞি পাপ পবমাদ
কি কারণে পাই পদ্মা এত অপবাদ।
দোষ বিনে প্রভু মোরে দেন অনুত্তব
এক শিব থাকহে ছাড়িআ জাই ঘব।
জয়া বিজয়া পদ্মা গুহ লম্বোদবে
সঙ্গে লইআ জান মাতা বাপের মন্দিরে।
এমন সময় পদ্মা দুর্গারে বুঝান
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণ গান॥

৪৪

শুনগো শিখরিব সুতা কহিযে ভবিষ্যকথা
তোমার পূজার ইতিহাস
ত্রেতাদ্বাপে যুগে যুগে তোমার অর্চনা আগে
আপনি করহ পরকাশ।
দ্বাপর যুগের শেষে কলিঙ্গ-রাজার দেশে
বিশ্বকর্মে রচিত[১] দেহারা
মঙ্গলচণ্ডিকা রূপে স্বপ্ন কহিআ ভূপে
পূজা নিবে দৈবদুঃখহরা।
পশুব লইবে পূজা সিংহেরে করিবে রাজা
নিজ খাণ্ডা দিবে নিদর্শনে
সম্পদ বিপদ তুমি দারু দুর্বা করহ ভূমি
কাননে স্থাপিবে পশুগণে।
প্রথমে কলিব অংশে জন্মাবে আক্ষটি বংশে
ইন্দ্রের কুমার নীলাম্বরে
ছলিআ অর্বান আনি লবে তার ফুল পানি
অবশেষে নিবে সুবপুরে।
তালভঙ্গ করি ছলা দিবে কন্যা রত্নমালা
ছলিআ আনিবে বসুমতী
খুল্লনা হইব খ্যাতি হব গন্ধবান্যা জাতি
বিবাহ কবিব ধনপতি।
পতি জাব দেশান্তর ঘরে সতা সতন্তর
বহুবিধি দিব তারে দুঃখ
কাননে পূজিব তোমা হব পতি-প্রাণসমা
তুমি তার হইবে সম্মুখ।
ভবনে আসিব পতি পতি সনে ভুঞ্জি রতি
সুত গর্ভে হব মালাধব
কুটুম্ব ধরিব ছল পরীক্ষাতে অনুবল
সংকটে হইব শুভকব।
বাজ-আজ্ঞা শিরে ধবি।[২] সঙ্গে লইয়া সাত তরি
ধনপতি চলিব সিংহলে
লজ্ঘিবা তোমার ঘট ছয় ডিঙ্গা হইব নঠ
বন্দি হব রাজ-বন্দিশালে।
শ্রীপতি হইব সুত সঙ্গে লইআ তরি সাত
চলিবেন বাপের উদ্দেশে
আপনি করিআ দয়া রাজকন্যা দিআ বিহা
আনাইবে আপনার দেশে।
শুনিঞা পদ্মার বাণী আনন্দিত নারায়ণী
বিশ্বকর্মে করিলা স্মঙরন

উমাপদ-হিতচিত রচিল নোতন গীত
চকবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৪৫

মনে লাগে চণ্ডিক্যার পদ্মার উপদেশ
যুক্তি কইল সখী সঙ্গে উপায় বিশেষ।
বিশ্বকর্মে ভগবতী করিলা ধেয়ান
ততক্ষণে বিশ্বকর্ম আইলা সন্নিধান।
অষ্টাঙ্গ লোটাইআ বিশ্বকর্ম হইলা নুতিমান
প্রশংসিআ ভগবতী হাতে দিল পান।
ভার দিল তোমারে নিজ পূজামূল
কলিঙ্গনগরে মোর রচিবে দেউল।
তবে সে করিতে পারি দেউল নির্মাণ
মোর সঙ্গে দেহ যদি বীর হনুমান।
প্রসঙ্গ করিতে তথা আইলা মারুতি
হাতে পান দিআ চণ্ডী দিলেন আরতি।
উপস্থিত বিশ্বকর্ম কংসনদ-কূলে
শুভক্ষণে আরম্ভ তমালতরুর মূলে।
সাতা নয়া বন্দে বিশাই ধরিলেন সুতা
ইন্দ্রনীল পাষাণে রচিত কৈল পোতা।
মুণ্ডে আরোপিআ গিরি আনে হনুমান
নিশির ভিতরে করে দেউল নির্মাণ।
হিরা নিলা মরকতে নির্মাইল চূড়া
রসান দর্পণ লাগে চারিদিকে বেড়া।
ধবল চামর দিল ত্রিসক পতকা
রাকাপতি বেড়ি জেন ফিরএ বলকা।
নানা চিত্রমূর্ত্তি কৈল বিচিত্র জগতি
হেমময় তথি আরোপিল ভগবতী।
কাঞ্চনের দুটী [বারি] বৃষভে মহেশ
মউরে কার্ত্তিক লেখে মূষিকে গণেশ।
হনুমান অভয়ার লইয়া অনুমতি
পাষাণে নিশান লিখে পূজার পদ্ধতি।
নখে কোড়ে হনুমান দিঘি সরোবর
চারিখান আড়া কৈল জেন মহীধর।
পাষাণে রচিত কৈল চারিখান ঘাট
নানা চিত্রে রচিত কৈল পাষাণে নাছবাট।
শূন্য দেখি সরোবর বীর মহাবল
পাতাল ভেদিআ তোলে ভোগবতীর জল।
সরোবর বেড়ি বিশাই রচিল উদ্যান
রসাল পনস রম্ভা রূপিল হনুমান।
তাল নারিকেল গুয়া দাড়িম্ব খাজুর
করুণা কমলা টাবা নারেঙ্গ বীজপুর।
নেহালি বান্ধুলি চাঁপা টগর তুলসী
রঙ্গন মালতি জাতি সিঅলি অতসী।
সতবর্গ মালতি জুথি কুন্দ কুরুবক
পদ্ম বাকস ঝিটী পারুলি অশোক।
রাত্রি দিন জাগরূক পবননন্দন
মলয়া লুটিআ আনি রূপিল চন্দন।
নির্মাণ করিতে হইল নিশি অবসান
বিদায় করিল চণ্ডী করিআ সম্মান।
স্বপ্ন দিতে জান চণ্ডী নৃপতিব পাশ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান অভয়াব দাস ॥

৪৬

যামিনী অবশেষে রাজাব সিয়র দেশে
স্বপ্ন কহেন ভগবতী
সফল উভয় নেত্র লোমাঞ্চসিঞ্চিত গাত্র
শ্রবণ করেন নরপতি।
[শুন শুন নররায় কহি দৃঢ় সুনিশ্চয়
শুনহ কলিঙ্গ মহীপাল।[১]
ছাড়ি দক্ষযজ্ঞে অঙ্গ কৈল তার মখ ভঙ্গ
অবনি না আসি বহু কাল।
করি বহু পরামর্শ[২] আইলাঙ তোমার দেশ
লইব তোমার পূজা আগে
করিব রিপুর ধ্বংস বাড়াব তোমার বংশ
নৃপতি করিব নরভাগে।

হইয়া তোমারে কৃপাময়ী সমরে করাইব জয়ী
একছত্রে পালিবে অবনি
বাড়িব তোমার যশ ভুবন করাব বশ
করিব নৃপতি-চূড়ামণি ।
কংসনদের তীরে রচিয়া কুসুমনীরে
নিরমিল দেহারা আপনি
প্রজা পাত্র পুরোহিত সঙ্গে লইয়া সাবহিত
আজি পূজিবে নৃপমুনি ।
দক্ষসুতা আমি দাক্ষী কাশীপুরে বিশালাক্ষী
লিঙ্গহরা নৌমিস-কাননে
প্রয়াগে ললিতা নামে বিমলা পুরুষোত্তমে
কামবতী গন্ধমাদনে ।
গোকুলে গোমতী নামা তমলুকে বর্গভিমা
উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া
জয়ন্তী হস্তিনাপুরে বিজয়া নন্দের ঘরে
হরি-সন্নিধানে মহামায়া ।
পরিচয় পাইয়া রায় ধরিল চণ্ডীর পায
কিঙ্কিণী পঞ্চম-সুর পুরে
হইল প্রভাতকাল সিঙ্গারঙ্গে কোলাহল
আনন্দ হইল প্রতি ঘরে ।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৪৭

শুভোদয় স্বপ্ন দেখি নৃপতি পরমসুখী
দিলেন দুন্দুভি ঘোষণা
কলিঙ্গের ঘরে ঘরে প্রজার অনুসারে
পূজিব দেবী ত্রিলোচনা ।
প্রভাতে করিয়া স্নান ব্রাহ্মণে দিলেন দান
ভাটেরে দিলেন গজ ঘোড়া
রুদ্রাক্ষ কণ্ঠমাল পাইআ শুভকাল
পূজেন হেমবারি জোড়া ।
পূজেন নরপতি আনন্দে হৈমবতী
ব্রাহ্মণ মেলি বেদ গান
শঙ্খ ঘণ্টা ডম্ফ ধমক জগঝম্প[১]
বাজয়ে ডমুরু বিধান ।
দেউল অচম্বিত কাঞ্চন-কলসি ত
হইল সভে সবিস্ময়মতি
জতেক বৃদ্ধ যুবা বিহঙ্গম পশু কিবা
দেখিতে ধায় লঘুগতি ।
কংসনদী তট নিকটে উদভট
প্রবট-রচিত দেহারা
হইআ অদ্যতনী শুনিঞা কুলজনী
দেখিতে ধায় সতন্তরা ।
আদ্য পুরোহিত কুটুম্ব জ্ঞাতি জত
বন্দেন নৃপ বরাবরে
প্রশস্ত নানাবিধি খণ্ড মধু দধি
নৈবেদ্য নিল ভারে ভারে ।
মৃদঙ্গ শঙ্খ পড়া দোঘণ্টী বাজে জোড়া
মাতঙ্গ-পিঠে বাজে দামা
পুর-নিতম্বিনী বদনে জয়ধ্বনি
দেখিতে আইসে গজগমা ।
অষ্ট মঙ্গলবারে ষোড়শ উপচারে
নৃপতি পুজে পুণ্যবান
মহিষ ছাগ মেষ রোহিত রাজহংস
শতেক দিল বলিদান ।
তণ্ডুল অষ্ট দুর্বা জাহ্নবী-জলগর্ভা
কাঞ্চনবিরচিত বারি
অঞ্জলি-সরসিজে চণ্ডিকা রাজা পুজে
নাচে গায়ে বিদ্যাধরী ।
পূজিয়া পরিবারে প্রণতি বারে বারে
নৃপতি করয়ে অঞ্জলি
প্রদক্ষিণ করে নুতি নৃপতি করে স্তুতি
অঙ্গ পুলুক-পুটাঞ্জলি ।

শ্রীরঘুনাথ নাম অশেষ গুণধাম
ব্রাহ্মণভূমি-পুরন্দর
তাহার সভাসদ[২] রচিয়া[৩] চারু পদ
মুকুন্দ গান করিবর ॥

৪৮

দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দুর্গতিনাশিনী
গোকুল রাখিলে জয়া যশোদানন্দিনী।
নিদ্রারূপা হইআ তুমি ভাণ্ডিলে প্রহরী
জখন দৈবকী গর্ভে জন্মিলা শ্রীহরি।
নানা অবতারে তুমি বিষ্ণু-স্বহায়নি
দুরিতনাশিনী দুর্গা দুর্গতিহারিণী।
যমুনায় আবর্তশালী বিষম করালী
পুরঃসরা হইয়া তুমি হইলে শৃগালী।
ভূভারখণ্ডনে কৈলে আপুনি প্রকাশ
কংসভয়ে কৃষ্ণ কৈলে কালিন্দীর পার।
কৌতুকে শুতিআছিলে দৈবকীর কোলে
করে পদে ধরিয়া বধিতে কংস তোলে।
বিপদনাশিনী তোমা গায় হরিবংশে
কৃষ্ণের করিলে কাজ ভাণ্ডাইয়া কংসে।
নন্দগোপসুতা শুম্ভনিশুম্ভনাশিনী
ভুবনবন্দিত বিন্ধ্যশিখরিবাসিনী।
নানা পুষ্পবিভূষিত অষ্ট-মহাভুজা
বলি দিয়া দশ লোকপাল করে পূজা।
রাবণের বধহেতু মিলিয়া দেবতা
তোমার বোধন কইল অকালে বিধাতা।
নানা উপচারে পূজিলেন রঘুনাথ
তবেত রাবণ হৈলা সমরে নিপাত।
হইল মধুকৈটভ হরি-কর্ণমূলে
ব্রহ্মারে হানিতে জায় নিজ বাহুবলে।
নাভিপদ্মে বিধাতা পূজিআ ভগবতী
দুই অসুরের বধ নারায়ণে মতি।
জেই জন না করে তোমার স্বহায়ন
সেইজন কিবা হরি-সেবার ভাজন।
কাত্যায়নী পূজা করিআ পাইল বরদান
নন্দগোপ ব্রজকন্যা হইতে প্রমাণ।
এত স্তুতি কৈলা যদি কলিঙ্গ-ভূপতি
বর দিআ কৈলাসে চলিলা ভগবতী।
রচিয়া মধুর পদে একপদী ছন্দ
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ ॥

৪৯

পূজার দক্ষিণা দিল দ্বিজে হেম তোলা
শিরে নিল রাজা ব্রাহ্মণের পদধূলা।
দ্বিজে নিয়োজিল নিত্যপূজাএ নৃপতি
শতেক ব্রাহ্মণ নিত্য পড়ে সপ্তশতী।
শঙ্কর সদনে চণ্ডী জান নিজ বেশে
অংশরূপে পূজা নিল কলিঙ্গের দেশে।
বিজুবনে নিকটে শতেক পশুগণ
পথে জাইতে চণ্ডিকার পাইল দরশন।
কেশরী শার্দূল গণ্ডা তুরঙ্গ বারণ
শরভ করভ হয় গবয়[১] হরিণ।
একে একে পশুগণের কত নিব নাম
অভয়ার পাএ সভে করিল প্রণাম।
ঊর্দ্ধমুখ হইআ পশু করএ গোহারি
কৃপা করি পূজা মোর লহ মাহেশ্বরী।
অপরাধ বিনে পশু সদাই সশঙ্ক
বর দিয়া ভগবতী করহ নিরাতঙ্ক।
পশুগণে কৃপাময়ী হইলা ভগবতী
আত্মপূজা-বিধানে দিলেন অনুমতি।
আজ্ঞা পাইয়া পশুগণে হরিষ আকুল
বনে বনে চাহিয়া আনিল বনফুল।
আম জাম সিয়াকুলি কালচিত[২] ফল
নৈবিদ্য দিলেন পাদ্য কংসনদীর জল।

প্রদক্ষিণে নমস্কার কৈলা বারে বারে
নিরাতঙ্ক আশীর্বাদ কইল সভাকারে।
বাঘে না খাইবেক মৃগ কেশরী বারণে
তুরঙ্গ মহিষ দুহে থাক এক বনে।
অবিরোধে থাক দুহেঁ সষারু কটাস
স্তাণ্ডবন করিলে দুঃখ করিব বিনাশ।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
পশুস্থাপনে বনে ছয়পদী নীত ॥

৫০

লইয়া পশুর পূজা   সিংহেরে করিয়া রাজা
        নিজ খাণ্ডা[1] দিল মহামায়া
যারে জেবা উচিত হয়   তারে দিল সে বিষয়
        কৈল চণ্ডী পশুগণে দয়া।
সিংহ বীর মহাতেজা   পশু মধ্যে তুমি রাজা
        টিকা দিল ভবানী ললাটে
তরক্ষ শুনহ কথা   ধরিবে ধবল ছাতা
        থাক তুমি রাজার নিকটে।
শরভ কুলীন তুমি   সকল পশুর মনি[2]
        ব্রাহ্মণ জেমন নরমাঝে
হবে তুমি পুরুহিত   মঙ্গল চিন্তিবে নিত্য
        এই কর্ম অন্যে নাহি সাজে।
দূর কর সব শোক   শার্দূল ভল্লুক কোক
        বনবরা গণ্ডা মহাবীর
গুরু সঙ্গে-জেন ছাত্র   হও তুমি মহাপাত্র
        প্রতিদিন দিবে পুষ্পনীর।
সত্য করি মৃগরাজে   অভয় করিল গজে
        করিলেন সিংহের বাহন
আনি তথা জোড়া জোড়া   বাহন করিল ঘোড়া
        বারণে[3] করিল কপিগণ।
নিজোজি তোমারে আমি   শুনহ চাম্যরি তুমি
        চামর ঢুলাবে রাজ-অঙ্গে
আমি তোরে দিল ভার   ভেউর হবে রায়বার
        তোর পিঠে চাপি আমি রঙ্গে।
বৈদ্য নকুল তুমি   খাইবে বার্তন-ভূমি
        চিকিৎসা করিবে রাজপুরে
পাথোর সঞ্জম দীক্ষা   করিবে পশুর রক্ষা
        ভুজঙ্গ না জিনিব তোমারে।
পশব হাজরা মসা   খাইবে প্রজার শস্য
        হবে তুমি রাজার দুয়ারি
নিশায় জাগিয়া থাক   প্রহরে প্রহরে ডাক
        কোটাল শৃগাল প্রহরী।
নীলকণ্ঠ এড়ান   বারসিংহা চোলকান
        পাজা মেশা কারফরমা
আমার পূজার ফলে   বনে থাকি কুতূহলে
        বাঘে আর না খাইব তোমা।
উট গাধা খেম খাবে   রাজার নফর হবে
        সম্পদবিপদে রবে ভাব
আর জত পশুগণ   সভে হব প্রজাজন
        মণ্ডল হইবে কালসাপ।
মহামিশ্র জগন্নাথ   হৃদয়মিশ্রের তাত
        কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন
তাহার অনুজ ভাই   চণ্ডীর আদেশ পাই
        বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥[4]

৫১

জেকালে অভয়া আইল কলিঙ্গের দেশে
সেকালে মরতে পূজা নিলেন মহেশে।
সপ্তপাতালে পূজে[1] জত নাগলোক
বর দিআ হর তার দূর কৈল শোক।
অবনিমণ্ডলে পূজা ধর্মশীল নর
জীবন্যাস করি[2] পূজে মৃত্তিকা-শঙ্কর।
পুর মধ্যে দেই নর শিবের মন্দির
বর পাইআ নরলোক বলে হয় বীর।

চৈত্রমাসে পূজে হব নানা উপহারে
ঢাকঢোল বাদ্য বাজে শিবের মন্দিরে।
জিব কাটে জিব ফোড়ে করএ চড়ক[৩]
অভিমত স্বর্গ জায় না জায় নরক।
ত্রেতাযুগে সন্যাস করিল দশানন
তেমন মরতে করয়ে নরগণ।
পিশাচ দানবে শিব পূজে প্রতিদিন
জে জন শঙ্কর পূজে নহে ধনহীন।
অমরবতীতে শিব পূজে পুরন্দর
তার সুত কুসুম জোগায় নীলাম্বর।
পূজা লইয়া শূলপাণি আইসেন কৈলাস
হেনকালে আইসে দেবী শিবের নিবাস।
করজোড়ে করি দূর্গা করিল প্রণতি
আশিষ করিআ জিজ্ঞাসিলা পশুপতি।
কহিলা ভবানী তারে পূজার বারতা
চরণে ধরিআ তারে কহেন কীছু কথা।
অষ্ট দিন পূজা মোর অবনি ভিতর
তিন দিনের কথা তার লইয়া নীলাম্বর।
নীলাম্বরে সাঁপ দিআ যদি লহ ক্ষিতি
তবে প্রচার হয় পূজার পদ্ধতি।
তিলার্ধ নীলাম্বরের নাহি দেখি পাপ
কেমন কারণে তারে দিব অভিশাপ।
যদি আপনি ইছয়ে মহী ইন্দ্রের কুমার
তবে[৪] সাঁপ দিলে প্রভু নিদোষ তোমার।
অঙ্গীকার কইল শিব নিল দুর্গা পান
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণ গান ॥

৫২

সুধর্ম সভায় বসিলা ইন্দ্ররায়
বিচিত্র হেমসিংহাসনে
লইআ পাজি পুথি সমুখে বৃহস্পতি
বসিলা রাজা সন্নিধানে।
শ্রীজয়ন্ত নীলাম্বর দুই ভাই স্মমম্বর[১]
চৌদিগে শতেক কুমার
সেবক প্রধান জোগায় গুয়া পান
মিলিত করে ঘনসার।
বসায়ে সভাখণ্ড হেমরতন দণ্ড
চামর চুলায় মাতুলি
আগে বন্দি ভাট করয় স্তুতি পাঠ
মাথায় ধরিআ অঞ্জলি।
পাবক আদি করি দিগের অধিকারী
বরুণ নৈরিতি শমন
কবের প্রভঞ্জন আদি দেবগণ
আইলা মহেন্দ্রসদন।
দূর্বাসা জৈমুনি অঙ্গিরা আদি গুণী
আইলা মহেন্দ্রসদন
এমন সময় আইলা মহাশয়
নারদ বিরিঞ্চিনন্দন।
উঠিয়া প্রণিপাত করিয়া সুরনাথ
বসাইল কনক-আসনে
করিয়া প্রিয়জন বার্তা জিজ্ঞাসন
শ্রীকবিকঙ্কণ ভনে ॥

৫৩

কহ না নারদ মুনি দেশের বারতা
কহ না সকল কথা ছিলে জথা জথা।
এ তিন ভুবনে নাহি তোমার সমান
ভূত ভবিষ্যত[১] তুমি জান বর্তমান।
ভাগ্যে তব পদরেণু আমার ভুবনে
আজি পবিত্র আমি তোমা দরশনে।
দেখিআ তোমার কৃপা হেন লয়ে মনে
চিরদিন লক্ষ্মী রহিবেন আমার ভবনে
সেই জন রিপুজয়ী সকল ভুবনে
জেই জন তোমার মধুর বীণা শুনে।

ইন্দ্রের বচন শুনি বলেন নারদ
মুকুন্দ রচিল গীত মনোহর পদ ॥

৫৪

ন্দ্র কি আর কহিব কথা কহিতে লাগয়ে ব্যথা
নিবেদিতে বড ভয় করি
নপাতক চণ্ড জম্ভ আর শুম্ভ নিশুম্ভ
বাড়িল তোমার বড় বৈরি ।
া উপভোগ হীন শতফুলে প্রতিদিন
দশদণ্ডে মহাদেব পূজে
ন কর রায় অসুর প্রবল তায়
শুম্ভ নিশুম্ভ আগে জুঝে ।
হ মহাবল জম্ভ কি কব তাহার দম্ভ
ভুজবলে পর্বত উপাড়ে
সব ভুজবল মহাদেব পূজার ফল
উভ করি ধরিআ কাছাড়ে ।
ফুল বাস গন্ধে কুমকুম কস্তুরি সঙ্গে
নৈবিদ্য কি বাসব ৩ ব
কি বাসব তার তথি সোলো উপচার
দক্ষিণা কাঞ্চন শতভার ।
বের করিতে প্রীত প্রতিদিন নাটগীত
সন্ধ্যাকালে ব্যালিস বাজনা
দি পায় চতুর্দশী থাকে বীর উপবাসী
নিশাকালে করয়ে পারনা ।
করা সঙ্কল্প করি পূজে দৈত্য ত্রিপুরারি
এ বড় সন্দেহ মোর মনে
বুঝিলাঙ দৈত্যের কার্য নিবেক কাহার রাজ্য
হেন আমি অনুমানি মনে ।
ভোগ করহ নানা রঙ্গে থাকহ কামিনী সঙ্গে
রাজভোগে পড়িআছ ভোলে
শিবের পাইআ বর দৈত্য হইল ধনুর্ধর
কোন দিন পড়ে গণ্ডগোলে ।

নারদের কথা শুনি বাসব মনেতে গুণি
শিবের পূজায় দিল মন
মাতুলি বচন ধর ডাক্যা আন নীলাম্বর
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৫৫

নীলাম্বর পুষ্প তুলিতে নেহ পান
প্রবেশ নন্দনবনে আনন্দ হইআ মনে
মোর বাক্যে কর অবধান ।
নাহি যোজন রণে দুরন্ত অসুর সনে
না পাঠাইব তোমা দূর দেশ
সবে দণ্ডচারি জাবে কুসুম আনিঞা দিবে
ইহাথে ভাবহ মনে ক্লেশ ।
যযাতির পুত্র পুরু তাহার চরিত্র চারু
জরা নিলেক বাপের বদলে
শান্তিবাসে দিআ মন দিল নিজ যৌবন
যশ তার ঘোষে ত্রিভুবনে ।
আজ্ঞা দিলেন তাত বনে গেলা রঘুনাথ
ছাড়িআ কনক সিংহাসন
জানকী লক্ষ্মণ সাথে প্রবেশি কাননপথে
যশে পূর্ণ হইল ত্রিভুবন ।
বাপের আজ্ঞায় সুত কার্য করে অনুচিত
নিদর্শন ভৃগুপতি ইথে
বাপের শুনিঞা কথা মায়ের কাটিল মাথা
এই যশ ঘোষে ত্রিজগতে ।
বিষম আরতি নয় সবে জাবে দণ্ড ছয়
নন্দনকাননের ভিতর
নিকটে কুসুম আছে উঠিতে না হবে গাছে
আরাধন করিব শঙ্কর ।
যোড়হাত পুরন্দর দেখি বালা-নীলাম্বর
অঞ্জলি করিয়া নিল পান
সাজী আঁকুড়ি হাতে চলিলা কাননপথে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

৫৬

গঙ্গাজলে করি স্নান শুক্ল ধুতি পরিধান
প্রভাতে চলিলা নীলাম্বর
সাজী আঁকুড়ি হাথে প্রবেশে কাননপথে
স্মঙরণ করিয়া শঙ্কর।
গুনিঞা তোলে শত ফুল
প্রবেশি নন্দনবনে কুমার হরিষমনে
ছয় রিতু দেখিল সঙ্কুল।
কহ্লার কৈরব কালা পানিসিউলি পানিকলা
কমল কন্দর ইন্দীবর
অশোক কিংশুক ঝাটি জাতী জুতি দুইবটী[1]
রঙ্গন তুলিল নাগেশ্বর।
কুরুবক কুরুণ্টক কুন্দ তোলে মরুবক
কদম্ব কনক করবীর
লবঙ্গ তুলসী দনা ঘলঘষি বাকসনা
প্রত্যাঙ্গিরা তুলিল ধুস্তুর।
কুমার হরিষমনে ধূলিকদম্ব তোলে বনে[2]
আউচ[3] চাঁপা কাঞ্চন কেশর
শ্বেত রক্ত তোলে ওড় তুলিল মল্লিকা জোড়
কুন্দকুসুম তুলিল টগর।
নেহালী বান্ধুলী দূর্বা বনকরবীর মূর্বা
অতসী সিউলি পারিজাত
অপামার্গ বাঘনলা সাঞী তোলে ভদ্রকলা[4]
রক্ত-উৎপল অবদাত।
বিষলাঙ্গলিয়া[5] তোলে জটা বিরতি[6] ঘুচাইআ কাঁটা
ভূমিচাম্পা তুলিল[7] সপ্তদলা[8]
আঙলা কুড়চি কিআ মদন বাকস জয়া
কুবিদার তুলিল পাটলা।
স্যামলতা ঘাটুফুল[9] কাল্যাকড়া তোলে মৌল
বাসন্তিকা আথণ্ড শ্রীফল
নোঞাঞি'ঞা ধরি ডালে তমাল পিয়াল সালে
দুই আঁকড় তুলিল হিজল।
আকন্দ তপন নাটা কণ্টকারি[10] শ্বেতজটা
সূর্যমণি তুলিল গুলাল
বিসসোলা[11] ভারদ্বাজি তুলিয়া পুরিল সাজি
কোকিলাক্ষ তুলিল[12] দুলাল।
সেবতি কর্কন্তি জুতি ইন্দ্র মূল তোলে জাতি
রঙ্গন তুলিল সদাবরি
করঞ্জা যুগল গণা[13] দাড়িম্ব মুদিতমনা
রাঙ্গ-তুলসী তুলিল বিচারি।
হইল পূজার বেলা গাঁথিল শতেক মালা
নীলাম্বর আইসে ধাওয়াধাই
আচ্ছাদন পদ্মদলে থুইল পূজার স্থলে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গাই॥

৫৭

চৌদিগে জয় জয় পূজেন হরিষময়
অনন্যভাবে ভূতনাথে
দোখণ্ডি শঙ্খ জোড়া মৃদঙ্গ বাজে পড়া
শতেক পুত্র লইআ সাথে।
দিবস পূর্ব যাম বাগীশ গায় সাম
রুদ্রের অধ্যায় মহিমা
নারদ বীণাপাণি গাঞেন দ্বিজমুনি
শঙ্করগুণের গরিমা।
শঙ্কর প্রেমদিঠে বসাইল হেমপীঠে
পাখালিল শিবের চরণ
বসনে পদ পুছি নিছনি করে শচী
বসন অমূল্যরতন।
শিবের মহাস্নান করিল যত্নবান
শতেক ভার গঙ্গাজলে
মৃগাঙ্গ জিনি ভাস পরাইল দিব্য বাস
কস্তুরি ফোটা দিল ভালে।
কস্তুরি লেপন কুমকুমচন্দন
বাসব দিল হর-অঙ্গে
ষোড়শ উপচারে পূজিল পুরহরে
সকল পুরজন সঙ্গে।

ডম্বুব দীমিদীমি বাজান দেবস্বামী
সুযন্ত্র ঘনঘন সিঙ্গা
প্রমথপতি কাছে ত্রিদশপতি নাচে
ডম্ফ বাজে তাধিংধিঙ্গা।
স্তবন গদ্যপদ্যে সঘন মুখবাদ্যে
অষ্টাঙ্গ দণ্ডপ্রণতি
এ সব পূজে নিত্য একান্ত ভাবচিত্ত
তুষিলা দেব উমাপতি।
এমন ধবনে পূজেন দিনে দিনে
নিযমে দ্বাযাদশ বৎসব
শতেক ফুল আনে ফিবিযা বনে বনে
প্রতিদিন নীলাম্বব।
ওথা আপন ব্রতকথা সাধিতে সাবহিতা
কাননে উবিলা ভবানী
শ্রীকাবকঙ্কণ পাঁচালি বিবচন
বদনে নাচে জার বাণী॥

৫৮

পদ্মাবতী সনে যুক্তি কবিআ অভযা
নন্দনকাননে আসি পাতিলেন মাযা।
ফুলহীন কইল চণ্ডী নন্দনকানন
ফলফুলহীন হইল জত উপবন।
বাম কবে কবণ্ড আকুডি সাজি কবে
প্রবেশিল নীলাম্বব মালঞ্চ ভিতবে।
ফুলহীন দেখিযা ভাবেন নীলাম্বব
কোথা পাব শত ফুল প্রহর ভিতব।
অভাব ফুলেব চিন্তা নীলাম্বব পায
বথ চাড় নীলাম্বব বসুমতী জায।
যাত্রার সময়ে ডোমাচিল ফিবে মাথে
কাঠুরিযা কাঠভাব লইয়া আইসে পথে।
উপনীত নীলাম্বব হইল বিজুবনে
ওথা ধর্মকেতু তাড়া দিযাছে হবিণে।
রূপসী হরিণী হইয়া আপুনি অভয়া
ব্যাধের সমুখে আসি পাতিলেন মায়া।
রহিয়া রহিযা জান দেবী দীঘল তরঙ্গ
তার পাছে ব্যাধ জেন উড়িছে পতঙ্গ।
আকর্ণ পুরিযা ধনু বীর ছাড়ে শর
শর ছাড়িযা দিতে দেবী উঠিলা অম্বব।
অনিমেখে লোচনে দেখেন নীলাম্বব
ফুল চিন্তা দূর হইল ভাবেন কোঙর।
অভযাব চবণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গীত॥

৫৯

বসিআ তরুর তলে ভাসিআ লোচনজলে
বিষাদ ভাবেন নীলাম্বব
হৃদযে বহিল শাল ব্যাধজনম ভাল
কেন হইলাঙ ইন্দ্রেব কুমাব।
এই ব্যাধ ভালে জিএ ত্রিষায পানি পিএ
যথাকালে কবএ ভোজন
বিশ্বনাথেব পূজা জাবদ না কবে বাজ
ততক্ষণ উদরদহন।
এই ব্যাধ বূপবান বনবাসী জেন বাম
মৃগ দেখি মাবীচসমান
সিংহ জিনি মধ্যদেশ লতায বেড়িত কেশ
অভিনব জেন পঞ্চবাণ।
না কবিল কোন কর্ম বিফল দেবতাজর্ম
বিদ্যাব না কৈল্য অন্বেষণ
না কইল ধনু শিক্ষা হবেক কেমনে রক্ষা
যদি হব দেবাসুবে বণ।
সাজি দণ্ড হাথে কবি প্রভাতে প্রভাতে ফিরি
অনুদিন যেন মালাকাব
চবণে কণ্টক ভুকে শতেক আঁচড় বুকে
কি দারুণ দৈব আমাব।

হইআ বড় আকুল সম্ভ্রমে তুলিল ফুল
শ্রীফলকণ্টক রহে তথি
ভাবিআ অম্বিকা পায় শ্রীকবিকঙ্কণ গায়
বেগে রথ চালাএ সারথি ॥

৬০

বহিল পূজার বেলা চিন্তিত কোঙর
দুই করে তোলে ফুল কানন ভিতর।
ঘন বেলা পানে চায় ত্রিষায় আকুল
জত পায় তত তোলে না ছাড়ে মুকুল।
কুসুম ভিতরে চণ্ডী পাতিলেন মায়া
পলাশে রহিল দারুণ পিপীলিকা হইআ।
ব্যাজ জানি লঘুগতি আইসে নীলাম্বর
সুতের বিলম্ব দেখি ভাবে পুরন্দর।
খেলায় উন্মত্ত সুত কইল জত পাপ
আজি অবশ্য হর দিব অভিসাঁপ।
ধূপদীপ নৈবিদ্য রচিআ সবিলম্ব
নীলাম্বর আইল পূজার করিল আরম্ভ।
কুসুম-অঞ্জলি ইন্দ্র দিল হরশিরে
কণ্টক ফুটিল দুঃখ পাইল অন্তরে।
দারুণ পিপীলিকা তার প্রবেশে কুন্তলে
মরমে দংশিলা হর হইলা আকুলে।
অনল সমান পোড়ে পিপীলিকার বিষ
অভিমানে করে হর মনে বিমরিষ।
শুন ইন্দ্র তুমি ত্রিদশের অধিকারী
কিসের কারণে পূজ জনমভিখারি।
করহ আমারে ইন্দ্র কপট অর্চনা
কপট ভকতি মোরে কর বিড়ম্বনা।
পাট নেত বস্ত্র পর গলে রত্নমাল
হাড়মাল মোর গলে পরি বাঘছাল।
অচলা কমলা তোর সম্পত্তি বিশাল
পরিহাস কর বেটা দেখিআ কাঙ্গাল।
স্মরহর নিঠুর ভ্রূকুটি ভীম মুখে
নয়নে নিকলে বহ্নি ঝলকে ঝলকে।
অঞ্জলি করিআ কিছু বলে পুরন্দর
মোর দোষ নাঞি পুষ্প তোলে নীলাম্বর।
নীলাম্বরে [তবে] জিজ্ঞাসেন শূলপাণি
ভয় তেজি নীলাম্বর কহ সত্য বাণী।
কহেন কুমার সত্য জে দেখিল বনে
চণ্ডিকার সত্য কথা হর কৈল মনে।
মোর সেবা তেজি ইচ্ছা কর অন্য সাধ
বসুমতী চল ঝাট হও গিয়া ব্যাধ।
হেন বাক্য হৈল জবে মহেশের তুণ্ডে
পর্বত ভাঙিআ পড়ে কুমারের মুণ্ডে।
এতেক বচন জবে বৈল পুরহর
চরণে ধরিয়া কীছু বলে নীলাম্বর ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৬১

চরণে ধরিআ হরে কুমার বিনয় করে
অপরাধ ক্ষম কৃপাময়
অতি লঘু মোর পাপ দিলে গুরুতর সাঁপ
ব্যাধকুলে জনম নিশ্চয়।
অবহেলে পাণিপুটে পান কৈলে কালকূটে
ত্রিভুবনেব কৈলে পরিত্রাণ
তুমি সর্বগুণধাম সেবকে হইলে বাম
মোর দৈব ইহাতে নিদান।
সুর নর নাগ জেবা করএ তোমার সেবা
অধগতি কার নাঞি হয়
না দেখি এমত সৃষ্টি চন্দ্র হইতে বিষবৃষ্টি
চন্দন প্রসবে ধনঞ্জয়।
অভিমত ইচ্ছা করি সেবিলাঙ কাম-ঐরি
ফল যোগে হবে প্রতিকূল

নিবন্ধ দেবের পাশে ভরা দিল লাভ আশে

হরি হরি নাশ গেল মূল।

বেচিল তোমার পায় নীলাম্বর নিজ কায়

জেই ইচ্ছা করহ তেমন

কৃপা কর দেববর্গ না যাই নরক স্বর্গ

তোমার চরণে রহে মন।

দেখিআ তাহার দুঃখ লাজে শিব হেটমুখ

আজ্ঞা দিলা দেব পঞ্চানন

কবহ চণ্ডীর ভক্তি তিনি তোরে দিবে মুক্তি

আসিবে আপন নিকেতন।

এমন বলিতে হর আইল জর মাহেশ্বর

নীলাম্বরে কৈল অধিষ্ঠান

চৌদিগে বান্ধব মেলা গলায় তুলসীমালা

গঙ্গাজলে করিল শয়ন।

রাত্রি দিন তুয়া সেবি রচিল মুকুন্দ কবি

নৌতন মঙ্গল অভিলাষে

ভর গো কবির কামে কৃপা কর শিবরামে

চিত্রলেখা যশোদা মহেশে ॥

৬২

মন্দাকিনী জলে শয্যা পাতে নীলাম্বর

পূজা সাঙ্গ করি স্তুতি করে পুরন্দর।

প্রদক্ষিণ নুতি স্তুতি হইল বারেবার

তোমার চরণ বিনে গতি নাহি আর।

পাত্র মিত্র পরিবার শোকের নিদান

তুমি সত্য তোমা বিনে সেবি নাহি আন

ক্ষমা কর মহাপ্রভু বালকের দোষ

শিশুমতি নীলাম্বর না করিবে রোষ।

অভক্তি তোমার পদে কেবল নিদান

ব্রহ্মার তনয় দক্ষ ইহাতে প্রমাণ।

কালকূট পান করি মৃত্যু কৈল জয়

জে জন শঙ্কর ভজে তার কিবা ভয়।

তোমার চরণে জার আছয়ে ভকতি

ত্রিভুবনে জিনিলে তার কি করে দুর্গতি।

জরা মৃত্যু ব্যাধি শোক আর দৈন্য দোষ

তাবদ জাবদ নহে তোমার সন্তোষ।

মোর নিবেদন প্রভু কর অবধান

পুষ্প তুলিবারে দেহ প্রবরেরে পান।

ইন্দ্রের বচনে অনুমতি দিলা হর

অঞ্জলি করিআ পান লৈলা প্রবর।

হরপদকমলে মজুক নিজ চিত

ছায়ার প্রসঙ্গে নাচাড়ি গাব গীত ॥

৬৩

হৈল জলসাই পতি ইন্দ্রবধূ ছায়াবতী

লোকমুখে পাইল বারতা

চৌদিকে বেষ্টিত সখী সন্তাপে মলিনমুখী

হরি হরি স্মঙরে বিধাতা।

আলুয়াইল কেশভার তেজে বালা অলঙ্কার

সঘনে নাড়য়ে আয়ডাল

সুবপুরে কোলাহল সভার লোচনে জল

শচীর হৃদয়ে বাজে শাল।

স্বামী মৈল প্রথম জীবনে

নীলাম্বর করি কোলে বসিয়া গঙ্গার জলে

যুগ মুটকি হৃদে হানে।

পড়িয়া চরণতলে ছায়া সকরুণ বলে

প্রাণনাথ কর অবধান

তিলে নিদারুণ হইআ পাসরিলে নিজ জায়া

দূর কৈলে সোহাগ সম্মান।

আরতি তুলিতে ফুল বিধি হৈলা নিরাকুল

জীবন তেজিলে হর-সাঁপে

খণ্ডকপালিনী ছায়া শঙ্কর ছাড়িল দয়া

ডুবিনু পরম পরিতাপে।

দেহযোগ নহে নিত্য কেবল মরণ সত্য

সর্বলোক এই কথা জানে

যৌবনে মরণকাল   হৃদয়ে রহিল শাল
নাঞি মানে প্রবোধ পরাণে।
ঢালি বহু ঘৃত ভাণ্ড   জ্বালিল অগ্নির কুণ্ড
সুরনদীতীরে সুরপতি
দুই কুলে দিয়া বাতি   জীবন তেজিল সতী
পতির আনলে ছায়াবতী।
বিদায় করিয়া শিবে   দুজনার লইয়া জীবে
গেল চণ্ডী ব্যাধের নিবাস
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ   গান কবি শ্রীমুকুন্দ
রাজা কৈল মঙ্গল প্রকাশ।

৬৪

প্রাতে যুক্তি সখি সঙ্গে   দ্বাদশী-পাবণরঙ্গে
হইলা দেবী জরাতী ব্রাহ্মণী
আইলা ভিক্ষের আশে   ধর্মকেতুর বাসে
নিদয়া দিলেন পিড়া পানি।
কল্যাণ করেন ভগবতী
পারণার হেতু-ভিক্ষা   দেহ গো পবাণরক্ষা
অচিবাতে হবে পুত্রবতী।
হইআছে পঞ্চ কন্যা   সে সব স্বামীর ধন্যা
ঘটক ফিরএ স্থানে স্থানে'[২]
দেখিল পুণ্যের বলে   নিদয়া এই স্থলে
কেবল কল্যাণ নিদানে।
সফল করহ মোর আশ
তোমার পাইয়া বর   হয় যদি বংশধর
তোমার করিয়া দিব দাস।
কহি গো সত্যবাণী   ঔষধ আমি জানি
কুমার জনম কারণ
দিব গো নানাপুটে   সোহাগ নাঞি টুটে
হইব পুত্রের জনম।
বচন মিথ্যা নহে মোর
স্নান করহ তুমি   ঔষধ খুঁজি আমি
হইব বংশধর তোর।
ত্বরায় পুত্র আশে   স্নান করি বৈসে
নিদয়া করি উর্দ্ধ মুখে
মক্ষিকা রূপধর[১]   প্রবেশে নীলাম্বর
ঔষধ দিলা দেবী নাকে।
নিদয়া পাএ পড়ি   তণ্ডুল ডালি বড়ি
দিলেন কড়ি চারিপণ
দেবীর আদেশে   হিরার গর্ভবাসে
ছায়াবতী লভিল জনম।
শ্রীরঘুনাথ নাম   অশেষ গুণের ধাম
ব্রাহ্মণভূমে পুরন্দর
তাঁর সভাসদ   রচিয়া চারু পদ
মুকুন্দ রচে কবিবর॥

৬৫

সেই দিন ধর্মকেতু রতিরঙ্গ মনে
দৈবযোগে গর্ভ তার রহে সেই দিনে।
প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি
দ্বিতীয় মাসের বেলা করে কানাকানি।
তৃতীয় মাসের বেলা করে ভূতলে শয়ন
চারি মাসে করে রামা মৃত্তিকা ভক্ষণ।
পাঁচ মাসে নিদয়ারে না রুচে উদন
ছয় মাসে কাঞ্জী করঞ্জায় জায় মন।
সাত মাসে রসবাস দিল ধর্মকেতু
জ্ঞাতি বন্ধু সভে সাধ দেই শুভ হেতু।
আট মাসে নিদয়ার বাড়্যা যায় পেট
চলিতে না পারে না চাহিতে পারে হেট।
নয় মাসে নিদয়ারে সাধ দেই ব্যাধ
নিদয়া স্বামীরে কহে ভাবিআ বিষাদ।
রচিয়া মধুর পদে একপদী ছন্দ
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ॥

৬৬

প্রাণনাথ কাল গর্ভ হইল কোন ফলে
অ'বুচা কবিল বল   উদন বেঞ্জন জল
পেটে ভোক মুখে নাহি চলে ।
ভব দেখিযা ভব   মনে বড লাগে ডব
খুধা ত্রিষা নাহি দিনা দশ
আপনাব মত পাই   তবে গ্রাস কত খাই
পোড়া মীনে জামিবেব বস ।
নধানী কবিযা খই   তথি মহিষেব দই
কুলি কবঞ্জা প্রাণ হেন বাসি
দি পাই মিঠা ঘোল   পাকা চালিতাব ঝোল
প্রাণ পাই পাইলে আঁমসি ।
আমাব সাধেব সীমা   ইঙ্গিচা পলতা গিমা
বোআলি ঘাটিযা কব পাক
বন কাঠি থব জ্বালে   সান্তলিবে কটু তৈলে
দিবে তায পলতাব শাক ।
পুই ডগি থুপি কচু   ফুলবড়ি দিবে কীছু
দিবে তায মবিচেব ঝাল
বিদ্রাবঞ্জিত কাঞ্জি   উদব পুবিযা ভুঞ্জি
প্রাণ পাই পাইলে পাকা তাল ।
লোন কিছু দিবে বাডা   নেউল গোধিকা পোডা
হাঁসডিম্বে কিছু তোল বড়া
কীছু ভাজ বালিকড়া   চিঙ্গড়িব তোল বড়া
সসাবৃ কবহ শিকপোড়া ।
সদাই নাকাব উঠে   দিনে দিনে বল টুটে
বদনে সদাই উঠে জল
মুলাতে বার্তাকু সিম   তাহে দিআ বান্ধ নিম
আব দেহ ডম্বুরের ফল ।
নিদযাব সাধ হেতু   ঘবে জায ধর্মকেতু
চাহিযা আনিল আযোজন
আপনি বাঁধিযা ব্যাধ   নিদযাবে দিল সাধ
বিবচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৬৭

নিকটে নাহিক মাতা   কাবে কব দুঃখ কথা
পিসি মাসি বহিনী মাতুলী
জ্ঞাতি বন্ধু নাহি আব   জে সহে ঘবেব ভাব
বিধি মোবে কবিল প্রতিকূলী ।
পূর্ণ হইল দশ মাস   ইন্দ্রসুত গর্ভবাস
ভুঞ্জেন আপন কর্মফলে
প্রসূতি[1] মাবুত নড়ে   অনুক্ষণ বেথা বাড়ে[2]
লোটায নিদযা মহীতলে ।
সখি-কন্দে দিআ ভব   আসে জায বাড়িঘব
কেহো অঙ্গে দেই তৈলপানি
আনে কেহো প্রিযসই   মুখে তুলিআ দেই থই
নিদযা প্রভুবে বলে বাণী ।
প্রাণনাথ হেট হই ধব মোব কেশ
কেশমূলে পড়ে টান   ব্যাবায আমাব প্রাণ
কি কবিব কোন উপদেশ ।
হইল উদব ভাবি   বসিলে উঠিতে নাবি
শুইলে ফিবাইতে নাবি পাশ
চাহিতে না পাবি হেট   সূচে যেন বিন্ধে পেট
দূব হইল জীবনেব আশ ।
সংশয জীবন আশা   হইল মবণদশা
বুকে পিঠে বিন্ধে যেন বাণ
শতশঙ্কা আমি জাযা   কেবল তোমার দযা
জীবনেব আমাব নিদান ।
আমাব বচন শুন   পাঁখিরে[3] ডাকিআ আন
জেবা জানে প্রসব সন্ধান
খুজিআ নগবে জ্ঞানী   করহ ঔষধপানি
নিদযাব বাখহ পবান ।
নিদযাব শুনি কথা   হৃদযে পবম বেথা
চলে ব্যাধ কলিঙ্গনগবে
সেবক সন্তাপ খণ্ড   ব্রাহ্মণীব বেশে চণ্ডী
উবিলেন ব্যাধের গোচবে ।

কী কব পুণ্যের লেখা　　ব্যাধ সনে পথে দেখা
ধর্মকেতু পড়িল চরণে
কৃপা কর ঠাকুরাণি　　জে জান ঔষধ পানি
নিদয়ার রাখহ জীবনে।
জ্ঞানী জিজ্ঞাসেন কথা　　শুনিল প্রসববেথা
কপটে মন্ত্রিত কৈলা জলে
কেবল পুণ্যের ফল　　নিদয়া খাইল জল
কুমার পড়িল ভূমিতলে।
উঙা উঙা ডাকে সুত　　দুহেঁ হইলা প্রমোহিত[৪]
জায়াপতি সফলমানস
সুতের কল্যাণ হেতু　　স্নান করি ধর্মকেতু
দ্বিজে দিল মৃগ গোটা দশ।
রাত্রি দিবা তুয়া সেবি　　রচিল মুকুন্দ কবি
নৌতন মঙ্গল অভিলাষে
উরহ কবির কামে　　রক্ষা কর শিববামে
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে॥

৬৮

পুত্র হইল ধর্মকেতু হরষিত মনে
ব্যোমযানে নারায়ণী উঠিলা গগনে।
চাল ফুড়ি আতুড়ি জ্বালিল ততক্ষণে
সঘনে হুলুই পড়ে নাভির ছেদনে।
গোমুণ্ডে স্থাপিলা ষষ্ঠি দ্বার ডানিভাগে
পূজা করি ধর্মকেতু তাঁরে বর মাগে।
তিন দিনে করে রামা সুপথ্য পাচন
ছয় দিনে ষাঠ্যারা করিল জাগরণ।
আট দিনে আট-কড়াইয়া করিল ধর্মকেতু
নয় দিনে নর্ত্তা কৈলা সুত-শুভহেতু।
আনরূপ ব্যাধসুত দিবসে দিবসে
ষষ্টিপূজা একর্ত্তিসা কৈল একমাসে।
পূজা করি সোমাই ওঝা দিল বলিদান
ঘোড়ারূ দক্ষিণে বলি বামে ঢোলকান।
শয্যায় নিদ্রা জায় বালা করএ দেহালা
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে সেই ব্যাধবালা।
নিরাতঙ্কে জায় তার দুই তিন মাস
কিরাতনন্দন দেই উলটিআ পাশ।
চারি পাঁচ মাস গেল ছয় পরবেশ
অন্নপ্রাশন কৈল দিআ ছাগ মেষ।
গণক আইয়া নাম থুইল কালকেতু
গণকে দক্ষিণা দিল পরমাই হেতু।
সাত আট মাস গেল হইল নয় মাস
মুকুতা জিনিঙা দুই দশন প্রকাশ।
দশমাসে ধায় বালা দিয়া হামাগুড়ি
ধরিতে ধরিতে ধায় বাকুড়ি বাকুড়ি।
একাদশ মাস গেল হইল বৎসর
বাড়ি বাড়ি ফিরে বালা নাহি বাসে ডর।
দুই তিন সমা গেল শিশুগণ-মেলে
ভল্লুক সবভ ধরি কালকেতু খেলে।
পঞ্চম বরষে কৈলা শ্রবণ বিন্দন
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৬৯

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু
বুলে মত্তগজ-গতি　　যেন নব রতিপতি
সভার লোচনসুখ হেতু।
নাক মুখ চক্ষু কান　　কুন্দে জেন নিরমান
দুই বাহু লোহার সাবল
শীল রূপ গুণ বাড়া　　বাড়ে জেন হাথি-কড়া
জিনি শ্যাম চামর কুন্তল।
বিচিত্র কপালতটি　　গলাঅ জালের কাঁঠি
করে জুত লোহার সিকলি
উরে শোভে বাগনখে　　অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে
তনু মাঝে শোভিছে ত্রিবলি।

কপাটবিশাল বুক নীল ইন্দীবর মুখ
আকর্ণ দিঘল বিলোচন
গতি জিনি মৃগরাজ কেশরী জিনিঞা মাঝ
মুক্তাপাঁতি জিনিঞা দশন ।
দুই চক্ষু জেন নাটা খেলে টিকা কোট ভেঁটা[1]
কানে শোভে ফটিক কুণ্ডল
পরিধান বীরধড়ি মাথায় জালের দড়ি
শিশুমাঝে জেমন মণ্ডল ।
লইআ পাবড়া চেলা জার সনে করে খেলা
তার হয় জীবনসংশয়
জে জনে আঁকাড়ি করে পড়িয়া ধরণি ধরে
ভয়ে কেহ নিকটে না রয় ।
সঙ্গে শিশুগণ ফিরে তাড়িআ সসারু ধরে
দূরে গেলে হুলায়[2] কুক্কুরে
বিহঙ্গ বাটুলে বধে লতায় সাঁজুড়ি বাঁধে
কান্দে-ভারে কালু আইসে ঘরে ।
গণক আসিঞা ঘরে শুভদিন শুভবারে
ধনু দিল ব্যাধসুত-করে
ফোটা দিয়া বিন্ধে বেঁজা ছুড়িতে শিখএ নেজা
চামের চৌতুলা[3] শোভে শিরে ।
ইচ্ছা জায় জেই দিনে বন জায় বাপ সনে
আগে ধান জিনিঞা পবনে

তাড়িয়া হরিণ ধরে কি কাজ ধনুক শরে
বিভা হেতু ব্যাধ চিন্তে মনে ।
দৈবযোগে একবার পিতাপুত্রে লইআ ভার
হাট গেলা নিদআর সনে
হিরা নিদয়ার কাছে মাশের পশার বেচে
ফুল্লরা বস্যাছে সন্নিধানে ।
হিরা নিদয়ারে বলে কি হয়্যাছে পুত্র[4] কোলে
তারে কিছু বলেন নিদয়া
অই জিআ থাকু গ সই হউক বহুত পরমাই
বর দেহ ঝাট হউক বিভা ।
দৈবনির্বন্ধ বড় দুইজনে হৈল জড়
মনে মনে ভাবে হিরাবতী
ফুল্লরা সেব্যাছে হর তারে মিলে এই বর
কাম সম জিনিঞা মুরতি ।
কুলে ওঝা কুসুমখুলি হাথে কুশ কান্ধে ঝুলি
আইল ধর্মকেতুর সন্নিধান
জরট কমট ভেট দিআ কৈল মাথা হেট
সোমাঞি ওঝা করিল কল্যাণ ।
হাথে লইআ পত্রমসী আপনি কলমে বসি
জে বলান জেই বা লিখান
নাঞি জানি কি কৌতুকে অম্বিকা মুকুন্দমুখে
নিজ সঙ্কীর্তনরস গান ॥

তৃতীয় দিবস

দিবা

৭০

সোমাঞি পণ্ডিত সনে বসি এক স্থলে
চরণে ধরিআ ধর্মকেতু কিছু বলে।
সপ্ত পুরুষে ওঝা তুমি পুরোহিত
দৈবের সমান বুঝি তোমার ইঙ্গিত।
সুতের বিভার হেতু করি অভিলাষ
কিরাতনগরে কর কন্যার তপাষ।

এত যদি বৈল ব্যাধ দ্বিজের চরণে
ফুল্লরা সঞ্জম-সুতা পড়ে তার মনে।
অঙ্গিকার করি ওঝা চলিলা বৈরাট
সভে গেলা নিকেতনে সমাপিআ হাট।
সঞ্জমকেতুর ঘরে উত্তরিল দ্বিজ
বরিল সঞ্জম তাঁর পদ[১] সরসিজ।
কহেন সঞ্জমকেতু দিব কিছু ভার
ফুল্লরার বর খোঁজ উজ্জোগ তোমার।
চন্দ্রকেতু পিতামহ পিতা ধর্মকেতু
তাঁর পুত্র কালকেতু গুণযশ-হেতু।
দশম বৎসর জুঝে জেন মত্ত হাথি
অর্জুন সমান জার ধনুকের খ্যাতি[২]।
সেই বর-জুগ্য কন্যা তোমার ফুল্লরা
খুজিয়া পাইল জেন হাঁড়ির মুঞের সরা।
একে চাহে আরে পায় বলে হিরাবতী
সঞ্জমকেতুর সনে নির্বাড়িল যুক্তি।
পণের নিয়ম কৈল দ্বাদশ কাহন
ঘটকালী পাবে ওঝা দ্বাদশ পণ।
পাঁচগা গুবাক দিব গুড় তিন সের
ইহা নিআ আর কীছু নাঞি দিবে ফের।

লিখা করি গেল ওঝা জথা ধর্মকেতু
কহিল নির্ণয় জত বিবাহের হেতু।
ভক্ষ দ্রব্য করি জড় বান্ধবের মেলা
সঞ্জম আনিঞা বরে দিল বরমালা।
তিনটা পাটন কাঁড় দিল জামাতারে
দুই বেহাই কোলাকুলি সভে গেলা ঘরে।
গোলাহাটে সোধ দিল দ্বাদশ কাহন
কন্যাদরশনি দিআ করিল লগন।
ত্রিয়োদশি রবিবার তারকা রেবতী
বিভায় সঞ্জমকেতু দিল অনুমতি।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

৭১

নানা বস্তু আনে হাটে হরিণ মহিষ কাটে
নিমন্ত্রণে আনে বন্ধুজনে
লৈয়া অধিবাস-ডালা কিরাতনগরে গেলা
বন্ধু মেলে সোমাঞি ব্রাহ্মণে।

আসনে বসিআ দ্বিজ   শুভ মুখসরসিজ
শুভক্ষণে বান্ধেন ছান্দলা
গোমএ্রে লেপিআ মাটি   আলিপনা পরিপাটী
চারিদিকে বান্ধবের মেলা ।
ফুল্লরার গন্ধ-অধিবাস
ছায়ামণ্ডপের মাঝে   ঢেমচা দগড়ি বাজে
হিরাবতী হৃদয়ে উল্লাস ।
পরিআ হরিদ্রাবাসে   কটাক্ষ করিআ আইসে
জত ছিল পরিহাসী জন
সুবেশে ফুল্লরা নারী   সঙ্গে সখি পাঁচ চারি
বসিলা পিতার সন্নিধান ।
ব্রাহ্মণ বসিল পীঠে   বেদমন্ত্র পড়ি ঘটে
গণেশ করিল আবাহন
পূজি পঞ্চ উপচারে   পুজে অন্য দেবতারে
শুভক্ষণে গন্ধাধিবাসন ।
মহী গন্ধ ধান্য শিলা   শত দুর্বা পুষ্পমালা
দধি দুগ্ধ সবস সিন্দুর
শঙ্খ কজ্জল সোনা   [তাম্র] অভ্র[1] গোরোচনা
চামর দর্পণ কর্ণপুর ।
দ্বিজ সুতা বান্ধে হাথে   মুড়্যালা বাঁধিল মাথে
আইয় দেই জয় চারিভিতে
ষোড়শ মাতৃকা-পূজা   ঘৃতধারে চেতি রাজা
একে একে কৈল পুরোহিতে ।
কর্ম কার্য ছিল জত   পুরোহিত সমাপিত
ধর্মকেতু শুনি সকৌতুক
শাস্ত্রমত জেবা ছিল   একে একে নিবাড়িল
পশ্চাৎ করিল নান্দীমুখ ।
এমন মঙ্গলকর্ম   জেবা ছিল কুলধর্ম
ধর্মকেতু কৈলা সমাপন
মুকুটমণ্ডিত শির   কালকেতু মহাবীর
বন্দে কালু দ্বিজের চরণ ।
পিতা পুত্র বন্ধু জ্ঞাতি   আনন্দে পূর্ণিতমতি
বরযাত্রী করিল সাজন
রাত্রি দিন তুয়া সেবি   রচিল নৌতন কবি
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৭২

গমনের শুভ বেলা   বাউরি জোগায় দোলা
তথি বীর কৈল আরোহণ
বরযাত্রী পড়ে সাড়া   ঢেমচা দগড়ি পড়া
বর বেড়ি করএ গমন ।
কালকেতুর বিবাহমঙ্গল
চৌদিকে হুলুই ধ্বনি   দেই জত নিতম্বিনী
হিবাবতীর মানস সফল ।
চৌদিকে দেউটি জলে   বসিল কুঞ্জর-ছালে
বন্ধুজন মেলি কুতূহলে
স্বস্তিবাক্য দ্বিজ করে   বরণ করিল বরে
বীরধড়ি ফটিক-কুণ্ডলে ।
বিরল করিয়া স্থান   জামাতার করে মান
প্রেমবতী ব্যাধের অবলা
শিবে দিয়া দুর্বা ধান   নিছিআ পেলিল পান
গলে তুলি[1] দিল ফুলমালা ।
চারিদিকে গীতনাটে   ফুল্লরা চড়িল পাটে
কুঞ্জরের ছাল মাঝে ধরে
চৌদিকে ব্যাধেব নারী   উচ্চস্বরে বলে হরি
ছামনী হইল কন্যাবরে ।
বাপেব পুণ্যের হেতু   আনন্দে সঞ্জয়কেতু
করে কুশে করে কন্যাদান
জৌতুক ধনুকখান   খর তিন গোটা বাণ
মূর্গাগুণ অঙ্গুলির তান ।
ঢেমচা বাজয়ে পড়া   দ্বিজ বান্ধে গ্রন্থচূড়া[2]
বরকন্যা দেখে অরুন্ধতী
বন্দিআ রোহিণী সোম   লাজহোনি কৈলা হোম
দুহেঁ কৈল্য অনলে প্রণতি ।
দুহেঁ প্রবেশিয়া ঘরে   মীনমাংস ভোগ করে
রাত্রি গেল কুসুমশয্যায়
সচিন্তিত ধর্মকেতু   কুটুম্ব জিজ্ঞাসা[3] হেতু
বেহাইকে মাগিল বিদায় ।
বৈবাহিক[4] চরণে পড়ি   বোবহার কৈল বড়ি
সাতনলা জাল আঠা ফান্দে

পাথরে আমানি ভরি দিল সঞ্জমের নারী
ফুল্লরারে কোলে করি কান্দে।
ইষ্টকুটুম্ব জাতি সঞ্জমের জত জ্ঞাতি
অভিলাষ পুরিল জৌতুকে
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
রাজা রঘুনাথের কৌতুকে ॥

৭৩

শ্বশুরে বিদায় করি আইল বীর নিজ পুরী
ফুল্লরা সহিত সবিনয়
শিরে দিয়া দুর্বা ধান নিছিয়া পেলিল পান
নিদয়া দিলেন জয়জয়।
ছায়ামণ্ডপের মাঝে ঢেমচা দগড়ি বাজে
বন্ধুজন দিলেন জৌতুকে
অন্নপানে কৈল সুখী পঞ্চদিন ঘরে রাখি
বিদায় দিলেন সকৌতুকে।
সম্বল আর্জনে বীর[১] কালকেতু মহাবীর
দেখি সুখী হইল ধর্মকেতু
নিদয়ার সুখ বড় গৃহকার্যে বধূ দড়
কুলযশ রক্ষণের হেতু।
জেই দিন জেমন পায় তাহা সে দিবসে খায়
ডেড়ি অন্ন না রাখে আগারে
তিন বাণ শরাসন বিনে আর নাঞি ধন
বাঁধা দিতে ধারে বা উধারে[২]।
প্রভাতে সঘন[৩] ত্বরা বধে খড়্গ মৃগ বরা
প্রতিদিন করএ মৃগয়া
পুত্র হইতে ধর্মকেতু নিচিন্দ[৪] সম্বল হেতু
আনন্দিত হৃদয়ে নিদয়া।
নিদয়া বসিল খাটে মাংস লইয়া জায় হাটে
অনুদিন বেচয়ে ফুল্লরা
সাম্বুড়ি জেমন ভনে তেনমত বেচে কিনে
শিরে কাঁধে মাংসের পসরা।
মাস বেচি আনয়ে কড়ি চালু লয়ে ডালি বড়ি
তৈল লোন আনয়ে বেসাতি।
সাক বাগ্যান কচু মুলা আঠ্যা থোড় কাঁচকলা
নানা সজ[৫] পুরিয়া লয়ে পাথী।
ফুল্লরা আইল ঘরে নিদয়া জিজ্ঞাসা করে
কহে বামা হাটের বিবরণ
আজ্ঞা নিদয়ার ধরে ফুল্লরা রন্ধন করে
আগে ধর্মকেতুর ভোজন।
তনয়ে বাগুরা জাল সমর্পিয়া বহুকাল
সুখে ভুঞ্জে কিরাতনন্দন।
খাওয়ায় ফুল্লরা বধূ খির খণ্ড দধি মধু
নিদয়ার সফল জীবন।
ব্যাধের উত্তম দৈব জে জন আছিল শৈব
সে হইল কোলের বংশধর
চিরদিন সাধুসঙ্গ বিপদ হইল ভঙ্গ
ধর্মকেতু চিন্তে পুরহর।
মুক্তিপদে দিয়া মন শিব ভাবে অনুক্ষণ
শুনে প্রভঞ্জন উপাখ্যান
ছায়া সঙ্গে ধর্মকেতু ভাবিলেন মুক্তি হেতু
বারাণসী করিল পয়ান।
দম্পত্যে লোটায়্যা কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে
মাসে মাসে পাঠান সম্বল
সুধন্য আরড়া স্থান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
দ্বিজরাজ প্রকাশে মঙ্গল ॥

৭৪

অনুদিন পশু বধে বীর মহাবল
কুরুরণে সেনা জেন বধে বৃহন্নল।
শুণ্ডে ধরি মাতঙ্গ গজ আছাড়িয়া মারে
দন্ত উপাড়িয়া বীর আনে বোঝাভারে।
চুবড়ি মুলাইয়া হাটে বেচয়ে ফুল্লরা
কৃষাণ জেন হাটে দেই মুলার পশরা।

সাঁজুড়িয়া পালে পালে আনয়ে চামরি
লেজ কাটি গছায় ফুল্লরা বরাবরি।
ফুল্লরা পসার করে নগরে চাতরে
হাণ্ডিয়া চামর বেচে চারি পণের দরে।
ভল্লুক সাঁভায় গাড়ে ভয়ে কম্পমান
তাড়িয়া মহিষ ধরি উপাড়ে বিষাণ।
সিঙ্গার পসরা করে ফুল্লরা বাজারে
পণমুলে সিঙ্গা-জোড় বেচে সিঙ্গাদারে।
যন্ত্র আড়ি বাঘ মারি ছড়্যা লয় ছাল
ব্যাঘ্রনখ খুদ দিয়া কীনয়ে ছাওয়াল।
হাটে বাঘছাল বেচে ফুল্লরা রূপসী
যত্নে কীনিঞা লয় কাপড়ি সন্যাসি।
সরভে সরভে ধরে টুসাইয়া মুণ্ডে
গণ্ডক বধিয়া কাণ্ডে খড়্গবলে ছিণ্ডে।
ফুল্লরা বেচয়ে খড়্গ দরে এক পণ
ব্রাহ্মণ সজ্জন লয় করিতে তর্পণ।
বনে গিয়া জাল আড়ি ঝাড়ে মারে বাড়ী
জালে পড়ে ছোট পশু পাই তাড়াতাড়ি।
সসারু হরিণ বরা লতাপাশে বান্ধে
ঘর আইসে মহাবীর ভার করি কান্ধে।
ফুল্লরা বীরের তরে কর্য়াছে রন্ধন
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৭৫

ঘরে হইতে ফুল্লরা বীরের পাইল সাড়া
সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণের ছড়া।
মোকা নারিকেলেতে পুরিয়া দিল জল
ঝাট[১] জল দিয়া কৈল ভোজনের স্থল।
পাখালিল মহাবীর পদ পাণি মুখ
ভোজন করিতে বৈসে মনের কৌতুক।
সম্ভ্রমে ফুল্লরা পাতে মাটিআ পাথরা '
বেঞ্জনের তরে দিল নৌতুন খাপরা।

মুচুড়িয়া গোফ দুটা বান্ধে নিঞা ঘাড়ে
এক শ্বাসে তিন হাণ্ডি আমানী উজাড়ে।
চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ-জাউ
সুপ ছয় হাঁড়ি তায় মিসাইয়া লাউ।
বুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া
সারি-কচু ঘণ্টে মিশা[২] করঞ্জা[৩] আমড়া।
অন্ন খাইয়া মহাবীর জায়ারে জিজ্ঞাসে
রন্ধন কর্য়াছ ভাল আর কীছু আছে।
আনিঞাছি হরিণ দিয়া দধি এক জাড়ি
তাহা দিয়া খাও বীর ভাত তিন হাঁড়ি।
শয়ন কুচ্ছিত বীরের ভোজন বিট্‌কাল
ছোট গ্রাস তোলে বীর জেন হাড়িয়া[৪] তাল।
ভোজনসময়ে গলা করে ঘড়ঘড়
কাপড় উষাষ করে জেন মরাই-বড়।
ভোজন করিয়া সাঙ্গ কৈল আঁচমনে
নিশাকাল হৈল বীর রহিল শয়নে।
ওথা বার দিয়াছে গিরিশিখরে কেশরী
ছোট বড় পশু জায় করিতে গোহারি।
কাঁন্দে গজঘটা রায়ে নিবেদিএ দুঃখ
তোমা সেবি দশনবর্জিত হৈল মুখ।
মহিষ আইল মুণ্ডে গলয়ে রুধির
কহেন এতেক দুঃখ দেই মহাবীর।
আর্দাস করএ জত চামরির ঘটা
ভাবয়ে বিষাদ নেজ সভাকার কাটা।
গণ্ডা বলয়ে আমি বড় দুঃখ পাই
খড়্গের জ্বালায় মোর মইল দুটি ভাই।
কপি বলে রায় মোর করম বিশংস[৫]
কালকেতু ঠেঠারে বেচিল মোর বংশ।
বারাসিঙ্গা তুলারু ঘোড়ারু ঢোলকান
ধরণি লোটাইয়া কান্দে করি অভিমান।
করিল নিধন কালকেতু পরিবার
বিফল জনম মাতা মৃত সুত দার।
রাণ্ড হইয়া হরিণী কান্দয়ে উভরায়
পতিসুখহীন হইনু জিতে না জুয়ায়।

পশুর ক্রন্দন শুনি রাজা পঞ্চানন
এমন সময় প্রজা করে নিবেদন।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৭৬

সুন সুন রায় করিহে বিদায়
ছাড়িব তোমার বন
পাত্র অধিকারী না সুনে গোহারি
বিপাকে তেজি জীবন।
রানীগণ সঙ্গে থাক নানা রঙ্গে
না কর দেশের বিচার
একা কালকেতু পশুবধ হেতু
নিত্য পাড়ে মহামার।
একা মহাবীর লই তিন তির
কুলিতা কাঠের ধনু
পশুগণে কাল নিত্য পাতে জাল
ধায় রথে জেন ভানু।
ভুবনে বিখ্যাত মোর প্রাণনাথ
কালকেতু মাইল বাণে
দুটি আছে পো তারে মায়া মো
না গেনু পতির সনে।
রূপ গুণ জুত মোর এই সুত
কালকেতু কৈল বধ
হাট নিরমিনু বেসাইতে না পাইনু
হরিল বিধি সম্পদ।
তোমার কিঙ্করে বধে ছার নরে
মনে নাঞি বাস লাজ
যদি পশুগণ না কর রক্ষণ
কেন হৈলে মৃগরাজ।
রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজ্ঞান
তাঁর সভাসদ রচি চারু পদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥

৭৭

পশুর ক্রন্দন শুনি রাজা পঞ্চানন
কোটাল কোটাল ডাক ছাড়ে ঘনঘন।
আসিয়া কোটাল নৃপে দিল দরশন
ভয়ে কম্পমান তনু মুদিত লোচন।
পশু মধ্যে তোমারে দেখিয়ে বড় লোক
রায়বার তোমারে করিল আমি কোক।
পশুগণে এক নর দেই মনব্যথা
ভালমন্দ নাঞি দিস দেশের বারতা।
আজী কালী যদি না দেখাও মহাবীর
খড়্গেতে কাটিয়া তোরে করিব দুই চির।
সেই নিশা গেল তবে হইল প্রভাত
পাত্র মিত্র সঙ্গে যুক্তি কৈল পশুনাথ।
কোক শার্দূল আগে দুই সেনাপতি
দক্ষিণে ধাইল তারা যেন বায়ুগতি।
গণ্ডক বারণ মহিষ তিন সেনাপতি
পশ্চিমে ধাইল তারা জেন মেঘগতি।
এমন সময় গণ্ডা দিলেন উত্তর
তোমারে উচিত নয় নরের সমর।
নরের সনে রণ রায় বড় পাইবে লাজ
শুনিঞা হাসিব সব দেশের সমাঝ।
এমত[১] শুনিঞা সিংহ গণ্ডার ভারতী
সমর করিতে তারে দিল অনুমতি।
চন্দনতরুর তলে ঢালিলেন গা
চামরি ঢুলায় শ্বেত চামরের বা।
চারিদিগে চর পাঠাইল সাবধান
শুভক্ষণে কালকেতু করিল পয়ান।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৭৮

প্রভাতে উঠিযা বীর পবে বাঙা ধড়া
ধনুকে তুলিয। দিল মুবগার চডা ।
জালদাডি বান্ধিযা বঞ্জিত কৈল কেশ
বাঙা ধুলা মাখিযা গাযেব কৈল বেশ ।
প্রণাম কবিযা বীব চণ্ডীব চবণে
শুভক্ষণে প্রবেশ কবিল গিযা বনে ।
কাননে থাকিযা বাঘা দেখে মহাবীব
সাড়া মাবিযা বাঘা আইসে ধীরে ধীব ।
চিবদিন বোষে বাঘা হইযা দুনু তনু
লাফ দিযা বাঘা সে বীবেব ধবে ধনু ।
বজ্র মুটকি বীব মাবে তাব মুণ্ডে
ঝলকে ঝলকে বক্ত পডে তাব তুণ্ডে ।
বজ্র মুটকি বীব মাবে তাব শিবে
একু ঘাএ সেই বাঘা তেজিল শবীরে ।
বাঘ পডিল বণে হৈল বড শোক
বাজস্থানে বার্তা দিতে চলিলেন কোক ।
অভযাব চবণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গীত ।।

৭৯

শুনিযা কোকেব মুখে বাদেব মবণ
কোপে সিংহবাজ চলে কবিবারে বণ ।
নেঙ্গুড় বাহুলায সিংহ মাথাব উপব
কলার বালুড়ি যেন কম্পিত কেশর ।
পশুবাজ সনে বীব জুঝে কালকেতু
দেবাসুবে বণ জেন হৈল সুধা হেতু ।
ধাইল কুঞ্জবৰব বড়ই দুবন্ত
মহাবীবেব গাযে আসি ঠেকাইল দন্ত ।
খব টাঙ্গি ধবি বীব কাটে কবিমুণ্ড
বালকে যেমন কাটে ইক্ষুর দণ্ড ।
পড়িল সকল সেনা দেখে পশুপতি
ধাইল সমরতলে সমীরণগতি ।
দশনখে আঁচড়ে বীবের কলেবর
শোণিত বীবের অঙ্গে পড়ে ঝরঝর ।
দেবীব বাহন সিংহ বিশালদশন
কালকেতু চড় চাপড়ে কবে বণ ।
বজ্র মুঠকি বীব মাবে তাব মুখে
দন্ত ভাঙ্গি বক্ত পড়ে ঝলকে ঝলকে ।
বণ ছাড়ি সিংহ পালায তড়বড়ি
পাছু মহাবীব মারে ধনুকেব বাড়ি ।
ধনুকেব বাড়ি খাইযা সিংহ নাঞি ফিবে
নেঙ্গুড় লোটায তাব ধরণি উপবে ।
দেবীব বাহন বল্যা নাহি মাবে বীব
তৃষায আকুল হৈযা পান কবে নীব ।
সেইদিন মহাবীব কবিল পযান
অভযামঙ্গল কবিকঙ্কণ গান ॥

৮০

প্রভাতে পবিযা ধড়া 		শবাসনে দিযা চড়া
খবখুব কাছে তিন বাণ
শিবে বান্ধে জালদড়ি 		কানে ফটিকের কড়ি
মহাবনে কবিল পযান ।
দূবে হৈতে দেখে চব 		কহে সিংহ বরাবর
কালকেতু ঐ আইসে বনে
দুই পাশে বীরসঙ্গ 		পথে আগুলিল সিংহ
দুইজনে করে মহারণে ।
কেশবী বীবেতে রণ 		চমকিত দেবগণ
ভূমিকম্প দুহাঁর গর্জনে
নাহি সিংহ বলে টুটে 		অস্ত্র নাঞি গায ফুটে
ঝড় বহে নিশ্বাসপবনে ।
মুখ মেলে জেন দবী 		নখর আকৃতি-ছুরি
গোফ দুটা লাগ্যাছে শ্রবণে

দশনের কড়মড়ি   জেন ঢাকে পড়ে বাড়ি
কেতু-তারা উভয় লোচনে।
কাঁপায়ে উন্মত্ত সটা   ব্যোম ছাড়ে মেঘঘটা
জেন ফিরে বিজুলি-সঞ্চরে
ধায় অতি শীঘ্রগতি   নখে আঁচড়িল ক্ষিতি
ক্ষেণে ভূম্যে ক্ষেণেক অম্বরে।
অসমসাহস বালা   ডাহিনে মাতঙ্গ-মেলা
বামে বাঘ সরভ ভল্লুক
দুরন্ত সভার মুখে   অন্তরে পরান কাঁপে
দেখিয়া বীরের সেই মুখ।
ঘন তোলা দেই গোঁফে   পেলিয়া পট্টিশ লোফে
আগলয়ে সিংহের সরণি
ধাইতে বীরের দাপে   ভয়ে বসুমতী কাঁপে
ধুলায় লুকায় দিনমণি।
মার মার বীর ডাকে   বাণ এড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
সঘনে বাজায় জয়শঙ্খ
মহাবীর ছাড়ে গুলি   শ্রবণে লাগয়ে তালি
দেবপুরে হইল আতঙ্ক।
গগনে উঠিয়া দাপে   বীরকে কেশরী ঝাঁপে
হানিতে চাপড় চায় বুকে
উড়িয়া মহিসা ঢালে   সিংহের হানিল ভালে
দারুণ মুঠকি মারে মুখে।
সিংহ বড় রণে দড়   বীরকে মারিল চড়
লাফ দিয়া উঠিল গগনে
পড়িতে বীরের গায়   ঢালে লুকাইয়া জায়
সিংহ রহে চাপিয়া চরণে।
বীর পরাক্রমে নাহি টুটে   কেশরী ঠেলিয়া উঠে
জেন খিতি উদয় তপন
ধাইয়া রণের মাঝে   সিংহের ধরিল লেঞ্জে
সর্প ধরে গরুড় জেমন।
নেঞ্জে ধরি দেই পাক   সিংহ জেন ফিরে চাক
তথাপি সিংহের বড় বল
তুলিয়া আছাড়ে ভুঞে   শোণিত[1] নিকলে মুঞে
দুই অঙ্গে বহে ঘর্মজল।

পিছে মারি ধনু বাড়ি   লইয়া জায় তাড়াতাড়ি
ভল্লুক প্রবেশ করে গাড়ে
সরভ পালাইয়া জায়   বীর ধরে পাছু পায়
পাক দিয়া তুলিয়া কাছাড়ে[2]।
মাথায় লেঙ্গুল তুলি   বাঘ আইলে মুখ মেলি
বাকসনা ফুল জেন দাড়া
পেলিয়া মারিয়া টাঙ্গি   বাঘের দশন ভাঙ্গি
লেঞ্জে ধরি দিল পাকনাড়া।
ভঙ্গ দিল পশুগণ   সিংহ প্রবেশিল রণ
মনে ভাবে লাজের পাক্যালা
কপাল বিশাল পাটা   গগনে লাগ্যাছে ছটা
মুলার সমান দন্তগুলা।
সিংহ চাহে কোপদৃষ্টে   বীরের আচড়ে পিষ্টে
কবচ করিল ছারখার
বীর জমধর ধরে   দুই বীরে যুদ্ধ করে
অঙ্গে বহে শোণিতের ধার।
দুই বীরে কসাকসি   জেন জুঝে রাহু শশী
প্রখর নখর জমধর
ঠেকিয়া বীরের অঙ্গে   সিংহের নখর ভঙ্গে
অঙ্গ জেন জাঁতেন কিঙ্কর[3]।
বীর আঁকাড়ি করিয়া আটি   ভাঙ্গিল পাঁজরকাঠি
কৃপায় ছাড়িল মহাবীরে
সিংহ কমর কাছিয়া জায়   ঘন পাছু পানে চায়
ত্রাসে পিয়ে সরোবরনীর
কালকেতু রণজিতা   আনন্দে সরসচিতা
গেলা বীর নিজ নিকেতন
হারুয়া জেও পশুগণ   নিল সিংহের শবণ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

৮১

দেবীর বাহন বলি নাঞি মারে বীর
তৃষায় আকুল হইয়া পান কৈল নীর।
ত্রাসে পালায় গণ্ডা শার্দুল কুরঙ্গ
সরভ ভল্লুক কোক মহিষ দিল ভঙ্গ।

পশুগণ ধায় ভুঞে নাহি পড়ে পা
বড় হ্রদে হাতি গিয়া লুকাইল গা।
বায় ভর করি ধায় তুলারু ঘোড়ারু
উভকান করি ধায় আহড়ে সসারু।
কিচক কণ্টক বনে লুকায় সজারু
ভুমে লেঞ্জ লোটাইয়া ধায় বনগরু।
নকুল শেয়াল গাড়ে লুকাইল জম্বুকি
আহড়ে বিহড়ে কপি মারে ঝাকিঝুকি[১]।
সব পশু উপনীত তমাল-তরুমূলে
প্রদক্ষিণ নমস্কার বেড়িয়া দেউলে।
দেউলের চারিদিকে করএ রোদন
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৮২

কান্দে সিংহ আদি পশু সঙরি অভয়া
অপরাধ বিনে মাতা দূর কৈলে দয়া।
ভালে টিকা দিয়া মাতা কৈলে মৃগরাজ
করিব তোমার সেবা রাজ্যে নাহি কাজ।
সুখে রাজ্য করিতে আক্ষটি হইল কাল
কেন হেন দিলে মাতা বিষম জঞ্জাল।
প্রাণের দোসর ভাই গেল পরলোক
উদরের জ্বালা আর সোদরের শোক।
হাতে গলে দড়ি দিয়া বান্ধে দুই তোক[১]
গড়াগড়ি দিয়া কান্দে রায়বার কোক।
দয়াময়ী[২] পার কর অপার সংসার
তোমা সঙরণে গো বিপদ প্রতিকার।
উইচারা খাই পশু নাম ভল্লুক
নিউগি চউধরি নহি না করি তালুক।
সাত পুত্র মারিলেক বান্ধি জালপাশে
সবংশে মজিলাঙ মাতা তোমার আশ্বাসে।
প্রতিদিন মহাভয় বীরের তরাসে
মাগু মৈল পুত্র মৈল দুটি নাতি শেষে।
কান্দেরে ভল্লুক বুড়া করি আত্মঘাতি
জরা-কালে হৈল মোর এতেক দুর্গতি।
বরাটা চুচুড়া[৩] মুথা আমার ভক্ষণ
কার হিংসা নাহি করি নাহি প্রয়োজন।
ধরণী লোটাইয়া কান্দে বীর আদা-বরা
অরুণ লোচনযুগে বহে জলধারা।
সশুর সাশুড়ি মৈল দেওর ভাসুর
পতি মইল রতিসুখ বিধি কৈল দূর।
ছিল অভাগির এক পেটরাড় পো
পাসরিব কেমতে তাহার মায়া মো।
ধূলায় ধূসর হইয়া কান্দএ বাঘিনী
মিছা বর দিয়া মাতা বধ কৈলে কেনি।
শ্যামলসুন্দর প্রভু কমললোচন
ভুরু কামধনু রূপ মদনমোহন।
কানন করএ আল কপালের চান্দে
সোঙরি তাহার তনু প্রাণ মোর কান্দে।
হস্তী বলে অতি বড় মোর কলেবর
লুকাইতে স্থল নাহি বীরের গোচর।
কি করি কোথায়ে জাই কোথা গেলে তরি
আপনার দন্তদুটা আপনার অরি।
শুণ্ডে ধরি মহাবীর উপাড়ে দশন
এত অপমান মাতা সহে কোন জন।
হুক হুক রবে কান্দে বনের মর্কট
মিরাসে নাহিক কাজ বীর সনে হট।
বৃদ্ধপিতামহ ছিল রাম-সেনাপতি
সাগর লঙ্ঘিয়া আইল গগনে পদাতি।
কি মোর দারুণ বিধি লিখিল কপালে
সাত পুত্র ধরি বীর বাঁধে ফাঁদ-জালে।
বারসিঙ্গা তুলারু ঘোড়ারু ঢোলকান
ধরণী লোটাইয়া কান্দে করি অভিমান।
কেনি হেন জর্ম বিধি দিল পাপবংশে
হরিণ ভুবনবৈরি আপনার মাঁসে।
হেকুচি করিয়া কান্দে সজারু সসারু
দুঃখ না ঘুচিল মা সেবি কপ্পতরু।

গাড়ের ভিতর থাকি লুকাবারে জানি
কি করি উপায় বীর গাড়ে দেই পানি ।
চারি পুত্র মৈল মোর আর দুটি ঝি
মাগু মৈল তথি বুড়া জিয়া কাজ কী ।
কান্দে নকুল সুত-দারার হাব্যাসে
সংশে মজিলাঙ মাতা তোমার আশ্বাসে ।
পশুগণ সঙরে ওথা চণ্ডীর চরণ
ধ্যানে জানিল মাতা পশুর রোদন ।
পদ্মারে জিজ্ঞাসি দেবী নিলেন আরতি
পশুগণে রক্ষিতে উরিলা ভগবতী ।
বলে পদ্মাবতী মাতা চলহ তুরিত
বিজুবনে গিয়া মাতা পশুর কর হিত ।
উপনীত দেবী জথা পশুর সমাজ
লজ্জায় মলিন হইয়া বলে মৃগরাজ ।
আনের সেবক হইলে সর্বলোকে তরি
তোমার সেবক হইয়া বিপাকেত মরি ।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৮৩

চণ্ডী জিজ্ঞাসেন পশুগণে

একা বীর কালকেতু পশুবধের হেতু
প্রতিদিন আইসে এই বনে ।
বলে বীর মৃগরাজ নিবেদিতে বাসি লাজ
কালকেতু ভাঙ্গিল দশন
দয়া কর কৃপাময়ী তোমার বাহন হই
রাজ্যে মোর নাহি প্রয়োজন ।
বাঘিনী বলেন কথা কালকেতু দিল বেথা
স্বামীরে বধিল একবাণে
দুইটি আছিল পো তারে বড় মায়া মো
কালকেতু বধিল পরাণে ।
কান্দিয়া মহিষী কয় নিবেদিতে বাসি ভয়
কালকেতু লাগিল বিবাদে

হই গো তোমার দাস বনে খাই পানি ঘাস
বধ করে বিনি অপরাধে ।
ভূমে লোটাইয়া মাথা কহে গজ দুঃখকথা
দন্ত দুটা হইল পাপ-হেতু
একবাণে করি অন্ত টাঙ্গি দিয়া কাটে দন্ত
হাটে নিঞা বেচে কালকেতু ।
নিবেদন করে গণ্ডা নাহি করি বিদণ্ডা
বন মাঝে করি গো নিবাস
কার হিংসা নাহি করি কালকেতু হইল অরি
প্রতিদিন পাই গো তরাস ।
কপি বলে শুন মা আমার জতেক ছা
ঠুঠাবে বেচিল মহাবীর
হেন মোর লএ মন তেজিব মিরাস বন
প্রাণ দিব প্রবেশিয়া নীর ।
মৃগ-আদি পশুগণ সভে কইল নিবেদন
অভয় দিলেন মহামায়া
ব্রাহ্মণভূমের পতি রঘুনাথ নরপতি
জয়চণ্ডী তাঁরে করা দয়া ॥

৮৪

পশুর শুনিয়া কথা হৃদয়ে ভাবিয়া ব্যথা
চণ্ডী জিজ্ঞাসেন পশুগণে
লাজে করি হেট মাথা কহে পশু দুঃখকথা
একে একে চণ্ডীর চরণে ।
সিংহ তুমি মহাতেজা পশুমধ্যে তুমি রাজা
তোর নখে পাষাণ বিদরে
শুনিয়া তোমার রা কাঁপয়ে সকল গা
কি কারণে ভয় কর নরে ।
বীর খেত্রি অদ্ভুত দোসর যমের দূত
সমরে রহাএ রবিরথ
দেখিয়া বীরের ঠান ভয়ে প্রাণ কম্পমান
পালাইতে নাঞি দেখি পথ ।

আদি-ক্ষেত্রি তুমি বাঘ কে তোমার পায় লাগ
পবন জিনিতে পার জোরে
নখ তোর হীরাধার দশন বজ্রের সার
ভয় কেন কর তুমি নরে।
যদি গো নিকটে পাই ঘাড় ভাঙ্গি রক্ত খাই
কি করিতে পারি আমি দূরে
ব্যর্থ নহে তার বাণ একবাণে লয় প্রাণ
দেখি বীর প্রাণ কাঁপে ডরে।
পশুমধ্যে তুমি গণ্ডা তোমার উত্তম পণ্ডা[১]
বিরোধ না কর কার সনে
তুমি যদি মন কর পর্বত চিবিতে পার
নরে ভয় কর কী কারণে।
কালকেতু মহাবীর দূরে হইতে মারে তির
খড়্গেতে করিবে তার কি[২]
পশুর রোদন-ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
তোমার পুণ্যের ফলে জি ॥

৮৫

পশুর গোহারি শুনি সর্বমঙ্গলা
আশ্বাস করিয়া সিংহে দিলা কণ্ঠমালা।
আজি হইতে মনে কিছু না করিহ ভয়
না বধিব মহাবীর বলিল নিশ্চয়।
পশুগণে বর দিআ উপায় চিন্তিলা
ততক্ষণে সুবর্ণ-গোধিকারূপ হইলা।
প্রভাত হইল বীর চলিল কাননে
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণে ভনে ॥

৮৬

বীর প্রভাতে পরিয়া ধড়া শরাসনে দিয়া চড়া
খরখুর কাছে[১] তিন বাণ
শিরে বান্ধে জালদড়ি কানে ফটিকের কড়ি
মহাবনে করিল পয়ান।
দেখে কালকেতু সুমঙ্গল
দক্ষিণে গণিকা দ্বিজ বিকশিত সরসিজ
বাঁয়ে শিবা পূর্ণ ঘটে জল।
চৌদিকে হুলুই ধ্বনি কেহ জ্বালে গৃহ মনি[২]
দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী
দেখিল বুচিরতনু বৎস সহিত ধেনু
পুরাঙ্গনা দেই জয়ধ্বনি।
দুর্বা ধান্য কুন্দমালা হিরা নিলা মুতি পলা
বামভাগে বার-নিতম্বিনী
মৃদঙ্গ মন্দিরা বায কেহো নাচে কেহো গায়
শুনে বীর হরি হরি ধ্বনি।
দেখি বীর সুললিত আনন্দে সুরসচিত
প্রবেশ করিল বন-আগে
দেখিল বুচিরতনু রূপে জিনি হেমভানু
সুবর্ণ-গোধিকা বাম[৩] ভাগে।
সুবর্ণ-গোধিকা দেখি চিত্তে বীর হইলা দুখী
অযাত্রিক পাপ দরশন
দেখিল মঙ্গল জত সকলি হইল হত
বিধি মোরে কৈল বিড়ম্বন।
গোধিকা যাত্রিক নয় সকল পুরাণে[৪] কয়
কূর্ম গণ্ডা শশক সৈলক
কৃপা কর গুণধাম কমললোচন রাম
তব নাম দুঃখনিবারক[৫]।
যদি বা মারিয়া বাণ গোধিকার লই প্রাণ
না ছুঁইব দিনমুখ-কালে
যদি মৃগ পাই আমি জানিব দেবতা তুমি
নহে তোমা পোড়াব আনলে।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৮৭

কাননে প্রবেশে বীর গায়ে সানা[১] তিন তির
ঘন ঘন গোফে দেই তার
পাতিয়া বাগুরা-দড়া আগলে বনের সূড়া
কাননে করিল মহামার।
হাতে গণ্ডি ফিরে কালকেতু
জাল-ফাঁদ বনে আড়ি ঝোপে ঝাড়ে মারে বাড়ি
মৃগবধ করিবার হেতু।
ধাইয়া পর্বতে চড়ে নেহালয় ঝোপ ঝাড়ে
দরী গিরি শিখরি কানন
ধায় মৃগ-অনুপদি ঘাম অঙ্গে বহে নদী
বেগবাতে কাঁপে তরুগণ।
নিকুঞ্জ ভাঙ্গিয়া দণ্ডে আহড় বিহড়ে ঢুণ্ডে
ঝাউ ঝিটি ঝাকনা গহন
চৌদিকে নেহালে আঁখি বাসা আছে নাহি পাখী
সন্তাপে বীরের পোড়ে মন।
দেখি বীর খুরনখ না চলে লোচনপথ
আছে মৃগ দেখিতে না পায়
দৈন্য শোক দুঃখ খণ্ডি কৃপাদৃষ্টি দিলা চণ্ডী
মৃগ পাখি হইল লুকিকায়।
শুখান কানন দেখি কাষ্ঠে কাষ্ঠে তুলি শিখি
পোড়ে উলু কাস্যা বেনা বন
সব শোক দুঃখ খণ্ডি বনে দেখা দিলা চণ্ডী
মায়ামৃগী রূপে ততক্ষণ।
নিশি দিশি তুয়া সেবি রচিল মুকুন্দ কবি
নৌতন মঙ্গল অভিলাষে
উর গো কবির কামে দয়া কর শিবরামে
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে ॥

৮৮

এ পাপ দারুণ মৃগ পবন জিনিঞা বেগ
মোরে বিড়ম্বিতে কৈলা বিধি
জেন রাম বিড়ম্বিতে আইল কাননপথে
মারীচ জেমন মায়ানিধি।
গাএ রত্ন প্রচুর রজতের চারি খুর
হেমময় উভয় বিষাণ
ইহার বেগের কথা উপামা জে দিব কোথা
গণিতে না পারে হনুমান।
বদরি ফলের তুল্য নাসা-আগে অমূল্য
তাহাতে মুকুতা লম্বমান
কণ্ঠে কনকহার হিরায় গাথনি তার
কার সঙ্গে দিব বা[১] উপাম।
হেন মোর লয় মনে পুসিয়াছে কোন জনে
এই হরিণী অভিলাষে
লইয়া জে নামা[২] ধন বিপাকে আইল বন
আমার দুঃখের অবশেষে।
এই মৃগ জবে ধরি বেচিয়া সম্বল করি
ফুল্লরা পরিব মৃগছাল
মণি মাণিক্য প্রভৃত হেমময় মরকত
পাইলে ঘুচিব দুঃখজাল।
হেমময় মৃগ দেখি হেন আমি মনে লখি
ধন মোরে মিলিল প্রচুর
আমি যদি মন করি পবন ধরিতে পারি
হরিণী পালাব কত দূর।
বীর পুলকে দ্বিগুণতনু পেলিয়া লোফএ ধনু
ঘন ঘন গোফে দেই তোলা
দিয়া ধনুটঙ্কার বীর ছাড়ে হুহুঙ্কার
শরীরে মাখএ রাঙ্গা ধূলা।
মৃগ ক্ষণে ক্ষণে ভুমে পড়ে ক্ষেণে ক্ষেণে ধায় রড়ে
মৃগ দেখি নাহি দেখি ছায়া
ক্ষেণেক তাণ্ডব করে ক্ষেণে চক্র জেন ফিরে
মৃগ নহে জেন দেবমায়া।
মৃগের দেখিয়া মুখ কালকেতু ভাবে দুখ
না করিতে পারিল সন্ধান
আকর্ণ পুরিতে[৩] শর কোথা গেল মৃগবর
দূর গেল বীর-অভিমান।
আমারে না করে ভয় ক্ষণে জায় ক্ষেণে রয়
যদি বাণ না করি সন্ধান

বাচাড়ী ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৮৯

অদ্ভুত মায়ামৃগ দেখি মহাবীর
গুণহীন করি ধনু সম্বরিল তির।
কংসনদ জলে বীর কৈল স্নানদান
তৃষায় আকুল বীর করে জলপান।
পথে জাইতে মহাবীর খায় বনফল
মলিনবদনে চিন্তে ঘরের সম্বল।
দুঃখিনী ফুল্লরা মোর আছে প্রতিয়াসে
কি বলিব[১] গিয়া আমি ফুল্লরার পাশে।
তৈল লবণের কড়ি ধারি দেড় বুড়ি
সশুরঘরের ধান্য ধারি দুই আড়ি।
কিরাত পাড়ায় বসি না মিলে উধার
হেন বন্ধুজন নাহি কেহ সএ ভার।
বিষম উদরের জ্বালা মহাবীরে লাগে
এক চক্ষে নিদ্রা যায় আর চক্ষে জাগে।
এথাই নরক স্বর্গ[২] সুনি ভাগবতে
নরক ভুঞ্জিতে কালু আইল মরতে।
সুকৃতি পুরুষ জিএ সুখভোগ হেতু
দুঃখভোগ করিবারে জিএ কালকেতু।
ধড়ার আঁচলে পোছে[৩] নয়ানের নীর
কাঞ্চন-গোধিকা পুন দেখে মহাবীর।
গোধিকা দেখিয়া বীর করিছে তর্জন
তোমারে পোড়ায়্যা[৪] আজি করিব ভক্ষণ।
যাত্রার সময় দেখিয়াছি তোর মুখ
বনে বনে বেড়াইয়া পাইয়াছি বড় দুঃখ।
জত দুঃখ পাইল আমি বনে বেড়াইয়া
নেউল বদলে তোমা খাব পোড়াইয়া।
এমন বিচার বীর মনেত ভাবিয়া
বাঁধিল গোধিক্য বীর জালদড়ি দিয়া।
চারি পায় বান্ধি তারে পেলিল[৫] ধনুকে
অভয়া নাম্বিল উর্দ্ধপুচ্ছ হেট মুখে।
ধনুকের হুলে হেম-গোধিকা বান্ধিয়া[৬]
ঘরেরে[৭] চলিল বীর বিষাদ ভাবিয়া।
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

৯০

ধনুকে চিন্তেন চণ্ডী হইয়া লম্বমান
ব্যাধকে আইলাঙ ভাল দিতে বরদান।
জেই কালে জন্মিলাঙ যশোদা জঠরে
কৃষ্ণ হেতু পড়িলাঙ পাপ কংস করে[১]
সাবিলাঙ অনেক যত্নে শিলায় নিপাত
এড়াইতে নারিলাঙ আক্ষটির হাত।
উদ্‌জোগ করিল কংস করিতে নিধন
কৃষ্ণের করিল দূর দারুণ বন্ধন।
এই ভয় হেতু কৈল গগনে নিবাস
জালের বন্ধনে বড় গুনিল[২] তরাস।
দেবগণে পূজা নিতে করিল সন্ধান
বীরের বন্ধনে বড় পাইল অপমান।
কিছু[৩] এক হৃদয়ে লাগয়ে বড় ডর
অপমান কথা পাছে শুনেন শঙ্কর।
সুরপতি জারে নিতি পূজে বিধিমতে
হেন জন বন্দি হইলা আক্ষটির হাথে।
গোধিকা হইয়া আমি কৈল কোন কাজ
দুঃখের উপরে দুঃখ বড় পাইল লাজ।
গোধিকা লইয়া গেল আপনার বাসা
গোধিকার না ঘুচিল বন্ধনের দশা।
গোধিকা চুপড়ি ঢাকি চাপিল পাষাণে
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণ ভনে ॥

৯১

ফুল্লরা নাহিক বাসে আক্ষটি অন্নের আশে
পড়সিরে[১] জিজ্ঞাসে বারতা
পড়শি বীরেরে বলে গোলাহাটে বীর চলে
দূরে হইতে দেখয়ে বনিতা।
বীরে দেখি শূন্যপাণি কপালে আঘাত হানি
করে রামা দেব স্মঙরন
বিধাতা আমারে দণ্ডী জিয়ন্ত ভাতারে রাণ্ডী
কৈল দৈবে দুঃখের ভাজন।
কপালে আঘাত হানি কান্দে ব্যাধনন্দিনী
নিশ্বাসে মলিন মুখচান্দে
দারুণ দৈবের গতি সকলে দারিদ্র পতি
পড়িনু সম্বলচিন্তা ফাঁদে।
অন্ন বস্ত্র নাহি ঘরে বিভা দিল হেন বরে
কর্ণবেদ জাত্যের বেভারে
হরিদ্রা চন্দন চুয়া কুমকুম কস্তুরি গুয়া
পাইয়াছিলাঙ বিভার বাসরে।
ফুল্লরা করুণ[২] ভাষে আল্য বীর সকাশে[৩]
প্রিয়ভাষে বলেন বচন
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

সইকে দেহ গিয়া তণ্ডুলের[৪] ভার
তোমার বদলে আমি করিব পসার।
গোধিকারে বাঁন্ধিআছি রাখি জালদড়া
ছাল খসাইয়া[৫] প্রিয়ে কর্য়া সিকপোড়া।
সম্ভ্রমে ফুল্লরা গেল সইয়ের দুয়ার
সেআড়ি ভেট দিয়া সয়ে কৈল নমস্কার।
আইস আইস[৬] বলিয়া ডাঁকেন তাঁরে সই
দেখিতে লাগয়ে সাদ এতদিন বই।
বিধাতা করিল মোরে দারিদ্রের কান্তা
চারি প্রহর করি সই উদরের চিন্তা।
শিরে তৈল দিয়া তাঁর বান্ধিল কবরী
সরস সিন্দুর ভালে দিল সহচরী।
আঁচল ভরিয়া সই দিল খই মুড়ি
চাপিয়া বসিল দোঁহে চৌখণ্ডি[৮] পিড়ি।
ফুল্লরা দুকাঠা চালু মাগিল উধার
কালি দিহ[৯] বল্যা সই কৈল অঙ্গিকার।
আইসহ প্রাণের সই বৈস গো বহিনি
মোর মাথে গোটা কথো দেখহ উঁকিনি।
দুই সয়ে কথায় মজিয়া গেল চিত
ভগবতী লইআ কীছু শুনিব[১০] সঙ্গীত।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

৯২

ফুল্লরা বলেন বাসি মাংস না বিকায়
আজি মহাবীর ঘল সম্বল উপায়।
আছয়ে তোমার সই বিমলার মাতা
সেআড়ি লইয়া ভেট[১] জাহ তুমি[২] তথা।
খুদ কিছু ধার নিহ সয়োর ভবনে
কাঁচড়া খুদের কাঁজি রান্ধিবে জতনে।
রান্ধিবে মুড়্যাতি[৩] সাক হাঁড়ী দুই তিন
লবণের তরে চারি কড়া কর্য়া রিন।

৯৩

হুঙ্কারে ছিঁড়িয়া দড়ি পরিয়া পাটের সাড়ি
সোল বৎসরের হইল রামা
খঞ্জনগঞ্জন আখি অকলঙ্ক-শশিমুখী
কেবা দিতে পারে রূপে সীমা।
চারু বলিত ভুজে কনক-কঙ্কণ সাজে
মণিময় কাঞ্চন-নূপুর
বিমল অঙ্গের আভা কোটি চান্দ মুখশোভা
রবির কিরণ করে দূর।

...ধলিবলিত মাঝে সুবর্ণ-কিঙ্কিণী সাজে
উরুযুগ রম্ভাব সমান
...নিতে কুঞ্জবকুম্ভ কুচযুগ কবে দম্ভ
কিবা দিব বৃপেব উপাম ।
...ল নযানকোণে মদন এডিয়া টোনে
কাজল গবলজুত শব
...কিলকেশেব অন্ত শোভযে মদন-কুন্ত
কববিযে শোভিত কেশব ।
...ঙ্গে চন্দনপঙ্ক অঙ্গদ বলয়া শঙ্খ
বাহুবিভূষণ সুশোভন
...কণ অঙ্গুলি ভবি মানিকেব অঙ্গুবি
দন্তবুচি ভুবনমোহন ।
...চন্দ্র অনুপাম বিন্দু বিন্দু শোভে ঘাম
সিন্দুব তিলক তিমিবাবি
...বিম্বক জুতি তাম্বুলেব বস তথি
নাসায মাণিক্য মনুহাবি ।
...এ নানা অভবণে অবশেষে পড়ে মনে
হৃদযে কাঁচলি আচ্ছাদন
...ন কবি ভগবতী কাঁচলি নির্মাণে মতি
স্বর্গেব বিশাইযে স্মঙবম ।
...মিশ্র জগন্নাথ হৃদযমিশ্রেব তাত
কবিচন্দ্র হৃদযনন্দন
...হাব অনুজ ভাই চণ্ডীব আদেশ পাই
বিবচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৯৪

বিশাই কাঁচলি লেখে ভাবথপুরাণ দেখে
লেখে নানা পুবাণেব সার
কবিআ চণ্ডিকা ধ্যান তুলি ধবে সাবধান
আগে লেখে বিষ্ণু[১] অবতার ।
প্র...যসাগবে লীন প্রথমে লিখিল মীন
বেদ-উদ্ধাবণ অবতাব
ধরিযা রহায শিলা[২] জলচর মাঝে খেলা
কৈল সত্যব্রতের উদ্ধার ।
নিজ বলে পিঠে কবি ধবিলা মন্দার গিরি
সুধা হেতু জলধি মন্থনে
লিখে কূর্ম অবতাব গিবি পিঠে ফিবে জার
পিঠ কৈল লক্ষযোজনে ।
লিখিল ববাহমূর্তি উদ্ধাব কবিতে খিতি
প্রবেশিল পাতাল-বিববে
অবনি উদ্ধাব কবি আদি দানবে মারি
আবপিল জলেব উপবে ।
লিখিল নৃসিংহ ভনু অভিনব চণ্ড[৩] ভানু
ফটিকেব স্তম্ভে অবতাব
হিবণ্যকশিপু বুকে বিদাবিত কৈল নখে
নিজ দাসে[৪] খণ্ডে অন্ধকাব ।
লিখিল বামনমূর্তি ভুবনপালন কীর্তি
অসুবকুলেব হইল কাল
হইযা ত্রিলোকেব স্বামী মাগিল ত্রিপাদ ভূমি
দৈত্যবাজ লইল পাতাল ।
নিক্ষেত্রি কুলে জন্ম লিখিল পরুসরাম
ভুজবলে কবিল দহনে
বাব একবিংশতি নিক্ষত্রি করিল খিতি
দান কৈল মবীচিনন্দনে ।
লিখে দুর্বাদলশ্যাম জানকী সহিত রাম
শিরে ছত্র ধবেন লক্ষ্মণ
জাযাহবণেব হেতু সমুদ্রে বান্ধিল সেতু
ভুজবলে মাবিল রাবণ ।
বূপে অভিনব কাম হলধর লিখে রাম
প্রলম্ব ধেনুক বিনাশনে
মুষ্টিক মারিযা বীবে হলাগ্রে যমুনানীরে
প্রবেশ কবাল্য বৃন্দাবনে ।[৫]
ধবিযা পাষণ্ড মতি নিন্দা করে বসুমতী
বোদ্ধ-রূপ লিখে ভগবান
দেখিযা কলিব শেষ হইলা প্রভু কল্কি-বেশ[৬]
শ্রীকৃষ্ণ লিখিল সাবধান ।

হরিতে অবনিভার যদুকুলে অবতাব
মধ্যে লেখে যশোদানন্দন
শৈশব শযনবঙ্গ কবিল শকটভঙ্গ
পুতনাব কবিল নিধন
হইযা গিবিসম ভাবি তৃণাবর্ত অসুবে মাবি
স্ববূপে দেখাল্য বদনে
যশোদা পবমবঙ্গে জমল অর্জুন ভঙ্গে
লিখে বকা সুব বিনাশনে ।
লিখে বৎসবূপধাবী বৎসক অসুব মাবি
লিখে অঘাসুব বিনাশন
বৎস শিশুগণ লইযা ব্রহ্মাবে কবিযা মাযা
হইলা প্রভু বৎস শিশুগণ ।
লিখিল যমুনা হ্রদে কালি মাথে দিযা পদে
তাণ্ডব কবেন বনমালী
গোপগণে কবে বল বনমাঝে দাবানল
পান কৈল কবিযা অঞ্জলি ।
ইন্দ্রমখ-ভঙ্গকাবী লিখে গোবর্ধনধাবী
গোকুলেব কবিল বক্ষণ
ইন্দ্রেব পবম গর্ব আপনি কবিল খর্ব
নিবাবিযা ঝড-বাবিষণ ।
লিখিল পবমধন্যা বাধা আদি গোপকন্যা
লিখে বৃন্দা বিপিনবেহাবি
জতেক গোপেব নাবী সভাকাব মনহাবি
নানা স্থানে লিখিল মুবাবি ।
আসিযা মথুবাপুবী কুবলয গজে মাবি
রঙ্গে চাণূর বিনাশন
ভোজবংশ-অবতংসে মধ্যে লিখিল কংসে
কৃষ্ণ তার কবিল নিধন ।
জননী-জনক লোক ঘুচিল সভাব শোক
মথুবাব কবেন পালন
রচিযা ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি কবিযা বন্দ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৯৫

ডানী দিগে বিশ্বকর্ম্ম লিখে মুনিগণ
কপালে চোউক[১] ফোটা লোহিতববণ ।
দেবঋষি-জ্যেষ্ঠ লিখে সনতকুমাব
নীললোহিত লিখে অনুজ তাহাব ।
ধবল দিঘল দাড়ি তপজপশীল
লিখিলেন পিতা পুত্র কর্দম কপিল ।
দুর্বাসা জৈমুনি গর্গ ভৃগু পবাশব
বশিষ্ঠ অঙ্গিবা লিখে ব্যাস মুনিবব ।
পৌলস্ত্য কশ্যপ কণ্ব পুলহ অসিত
নাবদ পর্বত ধৌম্য শঙ্খ লিখিত ।
দণ্ড কমণ্ডলু কুশ জটা শোভে চিত্র
বামদেব জামদগ্নি লিখে বিশ্বামিত্র ।
লিখিল গৌতম মুনি মার্কণ্ডনন্দন
শুকদেব তম্বুব লিখিল তপোধন ।
বামদিগে লিখিল গবুড মহাবীব
জটাউ সম্পাতী লিখে সুপর্ণ তিতিব ।
জলে তাম্রচূড লেখে চকোব চকোবী
পেখম ধবিযা নাচে মঊবা মঊবী ।
নাবক সাবক লিখি লিখে চক্রবাক
দেববূপ বিহঙ্গম লিখে শ্বেতকাক ।
পাযবা কপোত লিখি লিখে গাঙ্গচিল
কুলিঙ্গ সালিকা ভেঠা টেঠাবি কোকিল ।
উড়িযা পড়িযা মৎস্য ধবে মৎস্যরাঙ্গা
ভুজঙ্গে ধবিযা খায ধুকুড়িযা কাকা ।
উড়িযা কমলে বৈসে খঞ্জনী খঞ্জন
চাতকা চাতকী জল মাগে ঘনে ঘন ।
চটক কর্কট টিযা বাযস পেচক
গুগুব ভাবই ভাউক লিখিল বক ।
সংক্ষেপে লিখিযা পক্ষ লিখে পশুগণ
কেশবী শার্দূল গণ্ডা ভল্লুক বাবণ ।
ভালুক লিখিল দেববূপ জাম্ববান
অঙ্গদ সুগ্রীব বালি বীব হনুমান ।

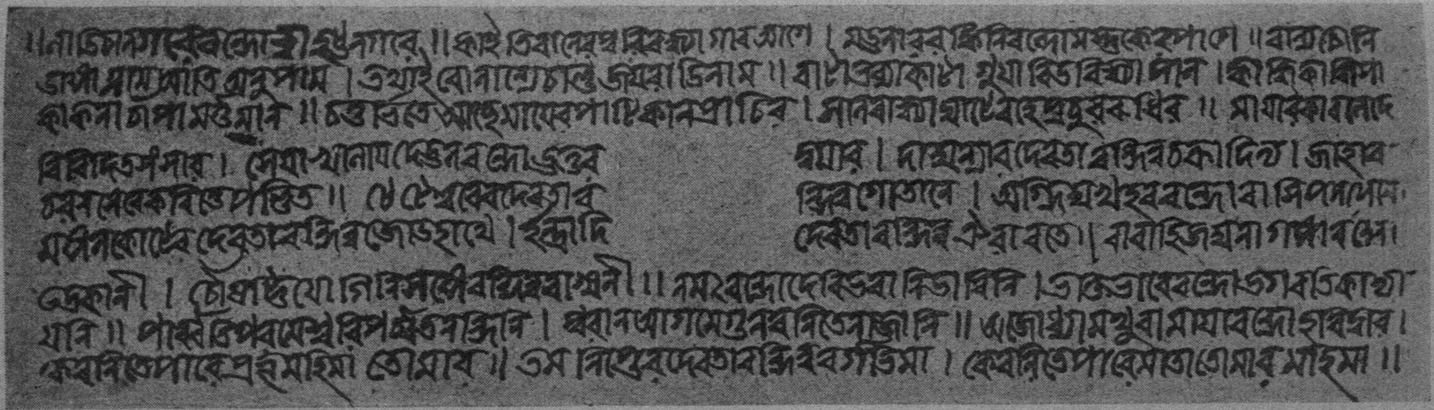

কালিকাপুর পুথির আর একটি পৃষ্ঠা

"চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে" নন্দলাল বসু অঙ্কিত

"হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা"

নন্দলাল বসু অঙ্কিত

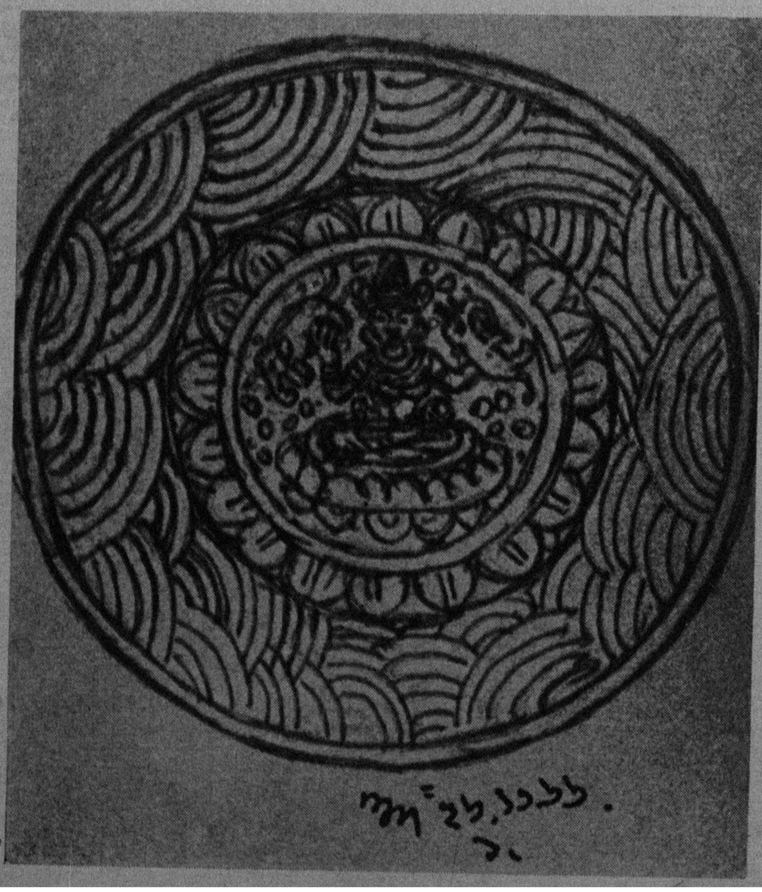

"নবদলে শশিমুখী···

উগারি গিলিছে করিবরে"

নন্দলাল বসু অঙ্কিত

পনস কুমুদ নীল আদি রামসেনা
বনপশু লিখে বিশাই হইযা একমনা।
তুলাবৃ ঘোড়াবৃ কৃষ্ণসার ঢোলকান
চামরি গবয মৃগ দিঘলবিষাণ।
সসক সৈলক গোধা নকুল শৃগাল
তবক্ষু লিখিল কোক মৃগগণে কাল।
লিখিল ববাহ কূর্ম ইকিডা মুষিক
জল জন্তু মকব লিখিল চাবিদিক।
কুম্ভীর হাঙ্গব লিখে ঘডিযাল সুশুক
বোহিত আদি মৎস্য লিখি বিশাই প্রচুব।
কাঁচলিব বামভাগে লিখে বৃন্দাবন
পূর্বভাগে দোলাপিণ্ড কদম্বকানন।
লিখিল আবর্তশালী যমুনাব তট[২]
তালেব কানন লিখে ভাণ্ডীব নিকট।
অশ্বত্থ পর্কটি জম্বু তিলক পনস
টগব তুলসী দনা নারেঙ্গ বেতস।
বঙ্গন চম্পক পাবিজাত কুবুবক
নিহালী বান্ধুলি কববীব কুবুওক।
লিখিল কালিযহ্রদে ভুজঙ্গমগণ
গোনষ খবিষ কালী উভ জাব ফণ।
নয বোডা লিখিল বিশাই সোল চিতি
বাসুকী তক্ষক লিখে শেষ অহিপতি।[৩]
বিচিত্র কাঁচলি বিশাই দিল চণ্ডিকারে
আশীর্বাদ পাইযা বিশাই গেল নিজ ঘবে।
কাঁচলি পবিযা মাতা বসিলা দুযাবে
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ফুল্লরা আইসে ঘবে॥

৯৬

সই গৃহে চালু সের করিয়া উধার
সম্ভ্রমে ফুল্লরা আইসে কুড়িযার দুযার।
বামবাহু নাচে তার ঘোরে বাম আঁখি
কুঁড়্যার দুযারে দেখে রাকাচন্দ্রমুখী।

প্রণাম করিয়া রামা করয়ে জিজ্ঞাসা
কোন জাতি কার জায়া কহ সত্যভাষা।
এত শুনি অভয়ার[১] হৃদয়ে উল্লাস
ফুল্লরারে অভযা করেন উপহাস।
ইলাবৃত দেশে বসি জাতিএ[২] ব্রাহ্মণী
শিশুকাল হৈতে আমি ভ্রমি একাকিনী।
ব্রহ্মবংশে জন্ম[৩] স্বামী বাপেবা ঘোষাল
সাত সতা গৃহে মোর বিষম জঞ্জাল।
তুমি গো ফুল্লবা যদি দেহ অনুমতি
এক স্থানে কথোকাল করি গ বসতি।
হেন বাক্য হইল যদি অভযাব তুণ্ডে
আকাশ ভাঙ্গিযা পড়ে ফুল্লবাব মুণ্ডে।
হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লবা
দূবে গেল খুধা তৃষ্ণা বন্ধনেব ত্বরা।
অভযাব চবণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গীত॥

৯৭

এ নব যৌবনে ছাড়িযা ভবনে
কেন আইলে পরবাস
কহ ল সুন্দরি কেন একেশ্বরি
ভ্রমিতে নহে তরাস।
জিনিযা মৃগরাজ খিন তোর মাঝ
হেলয়ে বসন্ত বায়
ও রূপমাধুরি তোর কুচগিরি
ভার-ভরে পিড়ে তায়।
ছাড়ি মকরন্দে তোর মুখ গন্ধে
কত কত ধায় অলি
তোর মুখশশী মৃদুমন্দ হাসি
সঘনে পড়ে বিজুলি।
জিনি নীলগিরি তোমার কবরী
মণ্ডিত মল্লিকামালে

বিধু কুতূহলি সুস্থির বিজুলি
ছাড়ি আইল কেশজালে।
কপালমণ্ডল চঞ্চল কুন্তল
বদন বিধুমণ্ডলে
তোর রূপসীমা কি দিব উপামা
নাহি তিন লোকে মিলে।
ললাটে সিন্দুর তিমির করে দূর
জেন প্রভাতের ভানু
চন্দনের বিন্দু তাহে কিবা ইন্দু
ইথে অকলঙ্ক তনু।
হেমলতা তনু তোমার এ ধনু
অপাঙ্গে মদনে জিনে
কাজল গরল বিষকে প্রবল
ধরসি কিবা কারণে।
জিনি গজমুতি তব দন্তপাঁতি
হাসিতে বিজুলি খেলে
পক্ক বিম্বুবর জিনিঞা অধর
নাসায় মাণিক্য দোলে।
কানে উজ্জলি কনক বউলি
শোভিছে তোর কুণ্ডলে
দিতে দন্ত শোভা সৌদামিনী কিবা
ছাড়ি আইলা কেশজালে।
শোভে অনুপাম কণ্ঠে মণিদাম
তাড়[1] মরকত তায়
বক্ষের কাঁচলি করে ঝলমলী
শোভিছে অঙ্গছটায়।
করে শঙ্খ দেখি হেন মনে লখি
উর্বশী আইলা আপুনি
কিবা আইলা[2] উমা রম্ভা তিলোত্তমা
কমলা কিবা ইন্দ্রাণী।
শুন শুন রামা নাহি লখি তোমা
কি হেতু ছাড়িলে বাড়ি
সত্য কহ মোরে কে আনিল তোরে
ঔষধে করি বিছাড়ি[3]।

কিবা পতির দোষ দেখি হেন রোষ
সত্য বল মোরে বাণী
তোর এ বিরহভরে পতি যদি মরে
কোন ঘাটে খাবে পানী।
সাষুড়ি ননন্দ কিবা কৈল দ্বন্দ্ব
সত্য কহ ল আমারে
তোর সঙ্গে জাব অনেক নিন্দিব
বুঝাব নানা প্রকারে।
ফুল্লরার বাণী শুনিঞা ভবানী
উত্তর দিলেন পার্বতী
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত রচন
বদনে জার ভারতী[4] ॥

৯৮

কি আর জিজ্ঞাসা কর আইলাঙ তোমার ঘর
বীরের দেখিতে নারি দুখ
দিয়া আমার ধন তুসিব বীরের মন
আজি হইতে বড় পাবে সুখ।
এতক্ষণে পরিচয় করি
আমার করম দুসি বসি গুপ্ত বারাণসী
পতি মোর জনম-ভিখারি।
কি কব দুঃখের কথা গঙ্গা নামে মোর সতা
স্বামী তারে ধরিলা মস্তকে
বরঞ্চ গরল খায় আমা পানে নাঞি চায়
ভবন ছাড়িল এই পাকে।
গঙ্গা বড় আউঞ্জালি সদাই পাড়য়ে গালি
স্বামীর সোয়াগ দরপে
দেখিআ পতির দোষ উঠিল পরম রোষ[1]
লাজে জলাঞ্জলি দিলাঙ তাপে।
সতিনের সম্মান এই হেতু অপমান
অভিমানে নাঞি[2] মেলি আঁখি

দেখিআ দারুণ সতা — বিবাহ দিলেন পিতা
পিতৃকুলে হইলাঙ বিমুখি ।
দারুণ দৈবের গতি — হইলাঙ অবলা জাতি
অহি সঙ্গে হইয়া গেল মেলা
বিষকণ্ঠ মোর স্বামী — সহিতে না পারি আমি
তাহে হেন সতিন প্রবলা ।
দারুণ দৈবের গতি — উগ্র আমার পতি
পঞ্চ মুখে মোরে দেন গালী
তাহে সতীনের জালা — কত সহে অবলা
পরিতাপে হইয়া গেলাঙ কালী ।
খাও পর জত তুমি — সকল জোগাব আমি
না বাসিহ তুমি মোরে ভিন
সমব কাননভাগে[৩] — থাকিব বীরের আগে
আজি হইতে সম্পদের চিন ।
শতেক রাজার ধন — গায় মোর অভরণ
ভুবন কিনিতে পারি ধনে
সম্পদ বিস্তর দিব — ভক্তি কেবল নিব
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভনে ॥

৯৯

তবে আমি বলি ভাল — স্বামীর বসতি চল
পরিণামে পাবে বড় দুঃখ
শুন হেদে মূঢ়মতি — যদি ছাড়ে নিজ পতি
কেমনে চাহিবে লোকমুখ ।
স্বামী বনিতার পতি — স্বামী বনিতার গতি
স্বামী বনিতার বিধাতা
স্বামী পরম ধন — বিনে স্বামী অন্য[৪] জন
কেহ নহে সুখ মোক্ষ দাতা ।
সন্তোষে বসায় খাটে — দোষ দেখি নাক কাটে
দণ্ডে রাজা বনিতার পতি
শুন গো শুন গো সই — হিত-উপদেশ কই
ইতিহাসে কর অবগতি[১] ।
রাবণে বধিয়া রাম — সীতারে আনিল ধাম
করাইয়া পরীক্ষা দহন
লোকবাদ খণ্ডাবারে — বনবাসে দিতে তারে
আদেশিলা সুমিত্রানন্দন ।
পঞ্চমাস গর্ভকালে — সাদ খাওয়াবার ছলে
লইয়া গেলা লক্ষ্মণ কাননে
শুনহ তাহার কথা — কাননে এড়িয়া সীতা
আইলা বীর আপন ভুবনে ।
ভৃগু নামে মহামুনি — সকল পুরাণে শুনি
ব্রহ্মার কুলের নন্দন
রেণুকা রমণী তার — সুত ভুবনের সার
ক্ষেত্রিয়কুলের বিনাশন ।
রেণুকার দেখি দোষ — উঠিল পরম রোষ
সুতে আদেশিলা মহামুনি
শুনিয়া বাপের কথা — মাএর কাটিল মাথা
ত্রিভুবনে জয় জয় ধ্বনি ।
দেখি গো উত্তম জাতি — দেবতা সমান ভাঁতি
কোপ কর নিচের সমান
ছাড়িয়া পতির বাস — আইলে পরের আশ
আপনার কী সাধিতে[২] মান ।
সতিনি[৩] কন্দল করে — দুগুণ বলিবে তারে
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি
কোপে কইলে বিষপান — আপনি তেজিবে[৫] প্রাণ
সতিনির কি হইবে হানি ।
ফুল্লরার কথা শুনি — ভগবতী মনে গুনি
উত্তর দিলেন মহামায়া
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ — গান কবি শ্রীমুকুন্দ
শিবরামে কর দেবী দয়া ॥

১০০

শুন শুন মোর বাক্য ফুল্লরা সুন্দরি
আইলাঙ বীরের দুঃখ দেখিতে না পারি ।

কুলের বহুড়ি আমি কুলের নন্দিনী
আপনার ভাল মন্দ আপনি সে জানি।
মোরে উপদেশে তোমার কিবা কাজ
আপনি সে রক্ষা করি আপনার লাজ।
আছিলাঙ একাকিনী বসিয়া কাননে
আনিল তোমার স্বামী বান্ধি নিজ গুণে।
হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ গিয়া বীরে
বীর যদি বলে তবে জাই অনান্তরে।
আইলাঙ তোমার বাড়ি হিত করিবারে
কতেক নিঠুর বাণী বল বারে বারে।
জে বল সে বল আমি বীরে না ছাড়িব
আপনার ধন দিয়া দুঃখ নিবারিব।
উচিত বচন যদি বলিলা ভবানী
না বুঝিয়া দুঃখ ভাবে ব্যাধের নন্দিনী।
বারমাসী দুঃখ রামা করে নিবেদন
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১০১

বৈশাখে বসন্ত ঋতু খরতর খরা
তরুতল নাহী মোরে করিতে পসরা।
পা পোড়ে খরতর রবির কিরণ
শিরে দিলে নাই আঁটে খুঞার বসন।
বৈশাখ হইল মোরে বিষ
মাংস না বিকায় সভে করে নিরামীষ। ১।
পাপিষ্ঠ জইষ্ঠ মাস প্রচণ্ড তপন
খণ্ড খণ্ড হইল মোর খুঞার বসন।
পসরা এড়িয়া জল খাইতে না পারি
দেখিতে দেখিতে চিলে লয় এক সারি।
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস
বেঙচের ফল খাইয়া করি উপবাস। ২।
আষাঢ়ে পুরিল আসি নব মেঘ জল
ভাল গেরস্তের নাঞি জোড়এ সম্বল।
মাঁসের পসরা লৈয়া ভ্রমি ঘরে ঘরে
কিছু খুদ কুড়া মিলে উদর না পুরে।
বড় অভাগ্য মনে গুনি বড় অভাগ্য মনে গুনি
কত কত খায় জোঁক নাঞি খায় ফণী। ৩।
শ্রাবণে বরিখে ঘন দিবস রজনী
সিতাসিত দুই পক্ষ একোই না জানি।
ভুবন তরিল আসি নব মেঘ জলে
হেন কালে মৃগ মারে পাপ কর্ম্ম ফলে।
দুখে কর অবধান দুখে কর অবধান
নাঞি ঝড় বীরের কুড়্যায় আল্য যান। ৪।
ভাদ্রপদ মাসে রামা দুরন্ত বাদল
নদনদী একাকার আট দিকে জল।
মাংসের পসরা লৈয়া ফিরি ঘরে ঘরে
আনলে পোড়এ অঙ্গ ভিতরে বাহিরে।
কত নিবেদিব দুঃখ কত নিবেদিব দুঃখ
বিপথি হইল স্বামী বিধাতা বিমুখ। ৫।
আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা প্রতি ঘরে ঘরে
মহিষ ছাগল মেষ দিআ উপচারে।
উত্তমবসন বেশ করয়ে বনিতা
অভাগি ফুল্লরা করে সম্বলের চিন্তা।
মাংস কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে
দেবীর প্রসাদ মাংস সভাকার ঘরে। ৬।
কার্ত্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনম
জগ-জনে কৈল শীতনিবারণ বসন।
নিযুক্ত করিল বিধি সভার কাপড়
অভাগি ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়।
দুঃখে কর অবধান দুঃখে কর অবধান
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ। ৭।
মাস মধ্যে মাইসর আপনে ভগবান
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সভাকার ধান।
উদর পুরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি
যম সম শীত তথি নিরমিল বিধি।
কত অভাগ্য মনে গুনি কত অভাগ্য মনে গুনি
পুরাণ দোপাটা গায় দিতে করে টানি[১]। ৮।

পৌষে প্রবল শীত সুখী জগজন
তুলি পাড়ি পাছুড়ি শীতের নিবাবণ ।
হবিণ বদলে পাইল পুবাণ খোসলা
উড়িতে[২] সকল অঙ্গে বসিএ ধুলা ।
বৃথা বনিতা জনম   বৃথা বনিতা জনম
ধুলিভযে নাঞি মেলি শযনে নযন ।৯ ।
নিদাবুণ মাঘ মাসে সদায কুজ্ঝটি
আন্ধাবে লুকায মৃগ না পায আক্ষটি ।
ফুল্লবাব আছে কত কর্মেব বিপাক
মাঘ মাসে কিনিতে তুলিতে নাঞি[৩] শাক ।
নিদাবুণ মাঘ মাস   নিদাবুণ মাঘ মাস
সর্বজন নিবামিষ কবে উপবাস ।১০ ।
ফাল্গুনে দুগুণ শীত খবতব খবা
খুদ সেবে বান্ধা দিল মাটিয়া পাথবা ।
ফুল্লবাব আছে কত কর্মেব ফল
মাটিযা পাথবা বিনে নাহি অন্য স্থল ।
দুঃখে কব অবধান   দুঃখে কব অবধান
আমানি খাবাব গর্ত দেখ বিদ্যমান ।১১ । [৪]
মধুমাসে মলযমাবুত মন্দ মন্দ
মালতিযে মধু পান কবে মকবন্দ ।
বনিতা পুবুষ অঙ্গ পিড়এ মদন
আমার পীড়িত অঙ্গ উদব দহন ।
দুঃখ কহিব কাহাবে   দুঃখ কহিব কাহাবে
স্বামী সনে একশয্যা কোসেক অন্তবে ।১২ ।
ফুল্লবাব কথা শুনি বলেন পার্বতী
আজি হৈতে দূর হইল দুঃখেব বিগতি ।[৫]
আজি হৈতে আমাব ধনে আছে তোমাব অংশ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান গীত ভৃগুবংশ ॥

বসিযা বহিযাছে বীব মাংসের পসারে
গঞ্জিয়া ফুল্লবা কিছু বলে উচ্চস্বরে ।
বিষাদ ভাবিযা কান্দে ফুল্লবা রূপসী
নযনের ঘামে ঘামিল মুখশশী ।
গদগদ বচনে বাঙ্গা চক্ষে বহে নীর
সবিস্ময হইযা জিজ্ঞাসা করে বীর ।
সাসুড়ি ননদি নাঞি নাঞি তোব সতা
কা সনে কন্দল কবি চক্ষু কৈলে বাতা ।
সতা সতা নহে প্রাণনাথ মোব সতা
ইবে ফুল্লবাবে হৈল বিমুখ বিধাতা ।
পিপিড়ায পাক উঠে[১] মবিবাব তবে
কাহাব সোলস্যা কন্যা আনিঞাছ ঘবে ।
এতদিনে মহাবীব পাপে গেল মন
আজি হইতে হইলে তুমি লঙ্কাব বাবণ ।
বেক্তার্থ কবিবা বামা কহ সত্যভাষা
মিথ্যা বাক্য হইলে[২] কাটিব তোব নাসা ।
সত্য মিথ্যা বচনে আপুনি ধর্ম সাক্ষি
তিন দিবসেব চাঁদ দ্বাবে বস্যা দেখি ।
এমন শুনিঞা বীব কবিল গমন
আপনাব মন্দিবে গিযা দিল দরশন ।
চুপড়ি পসাব পাটি ছাড়িল[৩] ফুল্লরা
মাথায কবিযা বামা মাংসের পসবা ।[৪]
ভাঙ্গ্যা কুড়া ঘবখান কবে ঝলমল
দেখিবাবে পাইল তাঁব চবণকমল ।
প্রণাম কবিযা বীর করে নিবেদন[৫]
অভযামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১০২

এমন শুনিঞা ফুল্লবা কবিল গমন
গোলাহাটে বীবেব ঠাঞি দিল দরশন ।

১০৩

আমি ব্যাধ নিচ জাতি   তুমি রামা কুলবতী
পরিচয মাগে কালকেতু
ত্রিভুবনে এক ধন্যা   কিবা দেব দ্বিজ কন্যা
ব্যাধেব কুটিবে কিবা হেতু ।

ব্যাধ হিংসক রাড় চৌদিকে পশুর হাড়
এই ঘর সসান সমান
কহি আমি হিতবাণী এই ঘরে ঠাকুরাণী
ছুঁঞিলে উচিত হয় স্নান।
কিবা পথ-পরিশ্রমে আইলে দিকের ভ্রমে
আশ্বাস ছাড়িতে এই ঘর
চল বন্ধুজন পথে ফুল্লরা চলুক সাথে
পাছে লইয়া জাব ধনুশর।
ছাড়িয়া ব্যাধের বাস চল বন্ধুজন পাশ
থাকিতে থাকিতে দিননাথে
যদি হয় পাপ নিশা লোকে গাব দুর্ভাষা
রজনি বঞ্চিবে কার সাথে।
সীতা পরম সতী তার শুন দুর্গতি
দৈবে ছিলা রাবণভবনে
রণে রাম তারে হানি সতী জানকীরে আনি
পুনুর্বার পাঠাইল কাননে।
জেমন তিলক-পানি তেমত অসত্য বাণী
সত্য বাণী তিলক-চন্দন
রজকের শুনি কথা পরীক্ষা করাইয়া সীতা
পুনর্বার পাঠাইলা কানন।
পুরান বসন-ভাঁতি অবলা জনের জাতি
রক্ষা পায় অনেক জতনে
জথা তথা উপস্থিত দুহাঁকার অনোচিত
হিত বিচারিয়া দেখ মনে।
দেখি গো উত্তম জাতি দেবতা সমান ভাঁতি
তুয়া পদে কি বলিতে জানী
শুনিঞা বীরের কথা লাজে চণ্ডী হেট মাথা
মুকুন্দ রচিল মিষ্টবাণী॥

১০৪

মৌনব্রত করি যদি রহিলা ভবানী
ইসত কোপিত বীর বলে জোড়-পাণি[১]।
মাতা ছাড় এই স্থান মাতা ছাড় এই স্থান
আগুনি সে রক্ষা করি আপনার মান।
একাকিনী যুবতি ছাড়িলে নিজ ঘর
উচিত বলিতে কেনি না দেহ উত্তর।
বড়ার বহুআরী তুমি বড় লোকের ঝি
তোমার মোহন রূপে মোর লাভ কি।
শতেক রাজার ধন অভরণ অঙ্গে
মোহিনী হইয়া ভ্রম কেহ নাহি সঙ্গে।
চোর খণ্ডা হইতে কিবা নাঞি কর ভর
চরণে ধরিয়া বলি ছাড়হ নিলয়।
হিত উপদেশ বলি শুনহ বেভার
নিকটে[২] কলিঙ্গরাজা বড়ই দুর্বার।
আমার বচনে চল বড় পাবে সুখ
রাজার গোচর হইলে পাবে বড় দুঃখ।
এত বোলে চণ্ডী যদি না দিলা উত্তর
ধর্ম[৩] সাক্ষি করে বীর জোড় করি কর।
শরাসনে আকর্ণ পুরিত কৈল বাণ
হাথে শরে রহে কালু চিত্রনির্মাণ।
ছাড়িতে ছুড়িতে বাণ নাহি পারে বীর
পুলুকে পূর্ণিত তনু চক্ষে বহে নীর।
লইতে চাহে ফুল্লরা হাথের গণ্ডিশর
ছাড়িতে না পারে বাণ হইল ফাফর।
নিবেদিতে মুখে নাহি নিকলে বচন
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

১০৫

শরধনু স্তম্ভিত দেখিয়া মহাবীরে
বলেন করুণাময়ী মৃদুমন্দ স্বরে।
আমি আইলাঙ ভগবতী তোমারে দিব বর
লহ বর কালকেতু তেজ ধনু শর।
মানিক-অঙ্গুরি সপ্ত নৃপতির ধন
ভাঙ্গাইয়া কাটাইহ গুজুরাট বন।

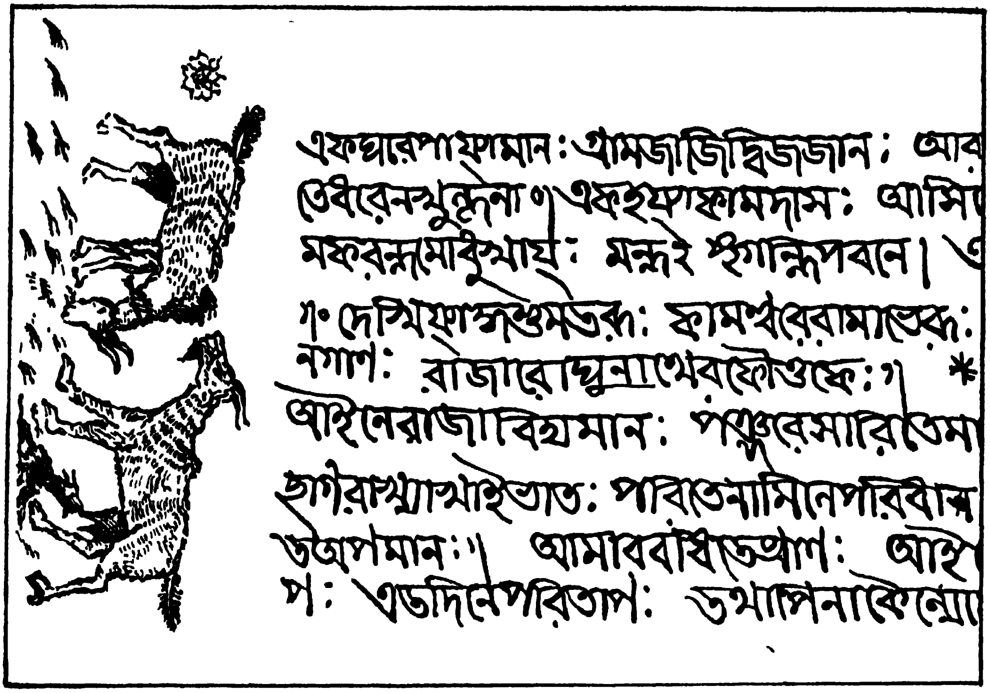

"ছাগ রাখ্যা খাই ভাত"

চিত্রিত পুথির পৃষ্ঠাংশ

"নিজ মূর্তি ধরিতে অভয়া কৈল মন"

রামজয়-সংস্করণের চিত্র

বাসা সত জনে[১] দিবে কড়ি চালু ধান
পালিবে সকল প্রজা পুত্রের সমান ।[২]
এমন শুনিঞা কালু চণ্ডীর বচন
কৃতাঞ্জলি করি কীছু করে নিবেদন ।
হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নিচ জাতি
মোর ঘরে কি কারণে আসিব পার্বতী ।
আদ্যাশক্তি মোর ঘরে নাহিক পাত্যারা
শরসুষ্ঠিত জান হেন বুঝি পারা ।
আদ্যশক্তি বট যদি নগেন্দ্রনন্দিনী
নিবেদি তোমার পায় মোড় করি পাণি ।
নিজ-মূর্ত্তি ধরিলে প্রবোধ জাই মনে
সেই রূপে লোক তোমা পূজএ আশ্বিনে ।
এমন শুনিয়া মাতা কালুর বচন
নিজ মূর্ত্তি ধরিতে অভয়া কৈল মন ।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥[৩]

১০৬

মহিষমর্দিনী রূপ ধরেন চণ্ডিকা
অষ্ট দিকেতে শোভে অষ্ট নায়িকা ।
সিংহপিস্টে আরোপিল দক্ষিণ চরণ
মহিষের পিস্টে[১] বামপদ আরোপণ ।
বামকরে মহিষাসুরের ধরি চুল
সব্য করে বুকে তার আরোপিল শূল ।
পাশাঙ্কুশ ঘণ্টা খেটক শরাসন
বাম পাঁচ করে শোভে পাঁচ প্রহরণ ।
অমি চর্ম শূল খড়্গ চক্র শিত শর
আর পাঁচ অস্ত্র শোভে দক্ষিণ পাঁচ কর ।
বামদিকে কার্ত্তিক দক্ষিণে লম্বোদর
বৃষে আরোহণ শিব মস্তক উপর ।
দক্ষিণে জলধিসুতা বামে সরস্বতী
আনন্নকন্দর দেবগণ করে স্তুতি ।
তপ্ত কলধৌত জিনি অঙ্গের হইল আভা
ইন্দীবর জিনি তিন লোচনের শোভা ।
চারি দিকে নম্ব বান শোভে জটাজুট
গগনমণ্ডলে তার লাগিআছে মুকুট ।
অঙ্গদ কঙ্কণ জুতা[২] হইল দশভুজা
জেই রূপে অবনিমণ্ডলে লৈল পূজা ।
দেখিয়া চণ্ডীর রূপ ব্যাধের নন্দন
ভয়ে কম্পমান তনু মুদিত লোচন ।
ফুল্লরা পাড়ল মহীতলেতে মূৰ্চ্ছিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

১০৭

মূর্ছিত দেখিয়া বীরে বলেন ভবানী
মূর্ছা তেজি উঠ পুত্র তেজিয়া ধরণী ।
উঠ গো ফুল্লরা ঝিয়ে বলেন অভয়া
বিপদ করিল নাশ তোরে করি দয়া ।
কালকেতু বলে মাতা শুন নারায়ণী
তেজ ভয়ঙ্কর রূপ নগের নন্দিনী ।
এত বলি স্তুতি বাণী কৈল মহাবীর
দেখিতে দেখিতে হৈল পূর্বের শরীর ।
অবনি গোটাইয়া বীর কৈল স্তুতিবাণী
ফুল্লরা রমণী দেই জয় জয় ধ্বনি ।
বীর হস্তে দেন চণ্ডী মানিক-অঙ্গুরি
লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী ।
একটী অঙ্গুরি হইতে হব কোন কাম
সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম ।
এই অঙ্গুরির মূল্য সাত কোটি টাকা
কালকেতু লহ তুমি মু না কর বাঁকা[১] ।
ফুল্লরার অভিলায় বুঝিয়া পার্বতী
আর কীছু ধন দিতে দিল অনুমতি ।
অভয়া বলেন কালু লহ সিকা ভার
লহ খুড়ি[২] কোদাল খন্তা খুরধার ।

কোদাল খন্তা মাতা না পাই[৩] নিয়ড়ে
তুমি আজ্ঞা দিলে মাতা কোড়িব চেয়াড়ে।
আগে আগে হইল মহামায়ার গমন
পশ্চাতে চলিল বীর হাথে শরাসন।
দাড়িম্বতরুর তলে দিলা দরশন
স্থান দেখাইয়া মাতা দিল ততক্ষণ।
চণ্ডী স্মঙরিয়া বীর ভেজালা চেয়াড়
চেলা কাটী পেলে জেন পুখুরের পাড়।
লোহার সীকলে ছিল সাত ঘড়া ধন
চণ্ডী স্মঙরিয়া বীর তোলে ততক্ষণ।
ফুল্লরা ভারের পীছে করিল গমন
ধন লইয়া মহাবীর জায় নিকেতন।
আর ধন রাখিয়া চণ্ডী রন তরুতলে
ফুল্লরা রহিল ঘরে ধন করি কোলে।
আর বার আনে বীর দুই ঘড়া ধন
দেখিয়া ফুল্লরা হৈলা হরষিত-মন।
লঘুগতি মহাবীর পুনর্বার জায়
দুই দিগে বীর দুই কলসি বসায়।
একঘড়া অবশেষে দেখি মহাবীর
নিতে নারে ডেড়ি ভার হইল অস্থির।
মহাবীর বলে মাতা করোঁ নিবেদন
চাহিয়া চিন্তিয়া দেহ আর এক ঘড়া ধন।
যদি মোরে ধন দিলে সেবকবৎসল
একঘড়া ধন গো আপনি কাথে কর।
অস্থির দেখিয়া বীরে হাসেন অভয়া
ধন-ঘড়া কাথে কৈলা বীরে করি দয়া।
আগে আগে মহাবীর করিল গমন
পৎসাত পার্বতী জান লইয়া তার ধন।
মনে মনে মহাবীর করেন জুগতি
ধন-ঘড়া লইয়া পাছে পালায় পার্বতী।
কালুর ভবনে গিয়া দিল দরশন
চেয়াড়ে কুড়িয়া পোতে সপ্ত ঘড়া ধন।
চণ্ডিকা বলেন কালু ব্যাধের নন্দন
নগরের মাঝে দিহ আমার ভবন।
পূজিহ মঙ্গলবারে করাইহ[৩] জাত
গুজুরাট নগরেতে তুমি হইবে নাথ।
অতি নিচ কুলে জন্ম জাতিতে চোহাড়
কেহো না পরশ করে লোকে বলে রাড়।
পুরোহিত কেবা মোর হইব ব্রাহ্মণ
নিচ উত্তম হয় পাইলে কিবা ধন।
তোমার পুরোহিতে[৪] পাব[৫] আমার দরশন
নিবেক তোমার দান উত্তম ব্রাহ্মণ।
এতেক বলিয়া হৈল চণ্ডীর গমন
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

১০৮

দশ দণ্ডে হেমথালে করিয়া ভোজন
খট্টায় নিদ্রা জায় বান্যা[১] করিয়া শয়ন।
বণিক-সিঅরে মাতা কহেন সপন
কালী প্রভাতে আসিব বীর ব্যাধের নন্দন।
অঙ্গুরি সুমূল্য করি বদলী দিহ[২] ধন
এতেক বলিয়া হইল চণ্ডীর গমন।
মহাবীর আইল যথা বণিকের ঘর
গাইল পাঁচালি মুকুন্দ কবিবর॥[৩]

তৃতীয় দিবস

নিশা পালা

১০৯

বান্যা বড় দুঃশীল[১] নাম মুবাবি শীল
লেখা জোখা কবে টাকা-কড়ি
পাইয়া বীবেব সাড়া প্রবেশে ভিতব বাড়া
মাংসেব ধারী[২] ডেড বুডি ।
খুড়া খুডা ডাকে কালকেতু
কোথা হে বণিকবাজ বিশেষ আছএ কাজ
আমি আইলাঙ সেই হেতু ।
বব বচন শুনি আসি বলে বান্যানি
ঘবে নাহী সহব-পোতদাব[৩]
কালে তোমাব খুডা গেছেন খাতকপাড়া
কালি দিব মাংসেব ধাব ।
আজি কালকেতু জাহ ঘব
ঠ আনিহ এক ভাব হাল বাকি দিব ধাব
মিষ্ট কিছু আনিহ বদব ।
শুন গো শুন গো খুডি কিছু কার্য আছে ডেড়ি
অঙ্গুবি ভঙ্গাইযা লব কডি
মাব জোহার খুডি কালি দিহ বাকি কডি
জাই অন্য বণিকেব বাডি ।
দণ্ড চাবি কবহ বিলম্বন
সহাস[৪] কবিযা বাণী আসি বলে বান্যানী
দেখি বাপা অঙ্গুবি কেমন ।
মনেব পাইযা আশ জাইতে বীরের পাশ
ধায বানা৷ খড়কিব[৫] পথে
মনে বড় বুতূহলি কান্দে কাড়িব থলি
হড়পি তরাজু কবি হাথে ।
করে বীব ব্যান্যাকে[৬] জোহাব
বান্যা বলে ভাইপোয ইবে নাহী দেখি তোষ
এ তোমাব কেমন বেভাব ।
উঠিযা প্রভাতকালে কাননে বাখিএ[৭] জালে
হাথে শবে চাবি পব ভ্রমি
ফুলবা পসবা কবে সন্ধ্যাকালে আইসে ঘবে
এই হেতু নাহী আসি আমি ।
ভাঙ্গাইব একটী অঙ্গুবি
হইযা মোবে অনুকূল উচিত কবিবে মূল
বিপদসাগবে জেন তবি ।
বীব দেয অঙ্গুবি বান্যা প্রণাম করি
জে াথে বান্যা চড়াইযা পড়্যান
কাঁচি দিযা কৈল মান সোল রতি দুই ধান
শ্রীকবিকঙ্কণ বস গান ॥

১১০

রতি প্রতি হইল বীব দশগণ্ডা দর
দুই ধানেব কডি তাহে পাঁচ গণ্ডা কব ।
অষ্ট পণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুবির কড়ি
মাংসেব পিছিলা কড়ি ধাবি দেড় বুড়ি ।

একুনে হইল অষ্ট পণ আড়াই বুড়ি
চালু ডালি কিছু লহ কিছু লহ কড়ি।
অঙ্গুরির মূল্য শুন্যা ব্যাধের নন্দন
অঙ্গুরি সকল মিথ্যা সপ্ত ঘড়া ধন।
কালকেতু বলে খুড়া মূল্য নাহী পাই
জে জন অঙ্গুরি দিল দিব তাঁর ঠাঞি।[1]
বান্যা বলে দরে বাড়া হইল পঞ্চবট
মোর সনে সদা কবি না পাবে কপট।
ধর্মকেতু ভায়্যা সনে কইনু লেনা দেনা
তাহা হইতে ভাইপো হইয়াছ অধিক সেয়ানা।
কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া
অঙ্গুরি লইয়া জাব অন্য বণিকের পাড়া।
হাথ বদল করিতে বান্যার গেল মন
পদ্মাবতী সনে মাতা গগনে হাসন।
এমন সময় হইল আকাশে ভারতী
বীরের লইতে ধন না করিহ মতি।
সাত কোটি টাকা দেহ অঙ্গুরির মূল
চণ্ডিকা দিয়াছেন বীরে হইয়া অনুকূল।
অকপটে সাত কোটি টাকা দেহ বীরে
বাড়িব তোমার ধন অভয়ার বরে।
আকাশে ভারতী শুনে বান্যার নন্দন
দৈব-যোগে অন্য নাহি করে সেই জন।
হৃদয়ে চিন্তিয়া বান্যা বলেন মহাবীরে
এতক্ষণ পরিহাস করিল তোমারে।
সাত কোটি টাকা হয় অঙ্গুরির ধন
তবে অনুমতি দিল ব্যাধের নন্দন।
খন্যে[2] হইতে হারে মাপ্যা দিল তাঁরে টাকা
অকপটে দিল ধন মু না কৈল বাঁকা।
লেখা করি দিল বীরে অঙ্গুরির ধন
বলদ নাদীয়া[3] বীর আনিল ভবন।
সর্বধন সম্বরিয়া রাখে বীর খন্যে
ব্যয় করিবারে কিছু রাখিলেন গুন্যে[4]।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

১১১

পাইয়া টাকার পাট চলে বীর গোলাহা
পাছু ধায় শতেক কিঙ্কর
সেবক জোগায় পান বিয়নি বিচয়ে আন
বৈসে বীর দুলিচা উপর।
কানে কলম হাতে দ্বত আইল কায়স্থ-সু
মহাবীরে নোঙাইল মাথা
রাউত মাহুত মাল জেবা ধরে অসি ঢা
বীরের শুনিঞা আইল কথা।
আনন্দে পূর্ণিত মন ভাঙ্গায চণ্ডীর ধন
কিনে বস্তু শত শত লেখা
বিচাবিয়া কেহো দেখে কাগজে কায়স্থ লেখে
সায করি বল্যা[1] দেই টাকা।
কনকের সাজাকুড়া[2] বিচিত্র পাটের গড়া
মাজকুড়া[3] হিরায় জড়িত
চন্দন তরুর পিড়া[4] লম্বিত মুকুতা চূড়া
কিনে দোলা রত্নে ভূষিত।
পর্বতিয়া টাঙ্গন তাজি বাছিয়া কিনিল বাজি
গজ কিনে পর্বতের চূড়া
নম্রমান মুতিয়ার অঙ্গদ কঙ্কণ হার
কিনে বীর কনক সাঁপুড়া।
যুদ্ধের জানিয়া মর্ম অভেদ্য কিনিল বর্ম
নানারত্ন-ভূষিত মুকুট
কিনিল মহিষা ঢাল তাড়িপত্র তরোয়াল[5]
মুঠি জার বিচিত্র পুরট[6]।
তবক বেলক টাঙ্গি ভিন্দিপাল সেল সাঙ্গি
ভুসণ্ডি ডাবুষ খরসান
হিরামুঠি জমধর পট্টিশ খেটক শর
কিনে বীর কামান কৃপাণ।
পুরিতে জায়ার সাদ কিনিল পাটের জাদ
মণি-মুকুতা তাহে বেড়ি
হিরা নিলা মুতি পলা কলধৌত কণ্ঠমালা
কুণ্ডল কিনিল স্বর্ণ-চুড়ি।

নিজোজিয়া জনে জনে ধেনু মহিষ কিনে
বলদ কপোত কিনে খাসী
…কট বিমান রথ কিনে বীর শত শত
খাট পালঙ্গ কিনে দাসী।
…মা[৭] মুসুরি মাষ ধান্যে নাহি দিশপাশ
গুড় তিল মুগ বরবটী
…গুন কিনিল ছোলা মুলাইয়া চিনির গোলা
তৈল কিনে উমানিঞা ঘটি।
…নি বীর নানা ধন গজ-পিষ্ঠে আরোহণ
নিকেতন করিল পযান
…পদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১১২

…বীর কাটে বন শুনি বেবুনিয়া জন
আইসে তারা দেশে দেশে হইতে
…ঠার[২] বাসী[৩] টাঙ্গী কিনে[৪] রাশি রাশি
কিনে বীর সত্যকারে দিতে।
…দেশের জন নামে আইসে দামু[৫]গণ
শতেক জনের আগুয়ান
…এ্যা দেখি বীর মনে বড় সুস্থির
জনে জনে দিল গুয়া পান।
…য়া দক্ষিণ দিশা[৬] আইল জন নামে ভাসা[৭]
পঞ্চশত জনের অধিকারী
…সিয়া মহাবীর সব জনে করি স্থির
দেখে বীর জন সারি সারি।
…চমের বেবুনিয়া আইল দফর[৮] মীঞা
সঙ্গে জন দুই হাজার
…ড করি[৯] দুই কর জপে পির পেগম্বর
বন কাটী বসায়[১০] বাজার।
…জন করিয়া জন প্রবেশ করিল বন
সহস্র বেবুনিঞা জন

বন কাটে দিয়া গাড়া পাইয়া বেবুনিয়ার সাড়া
ধায় বাঘা করিয়া করুণ।[১১]
কেহো মুচ্ছা হইয়া পড়ে কদলী জেমন ঝড়ে
কেহ বীরে নিবেদে অঞ্জলি
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
ব্রাহ্মণরাজার কুতূহলী ॥

১১৩

মহাবীর তোমার বেবুনে নাকি সাদ
কানন ভিতরে বাঘ আজি[১] পাইয়াছিল লাগ
হইয়াছিল বড় পরমাদ।
দেখিয়া বাঘার কোপ ঝাটাপারা দুটা গোঁফ
গগনে লাগ্যাছে দুটা কান
বিকট দশনগুলা মাঘমাস্যা জেন মূলা
জুভাখান খাণ্ডার সমান।
দেখিতে চণ্ডলগাঁত নখ আঁচড়য়ে খিতি
দেউটি-সমান দুটা আঁখি
তার অতি খিন মাঝ জেন দেখি মৃগরাজ
চলিতে উড়এ যেন পাখী।
বিশ নখ জমধর দেখিয়া লাগয়ে ডর
লেঙ্গুড়[২] লাগ্যাছে তার শিরে
কপাট-সমান বুক জম-সম ভীম মুখ
কুমারের চাক জেন ফিরে।
পাইয়া বেবুনিঞার সাড়া মেলিয়া বিকট দাড়া
বেবুনিঞা জনে খাইতে ধায়
আছে পরমাঞি-বল তোমার পুণ্যের ফল
বিদায় করিব[৩] তুয়া পায়।
বেবুনিঞার কথা শুনি মহাবীর মনে গুনি
আশ্বাস করিল বীর জনে
প্রণাম করিয়া ভানু হাথে লইয়া শর-ধনু
প্রবেশ করিল বীর বনে।

উঠিয়া পর্বতপাড়ে নেহালয়ে ঝোপঝাড়ে
পাইল বাঘার দরশন
উমাপদাহিত-চিত রচিল নৌতন গীত
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১১৪

বাঘ দেখি আকর্ণ পূরিত কৈল বাণ
আকর্ণ পুরিয়া বীর করিল সন্ধান।
মহাবীর দেখী বাঘা নাঞি করে ভয়
পথ আগুলিয়া বাঘা মুখ মেলি রয়।
লাফে লাফে ধায় বাঘা আঁচড়িয়া খিতি
শর হাতে বীর বলে দেখিল দুর্মতি।
সূর্য নাহি উদয় করে ভুবন আঁধার
ভালমন্দ সভাকার করহ বিচার।
ধন দিয়া সত্য কইল নগের নন্দিনী
আজি হইতে আর নাহি বধিহ পরানী।
মোর কীছু দোষ নাহি হইয় পবমান
জানু ভূম্যে পাতিয়া ছাড়িয়া দিল বাণ।
সাঞি সাঞি করিযা বাণ জায় তুরিতে
বাণটা তুলিয়া বাঘা চিবাইল দাঁতে।
জুড়িতে উত্তম বীর লইল আর বাণ
নাপ দিয়া ধরে বাঘা বীরের ধনুকখান।
বজ্র মুটকি বীর মারে তার মুণ্ডে
ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়ে তার তুণ্ডে।
মুটকির তেজ জেন তবকের গুলি
একঘায়ে ভাঙ্গে বাঘার মাথার[১] খুলি।
মুটকি খাইয়া বাঘা পুনুরপি ধায়
বজ্র চাপড় মারে মহাবীরের গায়।
মহাবীরের গায় তার নখ নাহি ফুটে
চাপড় খাইয়া বীর বলে নাই টুটে।
পাছু হৈয়া মহাবীর জুড়িল কৃপাণ
একঘায়ে বাঘারে করিল দুইখান।
হরি হরি স্মঙরিয়া বন কাটে জন
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১১৫

মহাবীর হাথে ধনু ফিরএ কানন
বন কাটে বেরুনিঞা জন।
শর নল[১] খাকড়া ইকড়ি[২] টাঙ্গ
ওকড়া ধুথুরা কাটে অপাঙ্গ
আঁকড় কাটে সিআলি নেহালী
আটিসর কাটসর কাটিল নাটা
ভাদালী ভাযনা[৩] চোরপালীটা।
ঝোকড়া ঝাউ কাটে আদাড়মালী।
গুর্‌ল্যাখন বিরতি[৪] কাটে সোমজাজি
পেটারিআ পুরল্যা ভারদ্বাজি
টাঙ্গুর ঝাটি কাটিল কাল্যা নোয়া
পাতা সিজ ঘোড়া সিজ গুড়কাঁউলি
বাকস বেতস পানিসিআলি
সাঁজাত্যা পাঁজ্যাতা কাটিল সর্বজয়া।
নোয়াড়ি সেআড়ি বরুনা সাঁঞি
বেউড় বাঁশের অবধি নাঞি
কেতুকি ধাতুকি কাটিল বামনহাটী
সেআকুল ডামাকুল সিঙ্গারবেত
কোদালীয়া কাটিয়া[৫] করিল খেত
কুলিটা চালিতা কাটিল বারাটি[৬]।
দেবধান গগড় ময়না[৭] কাঁটা
সাল পানীচাকুল্যা কাটিল নাটা[৮]
বেউচ সায়ড়া কাটিল আর্তাণ্ড
পুড়্যাতি বিছাতি কাটিল বন-শণ
উড়ম্বর পিডরা[৯] বন-বাগান
পড়াসি পুন্যাজি কাটিল ভুরেণ্ড[১০]।

চাকন্দিআ কাসন্দিআ নিসন্ধ্যা ভেলা
গোরোকচাণ্ডলি কাটে কাসীমলা
চেণ্ডা[১১] বহু বাঁস কাটিল মান্দারি
আমড়া বয়ড়া হরিড়া ধব[১২]
সুখান কাননে মেটাইল দব
কুক্কুরছড়্যা কাটিল গামারি ।[১৩]
ডেফল কাফল করন্দার বন
করঞ্জি মেঙ্দি[১৪] কাটে আসন
বুণ্ডি মামুড়ি[১৫] কাটিল বাবলা
সিমুলি ছাতিন আঙ্গনা নিম
পারুলি দেবদারু মারুল্যা সিম
তেউড়ি দন্তি[১৬] কাটিল আঙলা ।
মুগুর তরলা[১৭] ভালুকা বাঁশ
মুড়া উজাড়িয়া[১৮] করিল নাশ
সিমুলি সোননা[১৯] কাটিল ধনিচা
সিরিষ করকট বনচালিতা
মানগড়্যা বাকুচি কুচাইলতা
কুসুম কাটিল নাটা বনবিচা ।
পলাষ পাকড়ি খদিরের বন
মহাকড়া কাল্যাকড়া উলু বেনা বন
ভাঁটি সাঁটি কাটিল আদাড়ে
মাণ্ডুড়ি পাণ্ডুরি[২০] কাটে শতমূলী
ফলহীন আম জাম কাটিল কুলি
নাদন চারুকুল কাটিয়া উপাড়ে ।
ঘাঁটুফুল ঘাঁটুকাল কাটিল কেয়া
উকন্যা বিরুন্যা ববাই লআ
হড়কচ কড়কচ কাটে কামরাঙ্গা
কাঁটাল কদলি রাখিল গুআ
অশ্বথ রাখিল মূল বান্ধিয়া
রাখিল রুদ্রাক্ষ জায়ফল লবঙ্গ ।
মালতী মল্লিকা নেহালী চাঁপা
ভুজঙ্গকেসর রাখিল জবা
টকর[২১] তুলসী রাখিল রাঙ্গন
করুণা কমলা ছোলঙ্গ টাবা
তাল নারীকেল নগরে শোভা
শঙ্কর পূজিতে রাখিল বেলবন ।
বটতরু রাখিল ষষ্ঠীর ধাম
মহাতরু রাখিল জনবিশ্রাম
মূল বান্ধিল আনিয়া থৈকর
নৃপতি রঘুনাথ কৈল[২২] অবধান
দিয়া বহুধন কৈল[২৩] বহুমান
গীত গাইল মুকুন্দ কবিবর ॥

১১৬

কত মায়া জান আগ মায়াধরি
কে তোমা চিনিতে পারে
ব্রহ্মার ধেয়ানে এ চারি বয়ানে
করজোড়ে স্তুতি করে ।
আদ্যা সনাতনী শাম্ভবী[১] ব্রহ্মাণী
শক্তিরূপা তিন দেবে
শঙ্খিনী শূলিনী কপালমালিনী
তিন লোকে তোমা সেবে ।
ধাত্রী[২] শাকম্ভরী গৌরী দিগাম্বরী
জয়ন্তী কালী মঙ্গলা
তুমি ভদ্রকালী সেবে পুণ্যশালী
হবতনু-হেমমালা ।
দুর্গা শিবা ক্ষেমা চণ্ডী চণ্ডভীমা
বালশশিশিরোমণি
ভৈরবী ভাবতী বাণী বসুমতী
সংসার-দুঃখতারিণী ।
কৌষিকী কুমারী রোগশোকহারী
বারাহী বিন্দুবাসিনী
দুষ্টে উগ্রচণ্ডা বাসুলী চামুণ্ডা
শ্রীফল-শাখাবাসিনী ।
দক্ষমখহরা ভবদুঃখতরা
মহাকালী বর্গভীমা

ব্রহ্মা পুরন্দর হর দিবাকর
দিতে নারে তব সীমা।
যাদব-সেবিতা নন্দগোপসুতা
শুম্ভনিশুম্ভনাশিনী
খেম গ রক্ষিণী মহিষমর্দিনী
শঙ্করী সিংহবাহিনী
বিপদের কালে প্রবেশি পাতালে
প্রাণনাথে কৈলে দয়া
খণ্ডিয়া দুর্গতি রাখ ভগবতী
দিয়া চরণের ছায়া।
রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান
তার সভাসদ রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান

১১৭

এত স্তুতি কৈল যদি যদি ব্যাধের নন্দন
কৈলাসে হইল চণ্ডীর অস্থির মন।
পদ্মাবতী বলি ডাক পাড়ে ঘনে ঘন
স্মরণ করিতে পদ্মা আইলা ততক্ষণ।
গণনা করিয়া পদ্মা বলিল বচন
মহাবীর কালকেতু করে স্মঙরণ।
এমন শুনিঞা চণ্ডী পদ্মার ভারতী
বিশ্বকর্মে পান দিয়া দিলেন আরতি।
মোর ব্রতে যদি বিশাই কর অবধান
মহাবীরের নিজপুরী করহ নির্মাণ।
বিশ্বকর্ম শিরে ধরি চণ্ডীর আদেশ
বেরুনিঞা বেশে তথা করিল প্রবেশ।
তেনমতে প্রবেশ করিল হনুমান
বীরের তোলেন ঘর হইয়া সাবধান।
আওয়াস তুলিল এক কোশ পরমান
আপনি কোদালী ধরে বীর হনুমান।
বিশ্বকর্ম নিরমিঞা দিলেন কোদাল
আড়ে দশ বেঙু দিঘে প্রমাণ বিশাল।
জখন কোদাল ধরে বীর হনুমান
বাসুকী নাগের শির হয় কম্পমান।
নাঞি গাড়ি পাতে বীর না ধরে সিঅনি[১]
অঞ্জলি করিয়া হনুমান তোলে পানি।
গোড়াদাওয়া[২] দিল বীর শুভক্ষণ বেলা।
পোয়ালের কুণ্ড সম হনুমান তোলে চেলা।
এমন পাঁচির দিল হইল চারি পাট
বাছিয়া[৩] পাথর দিল বীর ঝানকাট।
তাল সম উভ বীর করিল পাঁচির
পাথরের দাণ্ডা দিল হনুমান মহাবীর।
মুড়ালী রচিয়া তথি আরোপিল কাট
চারি হালা খড়ে বিশাই ছাইল চারি পাট।
পুরীর ভিতরে রচে চারি চতুঃশালা[৪]
মাজ্যা পিড়া খোপনা বান্ধে দিয়া শিলা।
অন্তঃপুরে সরোবর করিল নির্মাণ
পাষাণে বান্ধিল তার ঘাট চারিখান।
উত্তরে খড়কি সিংহদ্বার পূর্বদেশে
পাষাণে রচিত ঘাট সান চারি পাশে।
সাতানৈআ রন্ধে[৫] বিসাই ধরে সুতা
ইন্দ্রনীল পাষাণে রচিত কৈল পোতা।
সপ্ত[৬] মহলে তোলে চণ্ডিকার দেউল
নানা চিত্র লিখে বিশাই হইয়া অনুকূল।
নানারত্ন দিয়া তথি রচিল পিণ্ডিকা
গান কবি মুসুন্দ প্রসন্ন চণ্ডিকা॥

১১৮

সিত পক্ষ ত্রিয়োদশী গুরু তারা-জুত শশী
তথি যোগ নাম আউম্বান
সুধন্য কার্ত্তিক মাস বীর তোলে আওয়াস
বিশ্বকর্ম সঙ্গে হনুমান।

দেবকাবু বিশ্বকর্ম তাব পুত্র দাবুব্রহ্ম
শিবে ধবে চণ্ডিকার পান
[illegible] জ্ঞাতি বন্ধু নাতি উজ্জাগব দিনবাতি
নানাচিত্র কবএ নির্মাণ।
[illegible] মহাবীব নখে কবে দুই চিব
শিলা তবু পর্বতসম্ভব
[illegible] পত্র একচিত সঙ্গে জ্ঞাতি চাবিভিত
গিবিসম তুলিল নিলয়।[1]
চাব চৌবি চতুঃশালা মাঝে পিড়া খো[2]-ঢালা
পাষাণে বচিত নাছ-বাট
[illegible] বিহঙ্গ তথি বূপে জিনী অমবাবতী[3]
পাটশাল পুবট-কপাট।
[illegible] পূর্ব পাশে বিচিত্র কলস বেসে
বিবচিত বিষ্ণুব দেউল
[illegible] নিলা হিবা খণ্ড বসিতে বিষ্ণুব পিণ্ড
আনল বিজুলি সমতুল।
[illegible] দুর্গা-মেলা তাব পিছে পাটশালা
সিংহদ্বাব পূর্বে জলাশয়
[illegible] উত্তবভাগে জলহবি তাব আগে
প্রতি বাড়ি বূপেব সঞ্চয়।
[illegible] মাঝে শিবেব মন্দিব[5] সাজে
অনাথমণ্ডপ অন্নশালা[6]
[illegible] জনেব তবে দিঘল মন্দিব কবে
প্রবাসীগণেব জথা মেলা।
[illegible] ভাব-বোঝা কুমাব পোড়ায় পাজা
নানা ইট কবএ নির্মাণ
[illegible] ইট কাটে দেউল হুদুবা মটে
সৌধময়[7] কৈল পুবীখান।
[illegible] দীঘি-তট তাহাতে বিচিত্র মট
প্রতিমাদি কবিল নির্মাণ।[8]
[illegible] হিবা নিলা খণ্ড নিবমিল দোলাপিণ্ড[9]
কদম্বকানন সন্নিধান।
পশ্চিমে [illegible] তুলিলেন সএ সএ
দলীজ মসিদ নানা ছাঁদে
সুধন্য কৌসলকালা[10] তুলিল বন্ধনশালা
বিবি চাখে বান্দি জথা বান্ধে[11]।
অযোধ্যা সমান পুবী বিশাই নির্মাণ কবি
পূর্ব[12] দ্বাবে বচিল কপাট
কবিয়া চণ্ডিকা ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
বর্ণনা[13] নগব গুজরাট॥

১১৯

দ্বাবিকা সমান পুবী বিশাই কবিল নির্মাণ
দুইজনে চণ্ডীব প্রসাদ পাইল পান।
পুবী দেখি পুবিল বীবেব অভিলাষ
কেহ বহে গুজুবাটে কেহ জায় বাস[1]।
[illegible] ভাবিয়া বীব শূন্য দেখি পুবী
[illegible]তাপনাশিনী দুর্গা স্মঙবে ঈশ্ববী।
তুমি সত্ত্ব তুমি বজ তুমি তিন গুণ
আবাধনে তুমি হবি হব তিনজন।
[illegible]পদনাশিনী তোমা গায় হবিবংশে
কৃষ্ণেব কাবনে বকা ভাণ্ডাইবা কংসে।
যমুনা আবর্তশালী বিশাল কবালী
তাথ পাব কইলে হবি হইয়া শৃগালী।
ধন দিয়া কাটাইলে গুজবাট বন
কি কাবণে এতগুলা তোলাইলে ভবন।
প্রজাকে আনিতে নাবি আমাব সকতি
নগব বসাইতে মাতা উব গো ভগবতী।
এত স্তুতি কৈল যদি ব্যাধের নন্দন
কৈলাসে চণ্ডীব হইল অস্থির মন।
পদ্মাবতী বলি ডাক পাড়ে ঘনে ঘনে
স্মঙবন কবিতে পদ্মা দিল দবশন।
গণনা কবিয়া পদ্মা বলিল বচন
কালকেতু মহাবীব কবযে স্মঙবন।
অবিলম্বে গেলা মাতা কলিঙ্গনগরে
স্বপ্ন কহেন মাতা প্রতি ঘবে ঘবে।

নগর বসায বীব বনেব ভিতরে
ধান গরু টাকা সোনা দেই সভাকারে।
তোমারে ত বলি শুন বুলন-মণ্ডল
তথা গেলে তোমা সভাব অনেক কুশল।
স্বপ্ন কহেন মাতা কেহো নাহী শুনে
পদ্মা বলেন চল গঙ্গা সন্নিধানে।
অবিলম্বে চলিলা গঙ্গার সন্নিধানে
অভযামঙ্গল কবিকঙ্কণে গানে॥

১২০

গঙ্গা সাধিতে আপন কাম আইলাঙ তোমাব ধাম
বহিবে আমাব কিছু ভাব
প্রাণের বহিনি গঙ্গে চল গো আমাব সঙ্গে
জাব দেশ কলিঙ্গ বাজাব।
দিদী সন্তাপ কব গো মোব দূব
ধরিয়া উন্মত্ত-বেশ হাজাব কলিঙ্গ দেশ
তবে বৈসে গুজবাট-পুব।
হই গো বিষ্ণুর দাসী বিষ্ণুপদ হইতে আসি
সেই প্রভু গতি সভাকাব।
হইয়া বিষ্ণুর অংশা কাব নাহি কবি হিংসা
কেন দেশ হাজাব বাজাব।
পর-পীড়া দেখি লাগে ডব
পরের দেখিয়া দুঃখ হই আমি অশ্রুমুখ
তাবে বড় সদয়হৃদয়।
কুম্ভীরমকরগণ জীব হিংসা অনুক্ষণ
কিবা গুণে ধব তারে কোলে
মহাপাপ জারে গায় সে জন তোমায়ে নায়
কে তোমারে বৈষ্ণবী বলে।
গবর না কর মোর আগে
আসিয়া তোমার নীরে বালিঘাট[১] করি মবে
সেই বধ তোমায লাগে।
পূর্বতপেব ফলে আসিযা আমার নীরে
তনু তেজি আপন ইৎসায়
মহিষ ছাগল মেষ খাইয়া কইলে অবশেষ
সেই বধ লাগয়ে তোমায়ে।
নিচ পশু নাহী ছাড় বরা
স্ত্রী হই করিলে রণ বধিলে অসুরগণ
সমরে করিলে পান সুরা।
তোরে আমি ভাল জানি পিয়াছিলি জহ্নু মুনি
তোমার না করি জল পান
কোন মড়া পেসে কূলে কোন মড়া ভাসে জলে
শ্মশানেতে তোমার অধিষ্টান।
ছাড় গঙ্গে আপন বড়াই
উচিত বলিব যদি তোমা সম পাপ নদী
ভুবন খুঁজিলে পাইতে নাঞি।
দুহাঁব কন্দল শুনি পদ্মাবতী বলে বাণী
চল জাব সমুদ্রের স্থান
আজ্ঞা দিলে জলনিধি আসিব সকল নদী
শ্রীকবিকঙ্কণ বস গান॥

১২১

কোপে কম্পমান তনু কম্পে সর্ব গা
যোজন যোজন বই পড়ে এক পা।
নিমিষেকে উত্তরিলা সমুদ্রেব ধাম
সম্ভ্রমে উঠিয়া সিন্ধু করিল প্রণাম।
পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক দিল আচমনী
পূজা করি সিন্ধু তারে বলে স্তুতিবাণী।
অবনি লোটাইয়া সিন্ধু জোড় করি কর
কিসের কারণে মাতা আইলে মোর ঘর।
চিরদিন নাহি মাতা আইস ভদ্রকালী
আমার আশ্রম আজি হইল পুণ্যশালী।
মোর পুণ্যে তরু হীন হইল ফলবান
আমার আশ্রমে দুর্গা তুমি বিদ্যমান।
পূর্বে পবিত্র আমি গঙ্গার মিলনে
ততোধিক হইল তব পদ-দরশনে।

চণ্ডিকা বলেন ভিক্ষা দেহ সিন্ধুপতি
দেহ নদনদীগণ আমাব সংহতি।
হাজাব বাজাব দেশ বসাব নগব
ঘোষণা বাখিব বীবেব অবনি ভিতব।
এমন শুনিঞা সিন্ধু চণ্ডীব বচন
হাথে হাথে নদনদী[১] কৈল সমর্পণ।
প্রণাম[২] কবিয়া দিল পুষ্পক বিমান
ইন্দ্রেব ভুবনে মাতা কবিল পযান।
সম্ভ্রমে উঠিয়া ইন্দ্র জোড কবি কব
কিসেব কাবণে মাতা আইলে মোব ঘব।
নীলাম্ববে খিতি লইযা মনে ভাবি ব্যথা
মহেন্দ্র তোমাব লোকে নাহি তুলি মাথা।
পুত্রশোকে পুবন্দব কান্দিয়া বিকল
সুবপুবে উঠে ক্রন্দনেব মহাবোল।
চণ্ডিকা বলেন শুন বাপা পুবন্দব
অবিলম্বে আন্যা দিব তোমাব কোঙব।
সাত দিবসেব তবে দেহ চাবি মেঘে
নীলাম্ববেব কার্য কবি আন্যা দিব বেগে।
এমন শুনিঞা ইন্দ্র চণ্ডীব বচন
হাথে হাথে চাবি মেঘ কৈল সমর্পণ।
অভযাচবণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গীত॥

চল রে পুষ্কর মেঘ — দুষ্কর তোমার বেগ
সঙ্গে চল কুমুদ বামন
তুমি যদি মন কর — প্রলয় করিতে পার
কলিঙ্গের কোথায গণন।
আবর্ত[১] মেঘবাজ — করহ চণ্ডীর কাজ
লইবে অঞ্জন পুষ্পদন্ত
ঝনঝনা বৃষ্টি শিলা — সঙ্গে লৈয়া কর লীলা[২]
কলিঙ্গপুবেব কব অন্ত।
সম্বর্ত কবহ হিত — কর গিয়া যথোচিত
সার্বভৌম সংহতি[৩] লইয়া
মোব কার্যে দেহ দৃষ্টি — কলিঙ্গে করহ বৃষ্টি
জেমন বলেন মহামাযা।
গজ জোগাইবে বাবি — বরিষ মুষলধারি
ঝাট জাহ কলিঙ্গনগব
প্রলযকালেব মত — ঝড়বৃষ্টি অবিরত
কলিঙ্গেব না বাখিহ ঘব।
চণ্ডীব আদেশ পায — লঘুগতি মেঘ ধায়
পঞ্চাশ পবন কবি ভর
খেনেকে বাযুব বেগে — গগন জুড়িল মেঘে
চৌঘোড়ে[৭] কলিঙ্গনগর।
মহামিশ্র জগন্নাথ — হৃদযমিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদযনন্দন
তাহাব অনুজ ভাই — চণ্ডীব আদেশ পাই
বিবচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

১২২

শুন শুন মেঘগণ — কর ঝড়-বরিষণ
কলিঙ্গে হইয়া প্রতিকূল
মোব মখভঙ্গকালে — আকুল কবিলে জলে
জেন নন্দ-গোপের গোকুল।
পান লেহ মোব দ্রোণ — শুধিবে আমার লোন
শীঘ্র চল চণ্ডিকাব সঙ্গে
পুণ্ডরীকে ঐবাবতে — দুই গজ লৈযা সাথে
বিষ্টি কবি ডুবাবে কলিঙ্গে।

১২৩

ঈশানে উবিল মেঘ সঘনে চিকুর
উত্তব পবনে মেঘ ডাকে দুরদুর।
নিমিষেকে জোড়ে মেঘ গগনমণ্ডল
চাবি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল।
কলিঙ্গে বহিযা মেঘ ডাকে ঘোর নাদ
প্রলয গুনিযা প্রজা ভাবযে বিষাদ।

হুড়হুড় দুরদুর বিপরীত ঝড়
বিপাকে চতুর প্রজা উঠ্যা দিল রড় ।
ধূলি আচ্ছাদিত হইল চারিভিত
উলটিয়া পড়ে ঘর প্রজা চমকিত ।
চারি মেঘে জল দেই অষ্ট গজরাজ
সঘনে চিকুর পড়ে বেঙ্গ-তড়কা বাজ ।
করিকর-সমান বরিষে জলধারা
জলে একাকার মহী পুখুর হইল হারা ।
ঘন বাজ-ধ্বনি চারি মেঘের গর্জন
কার কথা শুনিতে না পায় কোন জন ।
পরিচ্ছেদ নাহী সন্ধ্যা দিবসরজনি
স্মঙরে সকল লোক জনক জননি[১] ।
গর্ত ছাড়ি ভুজঙ্গ ভাসিয়া বুলে জলে
নাহীক নির্জল[২] স্থল কলিঙ্গ-মণ্ডলে ।
সাত দিন জলবৃষ্টি হয় নিরন্তর
আছুক শস্যের কাজ হাজ্যা গেল শর ।
মাঝ্যায় পড়িল শিল বিদারিয়া চাল
ভাদ্রপদ মাসে জেন পড়ে পাকা তাল
চণ্ডীর আদেশে ধায় বীর হনুমান
মট হুদরা ভাঙ্গ্যা করে খানখান ।
চারিদিকে ধায় ঢেউ পর্বতবিশাল
উঠে পড়ে ঘরগুলা করে দোলমাল ।
চণ্ডীর আদেশে ধায় নদনদীগণ
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১২৪

চণ্ডীর আদেশে ধায় নদনদীগণ
কলিঙ্গ দেশের[১] সনে করিতে মিলন ।
আজ্ঞা দিল ভবানী চলিলা মন্দাকিনী
ছাড়িয়া গগন-স্থিতি
সঙ্গে মকরজাল ছাড়িয়া পাতাল
চলিলা ভোগবতী ।
প্রবলতরঙ্গা ধাইল গঙ্গা
সঙ্গে দিনকর-সুতা[২]
ধাইল দ্রুতপদ ষোল শয় মহান-
সরযূ ধায় বেগজুতা ।
আমোদর দামোদর ধাইল দারুকেশ্বর
সিলাই চন্দ্রভাগা
কুবাই দাবাই[৩] ধাইল দুই ভাই
বগাটীর খাল[৪] ধায় বগা ।
ধাইল ঝুমঝুমি করিয়া দামাদামি
ঘিআই মুণ্ডাই সঙ্গে
ধাইল তারাজুলী গুঙ্কারা কুতুহলী
রত্না[৫] চলিলা রঙ্গে ।
খরতর-লহরী ধাইল গোদাবরী
কালা ধায় দামোদর
খালি জুলি সঙ্গে চলিলা রঙ্গে
বুড়া মস্তেশ্বর ।
ধাইল বরুণা গঙ্গা যমুনা
অজয় সরস্বতী
ধাইল কুন্তী কালা ধায় গোমতী
সরমা কংসাবতী ।
ধাইল কাঁসাই মহানদী বিড়াই
খরস্রোতা বামন্যার[৬] খানা
চারিদিগে জল হইল ধবল
কলিঙ্গ জুড়িয়া ফেনা ।
বাজাইয়া দণ্ড মাকড়া[৭] চণ্ডী
নড়িলা সত্বর হইয়া
সঙ্গে কাল্যাঘাই চলিলা[৮] মহানই
স্বর্ণরেখা লইয়া ।
নদনদী দেখিয়া কৌতুকে অভয়া
উঠিলা কেশরি-যানে
ললিত ছন্দে দ্বিজবর মুকুন্দে
পাচালী-প্রবন্ধে ভনে ॥

১২৫

দুঃখিত কলিঙ্গরায় হাথি ঘোড়া ভাস্যা যায়
অট্টালায় উঠে রামাগণ
ঘরে প্রবেশে জল রহিতে নাহিক স্থল
খাট পালঙ্গ ভাসে নানা ধন।
দেখিয়া জলের স্থিতি চিন্তিত কলিঙ্গপতি
সাজন করিয়া আনে নায়
পরিবার সহিত রাজা করিয়া তরির পূজা
আরোহণ করে দণ্ডরায়।
দেখিয়া তোমার দোষ কোন দেব কৈল রোষ
মজিল তোমার সম্পদ
কর ধৌত দেহ দান সাধিবে দ্বিজের মান
বাড়িবেক তোমার সম্পদ।
দ্বিজের বচন শুনি নরপতি মনে গুনি
কনক-অঞ্জলি দিল জলে
আনন্দী পাইয়া মান সভে গেলা নিজ স্থান
রাজা সুস্থিক[১] কর্মফলে।
যাব টুটে নীর দোঁথ রাজা সুস্থিরমতি
দ্বিজগণে দিল নানা ধন
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্দ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

১২৬

বিষাদ ভাবিয়া প্রজা করয়ে ক্রন্দন
দুই চক্ষু হইল সভার ধারা শ্রাবণ।
বুলন মণ্ডল বলে শুন মোর ভাই
হাজিল বিলের শস্য তারে না ডরাই।
মসহাত করিল রাজা দিয়া খাটদড়ি[১]
প্রথম আঘনে[২] চাহি তিন তেহাই কড়ি।
কেহো কেহো বলে ধন থুইয়াছিলাঙ চালে
চালের সহিত ধন ভাস্যা গেল জলে।
দেশমুখ বলে ভাই শুন মোর বোল
সভে ভাস্যা গেল মোর কাপাস সাত ডোল।
ভাণ্ডু[৩] দত্ত বলে মোর কর্মের ফল
আমার দুয়ারে জল হইল অথল[৪]।
উঠানে ডুবিয়া মরি না জানি সাঁতার
জটে ধরি মাগু মোর করিল উদ্ধার।[৫]
বুলন মণ্ডল গেল বীরের নগর
গাহিল পাচালী মুকুন্দ কবিবর॥

১২৭

শুন ভাই বুলন মণ্ডল
আইস আমার পুর সন্তাপ করিব দূর
কানে দিব হেমকুণ্ডল।
আমার নগরে বৈস জত ভূমি চাষ চষ
সাত[১] সন বই দিয় কর
হাল পীছে এক তঙ্কা না করিহ কারে শঙ্কা
পাটায়[২] নিসান মোর ধর।
নাঞি দিহ বাউড়ি রয়্যা বস্যা দিহ কড়ি
ডিহিদার নাহি দিব দেশে
সেলামী বাঁসগাড়ি নানা বাবে জত কড়ি
নাহি দিহ গুজুরাট দেশে।
পার্বনি পণ্ডক-জাত ওড়া-লোন সানা-ভাত
ধানকাটী কলম-কসুরে
জত বেচ চালু ধান তার নাহি নিব দান
অঙ্ক নাহী বাড়াইব পুরে।
জত বৈসে দ্বিজবর তার নাহি নিব কর
চাষভূমি বাড়ি দিব দান
হইয়া ব্রাহ্মণের দাস পূরিব সভার আশ
জনে জনে সাধিব সম্মান।
ভাণ্ডু[৩] দত্ত হেন কালে আসিয়া মধুর বলে
মোর আগে কেবা পাব মান[৪]
দামিন্যা-নগরবাসী সঙ্গীতে অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

১২৮

ভেট লৈয়া কাঁচকলা পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা
আগু ভাঁড়ুদত্তের পয়ান
ফোঁটা পাটা[১] মহাদম্ভ ছিঁড়া জোড়ে কোঁচা লম্ব
শ্রবণে কলম খরসান[২] ।
প্রণাম করিয়া বীরে ভাঁড়ু নিবেদন করে
সম্বন্ধ পাতাইয়া খুড়া খুড়া
ছিঁড়া কম্বলে বাস মুখে মৃদু মৃদু হাসি
ঘন ঘন সেই বাহু-নাড়া ।
খুড়া আইলাঙ[৩] প্রতিআসে বসিতে[৪] তোমার দেশে
আগেতে ডাকিবে ভাঁড়ু দত্তে
জতেক কায়েস্ত দেখ ভাঁড়ুর পশ্চাৎ লিখ
কুলে শীলে বিচারে মহত্তে ।
কহিয়ে আপন তত্ত্ব আমলহাঁড়ার দত্ত
তিন কুলে আমার মিলন
ঘোষ-বউষের কন্যা দুই নারী মোর ধন্যা
মিত্রে কৈল কন্যা বিতরণ ।
গঙ্গার দুকূল কাছে জতেক কায়েস্ত আছে
মোর ঘরে করয়ে ভোজন
ঝারি বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া করি ব্যবহার
কেহো নাহী করয়ে রন্ধন ।
বহুপরিবার মেলা দুই মাগু[৫] চারি শালা
চারি পুত্র বহিনি সাঝুড়ি
ছয় মাতা[৬] আট চেড়ি এই হেতু ছয় বাড়ি
ধান্য দিলে নাহী দিব বাড়ি ।[৭]
হাল বলদ দিবে খুড়া দিবে হে বিছন-পুড়া
ভান্য খাইতে ঢেঁকি কুলা দিবে
আমি পাত্র তুমি রাজা আগে আন মোর পূজা
অবশেষে ভাণ্ডুরে জানিবে ।
ভাণ্ডুর বচন শুনি মহাবীর মনে গুনি
ভাণ্ডুর করেন বহুমান
দামিন্যা-নগরে বাসী সঙ্গীতের অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

১২৯

সঘনে নাড়িয়া শির গাঙটি প্রবন্ধে ধীর[১]
ভাঁড়ু দত্ত কহে কানকথা[২]
জেই হেতু প্রজা বৈসে কহি আমি সবিশেষে[৩]
একে এতে প্রজার বারতা ।[৪]
তাড়বালা দিবে মান দিবে হে বলদ[৬] দান
উচিত কহিতে কিবা ভয়
জিনিতে প্রজার মাথা পত্র নিবে এক ছিয়া
বন্দে বন্দে জেন প্রজা রয় ।
জখন পাকিবে খন্দ পাতিবে বিষম ফন্দ
দারিদ্রের ধানে নিবে নাগা
খাইয়া তোমার ধন না পালায় কোন জন
অবশেষে নাহী পা[illegible]গা ।
দেওয়ান ঘোষের[৫] বেটা লইত আমার চিঠা
জারে বল বুলান মণ্ডল
[বুঝিয়া করহ কাজ শেষে নাহি পাও লাজ
ভালমন্দ তোমার সকল][৬]
পরিত পুরান[৭] কাচা জানিত আমার ভাচা
চাষা বেটা হব দেশমুখ
নফরের হাথে খাঁড়া বহুড়িজনের ভাড়া
পরিণামে দেই মহাদুঃখ ।
[আমি কায়েস্থের মুখ্য তুমি খুড়া জাহে পক্ষ
মোরে কর সহর-মণ্ডল][৮]
থাকিতে সকল প্রজা আগে মোর কর পূজা
কহিয়া দিল প্রকার সকল ।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১৩০

কলিঙ্গনগর ছাড়ি প্রজা লয় ঘর-বাড়ি
নানা জাতি বীরের নগরে

বীরের পাইয়া পান বৈসে যত মুসলমান[১]
পশ্চিম দিগ বীর দিল তারে।
আইসে[২] চড়িয়া তাজি সৈয়দ মোলনা কাজী
খইরত দেয় বীর বাড়ি
পুরের পশ্চিম পাটী বলায় হাসনহাটী
এক-মুদনিয়া[৩] ঘর-বাড়ি।
ফজর সময়ে উঠি বিছাই[৪] লোহিত পাটী
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ[৫]
সোলেমানী[৬] মালা ধরে জপে পীর পেগম্বরে
পিরের মোকামে দেই সাজ।
দশ বিশ বিরাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুক্ষণ পড়য়ে কোরান
বসাইয়া কেহ হাটে পিরের সির্নি বঁটে
সাঁজে বাজে দগড়ি নিসান।
বড়ই দানীসবন্দ কাহেহ না করে মন্দ[৭]
প্রাণ গেলে রোজা নাহী ছাড়ি
ধরে কম্বুজ-বেশ শিরে নাহী রাখে কেশ
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ী।
না ছাড়ে আপন পথে সদাই টুপী দেই[৮] মাথে
ইজার পরয়ে দড় নাড়ি[৯]
যাব দেখে খালি মাথা তা সনে না কহে কথা
সারিয়া দণ্ডের মারে বাড়ি।[১০]
আটনা বেটনা[১১] নিঞা বসিল সকল[১২] মিঞা
ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মুছে[১৩] হাথ
সুবানি লোহানী স্পানী[১৪] কিতাগী[১৫] বিট্টানি হুনি[১৬]
পাঠান বসিল নানা জাত।
বসিল অনেক মিঞা আপন তবর নিঞা
কেহো নিকা কেহো করে বিহা
মোললা পড়াইয়া নিকা দান পায় সিকা সিকা
দোয়া করে কলিমা পড়িয়া।
করে ধরি করা[১৭] ছুরি মুরগী[১৮] জবাই[১৯] করি
দশ গণ্ডা দরে পায় কড়ি
বকরি জবাই জথা মোললাকে দেই মাথা
দরে[২০] পায়ে কড়ি ছয় বুড়ি।
জত শিশু মুসলমান করিয়া[২১] দলিজখান
মকদ্দম পড়ায়ে পড়ানা[২২]
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
গুজরাটপুরের বর্ণনা ॥[২৩]

১৩১

রোজা নেমজ না জানিঞা বোলাইল গোলা
তাসন করিয়া কেহো নাম ধরে জোলা।
বলদে বহিয়া ধান বলাইল মুগারি[১]
পিঠা বেচিয়া নাম বলাইল[২] পিঠাহারি[৩]।
মৎস্য বেচিয়া নাম বলাইল কাবাড়ি[৪]
নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ি।
হিন্দু হইয়া মুসলমান হয় গরসাল
কাঁন হইয়া মাগ্যা খায় পায়্যা নিশাকাল।
সানা বান্ধিয়া নাম ধরে সানাকর
জীবন[৫] উপায় তার পায়্যা তাঁতিঘর।
পট লৈয়া ফিরে[৬] কেহো নগরে নগরে
তিরকর হইয়া কেহো নিরমায় শরে।
কাগজ কুটিয়া নাম বলায় কাগতি[৭]
কলন্দর[৮] হইয়া কেহো ফিরে দিবারাতি।
নানাবৃত্তি করিয়া বসিল মুসলমান
সাবধান হইয়া শুন হিন্দুর উঠান[৯]।
অভয়াচরণে মজুক নিজচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত ॥

১৩২

পাইয়া বীরের পান বৈসে জত কুলস্থান
বীরের নগরে বিপ্রগণ
শাস্ত্র বিচার করে আশিষ করিয়া বীরে
নিত্য পায়[১] ভূষণ চন্দন।

কুলে শীলে নহে নিন্দা মুখটী চাটাতি বন্দা
কাঁজিলাল গাঙ্গুলি ঘোষাল
পুইতণ্ডি বৈসে হড় রাইগাঞি কেশরগড়
ঘণ্টেশ্বরি[২] বইসে কুলীডাল[৩] ।
পারীসাতি পিতমণ্ডি ঝিকবাড়ি নালখণ্ডি
পোড়াবি বড়াল কুডমাল
চোটখণ্ডি পলসাঞি দিগাড়ি কুসুমগাঞি
সাঙ্গাড়ি কুলপী বলিয়াল
কড়িয়াল কুলস্যাল সিমুলাঞি কুলিডাল
পিপলাই বৈসে পূর্বগাঞি
ধনে মানে অতিচণ্ড বাবলি পিটাসখণ্ড
করলাই নিবসে[৪] পলাসাঞি ।
পালধি হিজলগাঁই মাষচড়ক ডিঙ্গসাঞি
কয়োড়ি দানড়ি ভুরিস্টাল
বটগ্রামী নন্দিগাই ভাটাতি সবলসাঞি
নালশী কায়াজি মিশ্রীনাল ।
গাঞি নাঞী গোত্র আছে বসিল বঁড়িবি[৫] কাছে
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নয় শত
ব্যবহারে বড় রিজু নিত্য পড়যে যজু
বেদবিদ্যা মুখে অবিরত ।
দেখিতে সুসারি সারি ব্রাহ্মণের ঘরসারি
সারি সারি বিষ্ণুর সদন
কনককলস চূড়ে নেতের পতকা উড়ে
গৃহশিরে শোভে সুদর্শন ।
কেহ হয় অধিষ্টাতা কোন দ্বিজে কহে কথা
কেহো পড়ে আগম[৬] পুরান
নানা দেশ হইতে আইসে পড়ুয়া বিদ্যার আশে
দেই বীর হয় গজ দান ।
মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে
শিখিয়া পূজার অনুষ্ঠান
চন্দন তিলক পরে[৭] দেব পূজে ঘরে ঘরে
চালের পুটলী[৮] বান্ধে টান ।
ময়রা ঘরে পায় খণ্ড গোপ ঘরে দধিভাণ্ড
তোল ঘরে তৈল কূপী ভরি

কোথাহ মাসরা[৯] কড়ি কেহ দেই ডালি বড়ি
গ্রামবাজী আনন্দে সাঁতরি ।
গুজুরাট নগরে ঘরে ঘরে শ্রাদ্ধ কয়ে
গ্রামযাজী করি অধিষ্ঠান
সাঙ্গ করি দ্বিজ কয কাহন দক্ষিণা হয
হাথে কুশে দক্ষিণা ফুরান ।
গালি দিয়া লণ্ডে ভণ্ডে ঘটক ব্রাহ্মণ দণ্ডে
কুলপাঁজি করিয়া বিচার
জে নাহি গৌরব করে সভায় বিড়ম্বে তাঁরে
জাবদ না পায পুরুস্কার ।
গুজুরাট এক পাশে গ্রহবিপ্রগণ বৈসে
বর্ণদ্বিজগণ মঠপতি
দীপিকা ভাস্বতী ধরে জ্যোতিষ বিচার করে
বালকের লিখয়ে জাওযাতি ।
মাথায পিঙ্গল জটা কাপড়ি সন্ন্যাসী-ঘটা
ঝুপড়ি বান্ধিযা এক পাশে
গায়ে নানা তীর্থচিহ্ন ভিক্ষা মাগে অনুদিন
এক পাশে গুজুরাটে বৈসে ।
সদা গায হরিনাম ভূমি পায ইনাম
বৈষ্ণব বসিল গুজুরাটে
বাঁধা কমণ্ডলু লাঠি গলায তুলসী-কাঁঠি
সদাই গোঙায় গীত-নাটে ।
আওজন[১০] ঘরবাড়ি দেই বীর বাক্য পড়ি
কুশ তিল নীর করি করে
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
সুখে থাকী আবড়া নগরে ।

১৩৩

দেই বীর বাসা জত প্রজা বৈসে শতশত
আপনার ছাড়িয়া নিবাস
তেসনি ইনাম বাড়ি প্রজা নাহি গনে কড়ি
সভাকার হৃদয়ে উল্লাস ।

ক্ষেত্রি বৈসে ভানুবংশ সর্বলোক অবতংস
চন্দ্রবংশ বৈসে মহাজন
পুরান শ্রবণ আশে বসিল বিপ্রের পাশে
অনুদিন দ্বিজে দেই দান ।
দোসর জমের দূত বৈসে যত রজপুত
মল্ল বৈসে রাজচক্রবর্তী
... সেবে অনুক্ষণ দ্বিজে দেই নানা ধন
দেশে দেশে জাহার খেয়াতি ।
করিয়া[১] আখড়া ঘরে দণ্ডযুদ্ধ কেহ করে
মল্লবিদ্যা গুলি চাপগারি[২]
লইযা দণ্ডকের[৩] বাড়া কেহ করে[৪] মেলা পাড়া
ঢাল পাতী কেহ জায়ে হারি ।
...সি পুর গুজুরাটে নিবাস করিল ভাটে
অবিরত পড়য়ে পিঙ্গল
...ব দেই খাসা জোড়া চড়িতে উত্তম ঘোড়া
নিত্য চিন্তে বীরের মঙ্গল ।
বৈসে বৈশ্য মহাজন কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ
কৃষিকর্ম করে গোরক্ষণ
কেহ কলন্তর লয় কেহ বৃষে ধান্য বয়
পালয়ানী বেচে[৫] কোন জন ।
কেহো দর করি তোলা হিরা নিলা মুতি পলা
অন্বেশ সফরে ভ্রমি আনে
সাজন করিয়া নায় নানা সফর যায়
শঙ্খ চন্দন ভরি আনে ।
চানর পামরি ভোট সকল্লাত গজঘোট
পট্টি সতরঞ্জ লাখে লাখে
এক বেচে আর কেনে নিত্য নিত্য বাড়ে ধনে
গুজুরাটে প্রজা বৈসে সুখে ।
বৈদ্যক জনের তত্ত্ব গুপ্ত সেন দাস দত্ত
কর আদি বৈসে কুলস্থান
...নিকায় কার যশ[৬] কেহো প্রয়োগের বশ
নানাতন্ত্র করয়ে বাখান ।
উঠিযা প্রভাতকালে ঊর্ধ্ব ফোঁটা করি ভালে
বসন মণ্ডিত করি শিরে
পরিয়া উজ্জ্বল ধুতি কাথে করি লয়া[৭] পুথি
গুজুরাটে বৈদ্যজন ফিরে ।
জার দেখে সাধ্য রোগ ঔষধ করএ যোগ
বুকে ঘা মারিয়া আগে ধায়[৮]
অসাধ্য দেখিযা রোগ পালাইতে করে যোগ
নানা ছলে করয়ে বিদায় ।
কর্পূর পাঁচন করি তবে জিয়াইতে পারি
কর্পূরের করহ সন্ধান
রোগী সবিনয় বলে কর্পূর আনিতে চলে
সেই পথে বৈদ্যের পালান[৯] ।
বৈদ্যক জনের পাশে অগ্রদানিগণ বৈসে
নিত্য করে রোগীর সন্ধান
রাজকর নাই দেই বৈতরণী ধেনু নেই
হেমগর্ভ তিল লয় দান ।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১৩৪

ভেট লইয়া দধি মাছ ঘৃত কুম্ভে বান্ধি গাছ
কায়েস্থ আইলা মহাজন
প্রণাম করিয়া বীরে নিজ নিবেদন করে
সুখী হইলা ব্যাধের নন্দন ।
কায়েস্থ মিলিয়া ভাযে আইলাঙ তোমার পাশে
গুজরাটে করিব বসতি
বিচার করিযা তুমি দিবে ভাল বাড়ি ভূমি
প্রজাগণে কর অবগতি ।
কোনজন সিদ্ধকুল সাধ্য কেহ ধর্মমূল
দোষহীন কায়েস্থের সভা
প্রসন্ন সভার[১] বাণী লিখাপড়া সভে জানী
ভব্যজন নগরের শোভা ।

অনেক কায়েস্থ মেলা দেখিয়া তোমার খেলা
আইলাঙ তোমার সন্নিধান
কুলে শীলে হীনদোষ কেতো মাহেশের[২] ঘোষ
বসু মিত্র কুলের প্রধান।
তব গুণে হইয়া বন্দি পাল পালিত নন্দী
সিংহ সেন দেব দত্ত দাস
কর নাগ সোম চন্দ ভগ্ন বিষ্ণু রাহা নন্দ
একস্থানে করিব নিবাস।
বীর কর অবধান প্রজাগণে দেহ পান
ভূমি বাড়ি করিয়া চিহ্নিত
কিছু দিবে ধান্য বাড়ি বলদ কিনিতে কড়ি
সাধন লইবে বিলম্বিত।
ত্যাগ করি কলিঙ্গে লক্ষ ঘর প্রজা সঙ্গে
একস্থানে করিব নিবাস
বিচার করিয়া তুমি দিবে ভাল বাড়ি ভূমি
শুনি বীরহৃদয়ে উল্লাস।
ধার লহ লক্ষ তঙ্কা কারেহ না কর শঙ্কা
দক্ষিণ আশায় কর বাস
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
রঘুনাথ রাজার[৩] প্রকাশ ॥

১৩৫

নিবসে হলিক[১] গোপ না জানে কপট কেপে
খেতে উপজায়[২] নানা ধন
গুড় তিল মুগ মাষ গম সর্ষা[৩] কাপাস
সভার পূর্ণিত নিকেতন।
তেলি বৈসে কত জনা কেহ চাষী কেহ ঘনা
কিনিঞা বেচয়ে কেহ তেল
কামার পাতিয়া শাল কুঠারি[৪] কোদাল[৫] ফাল
গড়ে টাঙ্গি অঙ্গরখি[৬] সেল।
লইয়া গুবাক পান বৈসে তাম্বুলিগণ
মহাবীরে নিত্য দেই বিড়া
গুবাক সহিত পানে বিড়া বান্ধে সাবধানে
কখন না পায় রাজপীড়া।
কুম্ভকার গুজুরাটে হাঁড়ি কুঁড়ি গড়ে পিটে
মৃদঙ্গ দগড় কাড়া পড়া
শত শত এক জায় গুজুরাটে তন্তুবায়
ভূমি খুনি ধুতি বোনে[৭] গড়া।
মালী বৈসে[৮] গুজরাটে মালঞ্চে সদাই খাটে
মালা মউড় গড়ে ফুলঘর
ফুলের পুটলি বান্ধে সাজি দণ্ড করি কান্ধে
ফিরে তারা নগরে নগর।
বারুই নিবসে পুরে বোরজ[৯] নির্মাণ করে
মহাবীরে নিত্য দেই পান
বলে যদি কেহ নেই বীরের দোহাই দেই
অনুচিত না দেই বিধান।[১০]
নাপিত বইসে তথা কক্ষতলে করি কাতা
করে ধরি রসান দর্পণ
আঘরি[১১] নিবসে পুরে আপনার বিত্য করে
অনুচিত না করে কখন।
মোদক প্রধান রানা করে চিনি কারখানা
খণ্ড নাড়ু করয়ে নির্মাণ
পশরা করিরা শিরে নগরে নগরে ফিরে
শিশুগণ ধরয়ে জোগান।
সরাক বৈসে গুজরাটে জীবজন্তু নাঞি কাটে
সর্বকাল করে নিরামিস
পাইয়া ইনাম বাড়ী বুনে নেত পাট সাড়ী
দেখি বড় বীরের হরিস।
বৈসে যত গন্ধবান্যা গন্ধ বেচে ধূপধুনা
পসরা করিয়া চলে হাটে
শঙ্খবান্যা কাটে শঙ্খ কেহ তার করে রঙ্গ
মণিবান্যা বৈসে গুজুরাটে।
কাঁসারি পাতিরা শাল ঝারি খুরি গড়ে থাল
বাটী ঘটী বট-লই[১২] শিপ
সাঁপুড়া চুনাতি[১৩] বাটা উরমাল ঘাঘর ঘাঁটা
সিংহাসন গড়ে পঞ্চদীপ।

সুবর্ণবণিক বৈসে   রজত কাঞ্চন কষে
পোড়ে ফোড়ে দেখিয়া সংশয়
কিছু বিচে কিছু কিনে   নিত্য নিত্য বাড়ে ধনে
পুর মধ্যে জাহার নিলয়।
নিবসে পশাতোহর   পুর মধ্যে জার ঘর
নির্মাণ করয়ে অভরণে
দেখিতে দেখিতে জন   হরয়ে পরের ধন
হাত বদলিতে তারা জানে।
পল্লব-গোপ বৈসে পুরে   কান্ধে ভার বিকী করে
বন ভাঙ্গ্যা বসায় বাথান
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ   গান কবি শ্রীমুকুন্দ
মনোহর পাঁচালি নির্মাণ॥

১৩৬

পাইয়া ইনাম খিতি   বৈসে প্রজা নানাজাতি
আনন্দিত বীরের নগরে
বীর করে বহুমান   দেই দিব্য পরিধান
নাটগীত সভাকার ঘরে।
মৎস্য বেচে চষে চাষ   কৈবর্ত ধীবর[1] দাস
কলু নগরে পিড়ে[2] ঘানী
পাইতি নিবসে পুরে   নানাবিধি বাদ্য করে
পুরে ভ্রমে মাজুরি বিকনি।
[পুর মধ্যে বৈসে নড়ি   নানাবর্ণে গড়ে চুড়ি
জৌ দিয়া করয়ে গঠন
নগরের একপাশে   বহু সৌগণ বৈসে
সুরা তারা করে অনুক্ষণ।][3]
বাগদি নিবসে পুরে   নানা অস্ত্র লৈয়া করে
দশ বিশ পাইক করি সঙ্গে
মাটীয়া[4] নিবসে পুরে   জাল বুনে মাছ ধরে
কোঁচগণ বৈসে নানা রঙ্গে।
নগরে করিয়া শোভা   নিবসে অনেক ধোবা
দড়ায় শুখায় নানা বাসে
দরজি কাপড় শিঞে   বেতন করিয়া জিঞে
গুজরাটে বৈসে এক পাশে।
শিউলি নিবসে পুরে   খাজুর কাটিয়া ফিরে
গুড় করে বিবিধ বিধানে
ছুথার নগর মাঝে   চিড়া কুটে মুড়ি[5] ভাজে
কেহ করে চিত্র নির্মাণে[6]।
পাটনি নগরে বৈসে   রাত্রি দিন জলে ভাসে
পার করি লয় রাজকরে
আসি পুর গুজরাটে   বৈসে জত জগাভাটে[7]
ভিক্ষা মাগি বুলে ঘরে ঘরে।
চৌদুলি চুনারি মাঝি   কোরঙ্গা দেখায় বাজি[8]
মাল বৈসে পুরের বাহিরে
চণ্ডাল নিবসে পুরে   লবণ বিক্রয় করে
পানিফল কেশুর পসারে।
গোহাল্যে গাইয়া গীত   কোয়ালি ফিরয়ে নিত
এক ভিতে বসিল মারাটা
ফিরে তারা গুজুরাটে   সুলঙ্গে পিলুই কাটে
ছানি ফোঁড়ে চক্ষে দিয়া কাঁটা।
দুরন্ত[9] কিরাত কোল   হাটেতে বাজায় ঢোল
জাতিজীবী[10] বসিল কেয়লা[11]
[কেওরা বসিল হাড়ি   ঘাস কাট্যা লয় কড়ি
সুঁড়ির ঘরেতে জার মেলা।
মোজা পানিঞে জিন   নিরমায়ে অনুদিন
চামার বসিল এক ভিতে
বিঅনি চালুনী ঝাঁটা   ডোম গড়ে ছাতা নাটা[12]
কির্ত্তি করে হরষিত চিতে।
লম্পট পুরুষ আশে   বারবধূগণ বৈসে
একভিতে তার অধিষ্ঠান
নাটুয়া কলন্ত সঙ্গে   বসিল পরমরঙ্গে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

চতুর্থ দিবস

দিবা

১৩৭

মস্করা পুতিয়া বীর বান্ধে বনমালা[১]
হাটুয়া আনিয়া বীর দিল তাড় বালা
বেরুনিঞা জন আনি বান্ধে নদী পানি
জত জন আসিব বেবাজ হাট শুনি ।[২]
কেহ তৈল আনে কেহ আনো খণ্ড দধি
ভক্ষ-দ্রব্য বেচে উপহার নানাবিধি ।
এমন সময়ে ভাঁড়ু দত্ত হাটে আইসে
পসারী পসার ঢাকে ভাঁড়ুর তরাসে ।
পসার লুটিয়া ভাঁড়ু ভরয়ে চুপড়ি
জত দ্রব্য লয় ভাঁড়ু নাঞি দেই কড়ি ।
লণ্ডে ভণ্ডে দেই গালি বলে শালামালা
আমি মহামণ্ডল আমার আগে তোলা ।
টানাটানি করে ভাণ্ডু হাটুয়া নাঞি ছাড়ে
কেশে ধরি কিল লাথি মারে তার ঘাড়ে ।
পিঠে চুন মাখিয়া হাটুয়া চলিল আর্দাসে
ভাই বন্ধু পসার লইয়া চলে বাসে ।
অভয়াচরণে মজুক নিজচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

১৩৮

মহাবীর রাজ্য কর ভাঁড়ু দত্ত লইয়া
হের দেখ পিঠে চুন ভাঁড়ু দত্ত করে খুন
সভে জাইব বিদায় হইয়া ।
ভাঁড়ু জানে অনেক কলা পরদ্বন্দ্বে ধরে ছলা
টাকা সিকা নিত্য খায়ে[১] ধুতি
ভাঁড়ু জত পীড়া করে কে তাহা সহিতে পারে
না জানি পালাইয়া জাব কথি ।
শাক বাইগণ মূলা[২] হাটে ভিন্ন লয় তোলা
ঘরে আস্যা লয় তার বেটা
নিত্য তার বহিন রাঁড়ি লুটি করিয়া লয় হাঁড়ি
কুমারে ধরিয়া আনে চেটা ।[৩]
চালু লয় চালুয়াতির[৪] ঘরে কড়ি চাহিতে তারে মারে
গুয়া পান নিত্য লয় ঠেঠা
নানাদেশে হইতে আইসে[৫] সাধুজন তব দেশে
নানাবাদ দেই তারে লেঠা[৬] ।
ভাণ্ডু পরাক্রমে নাহি টুটে গোপের পসার লুটে
নিত্য ধরে ঘাসকর দায়
তার বেটা বড় হুড় ময়রার লুটে গুড়
নিবেদিতে নাহীক স্বহায় ।
না পারে চষিতে[৭] খোড়া সাত বাড়ি করে জোড়া
আঁতরে পাঁতরে রোপে কলা
ছাগল গাড়র পায় তাহারে মারিয়া খায়
নিত্য ধরে অপরাধ-ছলা ।

ভাণ্ডুর বেটার কাজ কহিতে বাসিয়ে লাজ
জাতি লৈয়া পড়ি জায় খেলা
বহুড়ি পানীকে জায় আহড়ে থাকিয়া তায়
গাছে হইতে পেলিয়া মারে ঢেলা।
প্রজার গোহারি[৮] শুনি রোষজুত নৃপমণি
দূত দিল ভাণ্ডুরে আনিতে
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
গিরিরাজ-সুতার সঙ্গীতে[৯] ॥

১৩৯

দূতের বচনে ভাণ্ডু আইসে লঘুগতি
জুড়িয়া উভয় পানি বীরে কৈল নতি।
বলে মহাবীর ভাণ্ডু কি তোর ব্যবহার
কি কারণে নোট[১] মোর বেবাজ বাজার।
হিত উপদেশ বলি শুন ভাঁড়ু দত্ত
আপনি করিলে দূর[২] আপন মহত্ত্ব।
ইনাম বাড়ি তোলা ঘরে তুমি কর ঘর
ধান্য বাড়ি নাহি দেহ লাভ[৩] কলন্তর।
কিসের কারণে খুড়া ধর মোর ছলা
পূর্বাপর আছে মোর মণ্ডলিয়া[৪] তোলা।
প্রজা নাহি মানে বেটা আপনি মণ্ডল
নগর ভাঙ্গিলি ঠকা করিয়া কন্দল।
মণ্ডল বলিতে[৫] তোর মুখে নাহি লাজ
খর্ব হইয়া ধরিবারে চাহ দ্বিজরাজ।
[খুড়া জতগুলা প্রজা ছিল আমার নফর
আমার বচনে আল্য তোমার নগর।
কাজ পায়্যা খুড়া মোর ঘুচাহ মণ্ডলি
দেখিয়াছি খুড়া হে তোমার ঠাকুরালী।][৬]
তিন গোটা তির ছিল এক খানি বাঁশ
হাটে হাটে ফুল্লরা পসার দিত মাঁস।
দৈবদোষে আমি যদি আছিলাঙ কাঙ্গাল
দেখিয়াছি খুড়া হে তোমার ঠাকুরাল।
এমন শুনিঞা বীর ভাণ্ডুর বচন
লাঘব করিয়া তারে দিল বিসর্জন।[৭]
তর্জন গর্জন করি ভাণ্ডু জায় পথে
নিমিষেকে উত্তরিল কেহ নাহি সাথে।[৮]
হরি দত্তের বেটা হঙ জয় দত্তের নাতি
হাটে যদি বেচাঙ বীরের ঘোড়া হাথি।
তবে সুভাসিত করঙ[৯] গুজরাট ধরা
পুনুর্বার হাটে মাস বেচাঙ ফুল্লরা।
অনুক্ষণ চিন্তে ভাণ্ডু বীরের বিপাক
রাজভেট কাঁচকলা নিল পুইশাক।
চুপড়ি ভরিয়া নিল কদলির মোচা
স্থীর[১০] বসন পরে ভূম্যে নাম্বে কোঁচা।
পাগখানি বান্ধে ভাণ্ডু নাহি ঢাকে কেশ
কেসরিআর[১১] তিলকে[১২] রঞ্জিত কৈল বেশ।
কৈফিতের পাঁজিখান নিল সাবধানে
হরি শ্রুতি করিয়া[১৩] কলম গোঁজে কানে।
ভাণ্ডু দত্তের ছোট ভাই নাম তার শিবা
পঞ্চাশ[১৪] বৎসরে তার নাহী হয় বিভা।
শাম্য বাক্যে ছোট ভাইয়ের নিবারিল ক্রোধ
বিভা নাহী হয় তার দুই পায়ে গোদ।
ভাণ্ডু দত্ত বলে ভাই দঢ় কর হিয়া
এবার মণ্ডলি পাইলে আগে তোমার বিভা।
ছোট ভাই লইল ভেটের আয়োজন
ধীরে ধীরে ভাঁড়ু দত্ত করিল গমন।
দক্ষিণে বিজইহাটি বামে গোলাহাট
সম্মুখে মদনপুর সওয়া কোশ বাট।
রাজার দুয়ারে গিয়া দিল দরশন
নমস্কার করি ভেট এড়ে ততক্ষণ।
আইস আইস বলে তারে রাজপাত্রগণ
অনেক দিবস নাহি আইস কি কারণ।
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত॥

১৪০

জুড়িয়া উভয় পানি ভাণ্ড দত্ত বলে বাণী
খিতিনাথ চরণে তোমার
দিন গোঙায় মিছা কার্যে মন নাহি দেহ রাজ্যে
চোর খণ্ড না কর বিচার।
কাননে বধিয়া পশু উপায় করিত বসু
ফুল্লরা বেচিত মাংস হাটে
কোটাল ভ্রমিয়া দেশ না দেখহ সবিশেষ
কালকেতু রাজা গুজরাটে।
পূর্বে পিত ভাণ্ডে বারি এবে তার হেমঝারি
ঘটী বাটী সব হেমময়
চড়ে পর্বতিয়া ঘোড়া পরিধান খাসা জোড়া
ঘর তার কুবের-নিলয়।
ভাঁড়ু দত্ত জত কয় এক যদি মিথ্যা হয়
তবে কর প্রাণবধ দণ্ড
কহি আমি হিতবাণী মন দেহ নৃপমণি
কালকেতু রিপু হইল চণ্ড।
রঙ্ক দুঃখী নাহি চিনি হেমঘটে পিয়ে পানি
নাটগীত সভাকার ঘরে
ঘর ঘর জত আছে চলিব বীরের কাছে
না থাকিব কলিঙ্গ-নগরে।
বীর কত ভাগ্যবান তথা লক্ষ্মী অধিষ্টান
চারিদিগে পাথরের গড়
দুয়ারেতে মাতা[১] হাথি আছে তার দিবারাতি
কেবা তার হইব নিয়ড়।
বার দেই দণ্ডপাটে রাজ্য করে গুজরাটে
কার তরে নাহী করে শঙ্কা
অযোধ্যা-সমান পুরী আমি কী বলিতে পারি
সুবর্ণের জেনমত লঙ্কা।
স্মঙরি তোমার গুণ সুধিব তোমার লোন[২]
আইলাঙ বারতা জানাবারে
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
করি অম্বিকার পদ শিরে॥

১৪১

ভাণ্ডুর বচনে হইল নৃপতির রোষ
পাত্রমিত্র সভে বলে কোটালের দোষ।
কোপে আজ্ঞা[৩] করে রাজা লোহিত লোচন
কোটাল কোটাল ডাক ছাড়য়ে সঘন।
আসিয়া কোটাল নৃপে করিল জোহার
কোটালে বান্ধিতে আজ্ঞা হইল রাজার।
বলে রাজা কোটালিয়া খাও বৃত্তি-ভূমি
দেশের বারতা বেটা নাহী পাই আমি।[১]
এক রাজ্যে দুই রাজা বড় অবিচার
ধুতি খায়্যা বুল বেটা কোটাল আমার।
এমন শুনিঞা সভে রাজার বচন
সকরুণ ভাষে কিছু করে নিবেদন।
খলের বচনে নাহি করিও প্রমাণ
প্রভাতে আনিঞা দিব বীরের সন্ধান।
পাত্রমিত্র সভে ধরি রাজার চরণ
দূর কৈল কোটলের নিগুড় বন্ধন।[২]
চাল খাণ্ডা এড়িয়া জুগির ধরে বেশ
বিভূতি মাখিয়া জটাভার কৈল কেশ।
যাত্রা কৈল কোটালিয়া শুভক্ষণ বেল্যা
প্রহরী জতেক পাইক সভে হইল চেলা।
দক্ষিণ চরণ বান্ধে লোহার শিকলে
ত্রিবঙ্ক মস্করা[৩] দণ্ড ধরে কেহ করে।
কেশভার কৈল জটা গলে সিংহনাদ
কি জানি শিবের পায় হয় অপরাধ।
দক্ষিণে বিজইহাটি বামে গোলাহাট
সমুখে মদনপুর সওয়া কোশ বাট।
গুজরাটে নিশাচর দিল দরশন
শিবের মণ্ডপে কৈল অজিন আসন।[৪]
ভিক্ষা ছলে ফিরে চেলা পুরে অষ্ট আশা
কেহ গেল বীর জথা খেলিছেন পাশা।
মিষ্ট অন্ন-পানেতে পুরিয়া দিল থাল
কর্পূর তাম্বুল দিল ঘৃত পুষ্পমাল।

নিশাকালে নিশীশ্বর দেখিল নগর
পুরের নির্মাণ দেখি চিন্তেন অন্তর[৫] ।
চারিদিগে রহে জত নফর চাকর
ভ্রমিয়া বুলিল তারা সহরে সহর ।
সুধাময় দেখি পুরী নেতের পতকা
রাকাপতি বেড়ি জেন ফিরয়ে[৬] বলকা ।
হাথি ঘোড়া দেখে বীরেব সৈন্য সেনাপতি
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী ॥

১৪২

দেখিয়া নগর চিন্তে নিশীশ্বর
ভাণ্ডু কহে সত্যবাণী
গুজরাট পুরে বীর রাজ্য করে
আমি ইহা নাহি জানি ।
মণির প্রকাশ তম করে নাশ
নিশি দিসি সম দেখি
বীরেব নগরে রজনি বাসরে
তারা ভানু চন্দ্র সাক্ষি ।
জত বৈসে লোক তার[১] নাহি শোক
সভার কৌশল বাসে
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে বিলেপন
মাল্য শোভে কেশপাশে ।
শঙ্খ বেনি বীণা ভেরি ভরে নানা
বাদ্য বাজে ঘরে ঘরে
হএ নাটগীতে দেখি ঘর ভিতে
মঙ্গল প্রতিবাসরে ।
বীরের সম্পদ দেখি দ্রুতপদ
কহেন বাজার স্থানে
কণ্ঠেতে কুঠার মাগে পরিহার
শ্রীকবিকঙ্কণে ভনে ॥

১৪৩

রায় দেখিলাঙ গুজুরাট প্রতিঘরে গীত নাট
অভিনব জেন দ্বারাবতী
অযোধ্যা মথুরা মায়া নাঞি তার ধরে ছায়া
জেন দেখি ইন্দ্রের বসতি ।
প্রতি বাড়ি দেবস্থল বৈষ্ণবের অন্নজল
দুই সন্ধ্যা হরিসঙ্কীর্তন
দেখিলাঙ[১] অপরূপ সুগন্ধি অগৌর ধূপ
প্রতি বাড়ি হরে দেবমন ।
প্রতিঘরে সন্ধ্যাকালে মণিময় দীপ জ্বলে
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বীণা বেনি
কাঁসর[১] দুন্দুভি পড়া জগঝম্প বাজে জোড়া
মৃদঙ্গ বল্লকি বাজে সানি ।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কক্ষা মালের মালম[২] শিক্ষা
তাল নাট গীতের বাখান
লইয়া বাসুলি-পাতা দেয়াসিন চালে মাথা
বাদ্যা রোজা পড়য়ে ঝাঁপান ।[৩]
আশ্রম চত্বর স্থল কেহ পাশা বুদ্ধি বল
গুণিজন ভাসে[৪] গীতনাটে
রাম যেন বীর রাজা রঙ্ক দুঃখি নাহি প্রজা
কোন চিন্তা নাঞি গুজুরাটে ।
নগরে নাগরি জনা ক্যনে নম্রমান সোনা
বদনে কর্পূর সনে[৫] পান
চন্দনে চর্চিত তনু জেন দেখি হেমভানু
তসর বসন পরিধান ।
পাথরে নির্মাণ গড় দ্বারে বান্ধা হাথি-ঘড়
নিজোজিত চৌদিকে কামান
তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথি যুদ্ধশীল সেনাপতি
সেনাভরে মহী কম্পবান ।
বীরের প্রতাপ দেখি অনুমানে হেন লখি
তোমারে না ভয় করে বীর
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্দ
চক্রবর্তি কবিত্বে সুধীর ॥

১৪৪

কালকেতুর ধনি কোটালের মুখে শুনি
কোপে রাজা লোহিত লোচন
সাজ সাজ ডাক ছাড়ে রায়ত মাহুত নড়ে
উত্তরোল ব্যালিশ বাজন।
কাট কাট বলি তাজে[১] কলিঙ্গনৃপতি সাজে
গজঘণ্টা বাজে উতরোল
সাজ সাজ পড়ে ডাক দামা দড়মসা ঢাক
কলিঙ্গে উঠিল গণ্ডগোল।
শত শত মত্ত হাথি লইআ আইসে সেনাপতি
শুণ্ডে বান্ধে লোহার মুদগর
মাহুত হাথির পিঠে শেল শাবল জাঠে
গগনে পুরয়ে আড়ম্বর।
চারি চারু মহাহয় রথে জুড়িয়া বয়
মহারথি জায় সারি সারি
ভিন্দিপাল খরসান তবক বেলক বাণ
ভুখণ্ডি ভাবুস গদা ধারি[২]।
লয়্যা লক্ষ ফরিকাল ধাইল মদন পাল
ঘনঘন পেল্যা খাণ্ডা লোফে
দুঃসহ সেনার ভার খিতি ধরে একাকার
ফণিপতি আদি লোক কাঁপে।
আশি গণ্ডা বাজে ঢোল তের কাহন সাজে কোল
করে ধরে কাঁড় তিন কাঠি
পরিধান বীর-ধড়ি মাথায়ে জালের দড়ি
অঙ্গে লেপিত রাঙ্গা মাটি।
বাজন নপুর পায় বীর মুড়্যা পাকি ধায়
রায়বাঁশ ধরে খরসান
শোলার টোপর শিরে ঘন সিংহনাদ পুরে
বাঁশে বান্ধে চামর নিশান।
চতুরঙ্গ দল ধায় ধুলা উড়িল বায়
তিরোহিত হইল দিননাথ
রাজার চরণে ধরি বলে পাত্র অধিকারী
মস্তকে করিয়া জোড়হাথ।
কোন ছার কালকেতু আপনি তাহার হেতু
কেন নাথ করিবে পয়ান
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

১৪৫

পাত্রের বচনে রহে কলিঙ্গনৃপতি
আগুদলে যুবরাজ[১] ধায় লঘুগতি।
ডানি দিগে ধায় কোটাল ভীমরথ
রাজার জামাতা ধায় সেনা শতশত।[২]
সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া
আগুদলে জায় গজ পাখরিয়া ঘোড়া।
রণসিংহ রণভীম ধায় রণঘান্টা[৩]
তিন ভাই কাঁড় বিন্ধে দিয়া চুনের ফোঁটা।
পাইক প্রধান তিন ভাই আগুদল
বাণবৃষ্টি করে জেন মেঘে পেলে জল।
রাজার পুরোহিত ধায় বিষম করাল
হয়-দলে আগুয়ান রাঘব ঘোষাল।
[তবক বেলক কাছে কামান কৃপাণ
পৃষ্ঠদেশ তুণেতে পূর্ণিত শোভে বাণ।][৪]
পথে জাইতে বিভাগ করিয়া নিল ঠাট
চারিদিকে বেড়িল নগর গুজরাট।
সম্ভ্রমে বীরের ঠাঞি নিবেদয়ে চর
পাঞ্চালিকা রচএ মুকুন্দ কবিবর॥

১৪৬

সভামাঝে বসিয়া দশ দশ বলিয়া
মহাবীর পাশা খেলে
এমন সময়ে চর জুড়িয়া দুই কর
সচকিত হইয়া বলে।

বাহির হইয়া বীর দেখহ সত্বর
আইসে কাহার ঠাট
এবে লয় মতি কলিঙ্গ-ভূপতি
বেড়িলেক গুজরাট ।
বিষম অতিবড় আইসে গজঘড়
সিন্দুরে মণ্ডিত মাথা
সিন্দুরিয়া মেঘ নদ আইল দ্রুতপদ
গগন ছাড়িয়া এথা ।
দেখিয়াছি নিকটে লাক লাক শকটে
কামান সব থরে থর
দেখিয়া সন্ধান করি অনুমান
আইসে কোন নৃপবর ।
হয়গজ-রব শুনি কাঁপয় মেদনী
ঘোরতর আড়ম্বর
করিকর পিঠে সেনাগণ উঠে
দেখিয়া লাগয়ে ডর ।
বাদ্যের নাহী সীমা দুন্দুভি বাজে দামা
ঘন বাজে সিঙ্গা কাড়া
সানি বাজে ঢোল চৌদিগে গণ্ডগোল
ডিমিডিমি বাজয়ে পড়া ।
শতশত বাজে ঢাক পাইক লাখে লাখ
কার কেহ ন্য শুনে বাণী
রায়বাঁশ্যা তবকী ঢালি ধানুকি[৩]
শ্রবণে কলকলি শুনি ।
হয়-পদতালি উড়াইছে ধূলি
মিহির হইলা তত্ত্বে
মমতা করি দূর ছাড়ি এই পুর
শরণ করহ মহত্ত্বে ।
চর মুখে ভাষা এড়িয়া পাশা
কোপিয়া মহাবীর সাজে
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত আরোপণ
চণ্ডীর চরণসরোজে ॥

১৪৭

সাজিল মহাবীর বিষম সমরধীর
চর দেই নগরে ঘোষণা
শত শত সিলী পড়ে রায়ত মাহুত নড়ে
শুনি পুরী ধায় সর্বজনা ।
চেলনা[১] পরিধান কোপে বীর কম্পমান
কনক টোপর শোভে শিরে
যুদ্ধের জানিঞা মর্ম গায়ে আরোপিল চর্ম
দুই দিকে কাছে জমধরে ।
দোয়াড়ি[২] চেয়াড় বাণ তরয়ার খরসান
ভূষণ্ডি ডাবুস চক্রবাণ
জেই দিকে চাহে বীর কোপে দৃষ্টি হইয়া ধীর
কোকনদ-রুচির বয়ান ।
ধায় পাইক চাঁপাডাল ঢালে বাজে উরমাল
পায়ে বাজে সোনার নপুর
কার নাম সিংহরায় রাঙ্গা ধুলা মাখে গায়
রণসিংহ পাইকের ঠাকুর ।
ধাবাড় পথের বাড় ঘন চৌখো চেয়াড়
বাঁশে বান্ধে হাঁড়িয়া চামর
রণ মাঝে দেই হানা বাহুমূলে বাঁধে বানা
খেদাবাগ রণে অকাতর ।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-রঞ্জন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডিকা-আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১৪৮

পূর্বদ্বারে রহে কোটাল ভীমরথ
রাউত মাহুত রহে আর সেনা শত ।
নিয়োজিল সেনাগণ দ্বার দক্ষিণে
জার কোলাহলে লোক কিছুই না শুনে ।

পশ্চিম দ্বারে রহে সৈয়দ [উমরা][১] গাজি
জাহার ভিড়নে রয় সোল শয় তাজি।
উত্তর দুয়ারে বহে বলাগল[২]-খান
রণে ভঙ্গ দেই সেনা শুনি জার নাম[৩]।
চারি দ্বারে রাউত মাহুত শত শত
গুজরাটে ধায় [সেনা] আচ্ছাদিত[৪] পথ।
এমন সময়ে কালু ব্যাধের নন্দন
প্রদক্ষিণ হইয়া বন্দে চণ্ডীর চরণ।
অক্ষত তণ্ডুল দুর্বা চণ্ডীর প্রসাদ
মস্তকে ধরিয়া যুদ্ধে চলিলেন ব্যাধ।
পশ্চিম দুয়ারে গিয়া দিল দরশন
রাজসেনা সঙ্গে বীর করে মহারণ।
অভয়াচরণে মজুক নিজচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

১৪৯

বীর-বালা দুই ভুজে — বীর কালকেতু জুঝে
পশ্চিম দুয়ারে দিল হানা
রাউত মাহুত পড়ে — কদলী জেমন ঝড়ে
খর বহে রুধিরের খানা।
বায়ু বসে পত্রভাগে — শমন শরের আগে
করালী ভৈরবী বৈসে ভুজে
শিঞ্জিনিতে বসে শেষ — ভৈরবি উন্মত্ত বেশ
জতক্ষণ মহাবীর জুঝে।
কালকেতু রণে জুঝে — দানার নড়নে সাজে
উলটি পালটি দেই হানা
বাণ বৃষ্টি করে বীর — মেঘে জেন পেলে নীর
খর বহে রুধিরের ফেনা।[১]
রাজসেনা বীর হানে — মেলিয়া জুগিনীগণে
কৌতুকে গাঁথয়ে মুণ্ডমালা
রণে অলক্ষিত হইআ — চৌষট্টি জুগিনি লৈয়া
উরিলেন সর্বমঙ্গলা।
রাজদলে দিতে হানা — ধায় সোল কোটি দানা
চণ্ডীর আদেশ ধরি শিরে
আনন্দে তরলমনা — পিয়ে রুধিরের পানা
কালকেতু সনে রণে ফিরে।
চৌদিকে রাজার ঠাট — ঘন ডাকে কাট কাট
পরাক্রমে বীর নাহি টুটে।
চণ্ডী জারে স্বহায় — বীরের পাষাণকায়
শেল সাঙ্গি গায় নাহী ফুটে।
জার বাণে নাহী রাক — বাণ এড়ে ঝাঁকে ঝাঁক[২]
ভীমমল্ল রাজসেনাপতি
আনন্দে তরলমনা — আদপথে[৩] লোফে[৪] দানা
মহাবীর রণে অব্যাহতি।
মহামিশ্র জগন্নাথ — হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন
তাহার অনুজ ভাই — চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥[৫]

১৫০

পেলি অস্ত্র লোফে বীর মারে মালশাট
বিপক্ষ নাশিয়া — রণ জয় করিয়া
সৈন্যে জুড়িল কাট।[১]
চৌদিকে ধাঁধাঁ — বাজায় দামা
তবকী তবকে রোল
পাইক দেই উড়াপাক — ঘন বাজে বির[২]-ঢাক
কার কেহ নাঞি শুনে বোল।
দক্ষিণ দুয়ারে বীর জুঝি[৩] তেজধাম
রাবণের সনে জেন জুঝেন শ্রীরাম।
ডিণ্ডিম ডম্বর — পুয়য়ে অম্বর
ঘন বাজে জগঝম্প
ঘন বাজে সানি — রণজয়-বেনি[৪]
গুজরাটে উঠিল কম্প।

কোটালেরে বীরবর ছোড়য়ে খরশর
মেঘে জেন পানি পসলা
বাজিয়া বীরের গায় পাছু হইয়া পুনু জায়
পুষ্পের জেমন মালা।
কোটালের আগুদল ধাইল গজবল
লোহার মুগুর শুণ্ডে
রুষিয়া বীরবর করিল জরজর
মুটকি মারিয়া তুণ্ডে।
করিবর শুণ্ডে ধরিয়া মুণ্ডে
মুটকি মারি দিল টান
ছিণ্ডিল তুণ্ড ভাঙ্গিল মুণ্ড
কাঁকড়ি জেন খানে খান।
ধরিয়া রণে তুরগ চরণে
তুলিয়া দিল নাড়া
অঙ্গ ছাড়িরা তুরঙ্গ পড়িল
হাথে রহিল ফড়া।
কালকেতু-লম্ফে বসুধা কম্পে
অষ্ট কুলাচল ফিরে
ফণিগণ ছাড়িয়া মণিগণ পড়িল
ফণিপতি-মাথা ঘোরে।
বীরের বিক্রম দেখিয়া নিরুপম
নৃপতিসেনা দিল ভঙ্গ
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত বিরচন
দ্বিজবর নৃপতির রঙ্গ॥

১৫১

উত্তর দুয়ারে বাদ্য বাজায় ডিণ্ডিম
জুঝে জেন মহারণে কুরুবর ভীম।
রণসিংহ রণভীম ধায় রণঝাঁটা
তিন ভাই তিরি বিন্ধে দিয়া চুনের ফোঁটা।
পাইক প্রধান তিন পাই আগু রণ
বাণ বৃষ্টি করে জেন জল বরিষণ।
সন্ধান পুরিয়া বীর ছাড়্যা দিল বাণ
কাড়্যা নিল কালকেতু হাথের কৃপাণ।
আগু হইল পাইক রণে পাছু হইল ঘোড়া
পাছু পানে নহোঁ চায় কানে কানে জোড়া।
সমরণ তারা নাহী জানে কোপে
অশোয়ার পেলে বাণ কালকেতু লোফে।
কামানিঞা কামান পাতিল থরেথরে
তালফল সম গোলা পেলিল ভিতরে।
গুরু স্মঙরিয়া তাহে ভেজাইল অনলে
পাছুইয়া পড়ে গোলা কোটালের দলে।
আনোআনি গালাগালী দুই বীর রোষে
দুই বীরে রণ জেন তুরঙ্গ মহিষে।
ঝনঝন বাজে দুহাঁর তরয়ার
দুই দলে শিল পড়ে ধূমে অন্ধকার।
কালকেতু বীর জানে সমরের সন্ধি
মালে মালে রণ করে দুহাঁ বিন্ধাবিন্ধি।
মণি হইতে রণ জেন কেশরী প্রসেনে
মাংস হেতু রণ জেন সয়চান সয়চানে।
দশনে দশনে জুঝে মাতঙ্গের গণ[১]
ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুদ্ধ চরণে চরণ।
কাড়াকাড়ি পাইক জুঝে কেহ ঢাল-মাথে
ঠেলাঠেলি পড়ে কেহ জায় যমপথে।
রুধিরের নদীতে সাঁতরে ঘোড়া হাথি
স্থল নাহী পায় রথি ডুব্যা মরে তথি।
বীরের দাবড়ে পড়ে নৃপতির দল
গজ-চাপনে যেমন ভাঙ্গে নল।
আঠার নৃপতি যদি আইসে গুজরাটে
হেলায় বসিতে কালুরে নাহী আটে!
আমি ত নৃপতি সনে দিলাঙ উত্তর
তো ছার বেটার সনে নহিব স্মসর।
সেবকের যোগ্য তোর নহে নৃপবর
ধরিতে বাঙন হইয়া চাহ সুধাকর।
পিপিড়ার পাখ উঠে মরিবার তরে
রাজপ্রহরণ তুঞি ধরিলি সমরে।

জানি জানি ওরে বেটা রাজার নফর
তো সনে উচিত নহে আমার উত্তর।
কাঠরিয়া বেটা ছিল কলিঙ্গ-নৃপতি
ধন দিয়া রাজা তারে কৈল ভগবতী।
কলিঙ্গ-রাজার জানি সকল বারতা
রণ ছাড়্যা জা বেটা লৈয়া নিজ মাথা।
দুই বীরে গালাগালি দুহেঁ কম্পমান
আকর্ণ পুরিয়া দুই বীর এড়ে বাণ।
তাড়িপত্র খাণ্ডা উভারিল বীরবর
তুরঙ্গ সহিত পড়ে পাত্র হরিহর।
উত্তর দুয়ারে জয়ী হয়্যা মহাবীর
পূর্বের দুয়ারে চলে সমর-সুধীর[২]
অভয়া চরণে মজুক নিজচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

বীরবর অঙ্গে শেল সাঙ্গি ভঙ্গে
রঙ্গে শিবসিংহ পুরে।
এমন সময়ে বীর বলে বড় সুস্থির
আগু হইয়া মারে মালসাট
বীরের বিক্রম দেখিয়া নিরুপম
যম সম জুড়িল কাট।
সমরে বীরবর ধরিয়া করিকর
মাথায় তুলিয়া দিল পাক
গেল শুণ্ড ছিঁড়ি হস্তি রণে পড়ি
তাতে সেনা মরে লাখে লাখ।
বীরের বিক্রম দেখিয়া নিরুপম
নৃপতির সেনা দিল ভঙ্গ
শ্রীকবিকঙ্কণ কৈল গীত রচন
দ্বিজবর নৃপতির রঙ্গ॥

১৫২

পূর্ব দুয়ারে জুঝে বীর বলাগল
বীরের দাবড়ে সেনা পড়ে রণস্থল।
বীরবর হবিবউল্ল্যা আর সেক সৈদউল্ল্যা
নৃপতির সেনা তেজে বাট
বীরের আগুয়ান পুরিয়া সন্ধান
হান হান শব্দে জোড়ে কাট।
বিষম করবাল রাঘব ঘোষাল
উভারে বীরের অঙ্গে
বীরবর-অঙ্গে করবাল ভঙ্গে
ত্রিপুরা হাসেন রঙ্গে।
রণেতে দুবরাজ সেনাপতি পায়্যা লাজ
শমন সমান বাণ পুরে
উভারে বীরবরে বীর চর্মে ধরে
চর্মের উপরে বাণ ঘুরে।
ভীমরথ ভীমমল্ল আর সেনাপতি শল্ল
শেল সাঙ্গি উভারিল শিরে

১৫৩

রাজসেনা ভঙ্গ দিল ভাঁড়ু ভাবে দুঃখ
আজি ভাণ্ডুদত্তে হইল বিধাতা বিমুখ।
পুত্রপরিবার[১] মোর পাপ গুজরাটে
গলিত কাঁকুড়ি জেন মোর বুক ফাটে।
চিন্তায় চিন্তিত ভাণ্ডু বিক্রমে বিশাল
নিষ্ঠুর বচন বলে গঞ্জিয়া কোটাল।[২]
রাজ খেম খাও বেটা কর রাজকাজ
মদে মত্ত [হয়্যা] পাছু নাঞি গুণ লাজ।
গায়ের গরবে ডাক বিক্রমে স্মসর
বড়াঞি করিলি তুঞি রাজার গোচর।
সেনাপতি সামন্ত সভার বিদ্যমান
বীর ধরিবারে বেটা আগে নিলি পান।
তঙ্কা লক্ষ বীরের খাইয়া জাও ধুতি
ভাঁড়ুদত্ত জিতে বেটা পলাইবে কতি।
ডাল ভাঙ্গে গাছ দাগে লোকে করে সাক্ষি
কোটালে ভাণ্ডুর বোলে লাগিল ভেলকী।

তরাসে কোটাল পুনু[৩] গুজুরাট বেড়ি
রহ রহ বলিয়া দামায় পড়ে বাড়ি।
সমর করিতে পুনু আইল কালকেতু
ফুল্লরা বুঝায় তারে জীবনের হেতু।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

১৫৪

প্রাণনাথ শুনহ আমার উপদেশ।
জে জন হারিয়া জায় পুনুরপি আইসে তায়
হেতু কিছু আছয়ে বিশেষ।
যদি আছে জিবার সাদ তেজিয়া রাজ্যের বাদ[১]
প্রাণ লইয়া জাহ মহাবীর
আজি পূর্ণ হইল কাল সাজ্যা আইল মহীপাল
তার বলে কেবা হয় স্থির।
নখর-রঞ্জিত খুরু নাহী কাটে তাল-তরু
ফুল্লরার শুনহ আর্দাস
কহি আমি সবিশেষ যদি না ছাড়িবে দেশ
রামায়ণ শুনহ ইতিহাস।
সুগ্রীবে জিনিঞা রণে বালি না মারিল প্রাণে
আরোপিল হৃদয়ে পাষাণ
বিষম সমরে ধীর কিচ্‌কিন্দা আইল বীর
জয়ঘণ্টা বাজাইয়া নিসান[২]।
সুগ্রীব পলাইয়া জায় আশ্বাসিল রাম তায়
সখ্যভাব দুহেঁ রিস্বমুখে[৩]
সুগ্রীব রামের তেজে বাল্যের দুয়ারে গর্জে
ধায় বালী রণ অভিমুখে।
কান্দিয়া এমন কালে বাল্যের রমণী বলে
পতিব্রতা বানর-নন্দিনী
আমি করি নিবেদন আজি না করিহ রণ
হেতু কিছু মনে আমি গুনি।
জে জন তোমার ভয় রিশ্বমুখে স্থির নয়
সেজন দুয়ারে দেই ডাক
হেন লয় মোর মনে কোন রাজা আইল বনে
ছলে পাছে পাড়য়ে বিপাক।
বাল্যে বিড়ম্বিল বিধি না ধরে জায়ার বুদ্ধি
সমরে পড়িল রাম-শরে
বালী পড়িল রণে স্ত্রী পুত্র রাজ্য সনে
সুগ্রীব হইল নৃপবরে।
সুগ্রীব বানররাজ করিল রামের কাজ
সবংশে মজিল লঙ্কেশ্বর
ফুল্লরার কথা রাখ কথোকাল জিয়া থাক
না পড়িহ রাজার সমর।
ফুল্লরার কথা শুনি হিতাহিত মনে গুনি
লুকাইল বীর ধানঘরে
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
সুখে থাকী আরড়া[৪] নগরে ॥

১৫৫

লইয়া রাজার ঠাট বেড়ি পুর গুজরাট
কোটাল ভাবেন মনে মনে
নাঞি শুনি সিঙ্গা কাড়া না পাই বীরের সাড়া
হেতু কিছু আছয়ে গহনে[১]।
শঙ্কা করিয়া মনে নাহি রহে এক স্থানে
নিরীক্ষয়ে চঞ্চল নয়নে
লুকাইয়া রহে ব্যাধ পাড়ে পাছে পরমাদ
এই চিন্তা করি মনে মনে।
দেই কোটাল লাপঝাঁপ হৃদয়ে অন্তরে কাঁপ
আশ্বাস করয়ে সেনাগণে
ধর্যা দিমু কালকেতু ভয় নাহী তার হেতু
একেলা ধরিয়া দিমু রণে।

আপনা বুঝাই নারে পরকে প্রবোধ করে
ভয়ে অঙ্গ পুলুক পুটল[১]
চলিতে না চলে পা মুখে না নিশ্বরে রা
তরাসে কোটাল হীনবল।
যদি উচ্চস্থল পায় সত্বর উঠিয়া তায়
আট দিকে করে বিলোকন
উভ করি দুই শ্রুতি গুজরাটে দেই মতি
নিবারিয়া বাদ্য-বাজন।
কোটালের ভয় দেখি ভাঁড়ুরদত্ত হইল দুঃখী
কহে হিত বিশেষ উপায়
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
হৈমবতী জাহারে স্বহায়॥

১৫৬

বারি গড়ে রহ তোরা আসন করিয়া
মোর বুদ্ধে মহাবীরে আনিব ধরিয়া।
মোর সঙ্গে দেহ তুমি একটি ব্রাহ্মণ
তার হাতে দেহ পান কুসুম চন্দন।
রাজা দিয়াছে পান কুসুম প্রসাদ
এমন বলিয়া আমি ভাণ্ডাইব ব্যাধ।
ছল-বুদ্ধে দেখিয়া আসি বীরের চরিত
সাড়া নাঞি পাই বেটা করে কোন রীত।
আপনার দলে তুমি থাক সাবহিতে
বীরের বুঝিয়া কাজ আসিব তুরিতে।
তোমা সনে নিবন্ধ করিল দুই দণ্ড
এহা বই বেড়িহ পুর হইয়া প্রচণ্ড।
ভাঁড়ুর জুগতি লাগে কোটালের মনে
আপনার ব্রাহ্মণ দিলেন তার সনে।
ব্রাহ্মণ সহিত ভাণ্ডু জায় সচকিত
বীরের দুয়ারে গিয়া হইল উপনীত।
এই দুই তিন দ্বার ভাণ্ডুদত্ত জায়
দুয়ারি প্রহরি কারে দেখিতে না পায়।
সভয় হইয়া জায় চারি পাঁচ দ্বার
রাজলক্ষণ দেখে উদ্যান আপার।
সপ্তম মহলে দেখে ফুল্লরা সুন্দরী
আগে পাছে বসি আছে পাঁচ সহচরী।
খুড়ি খুড়ি বলি ভাণ্ডু করিল জোহার
অঞ্জলি করিয়া বলে কপট ব্যেবহার।
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মধুর সঙ্গীত॥

১৫৭

সুন গ সুন গ খুড়ি জেত কার্য ছিল তেড়ি
আমি তাহা কৈল সমাধান
খুড়া মোর কোথা গেলা এই শুভক্ষণ বেলা
নেকু[১] আস্যা নৃপতির পান।
নাহি করি নিবেদন কাটালে গহন বন
এই হেতু রাজা কৈল রোষ
বীরের পাকাল্যা দেখি রাজা [বড়] হইলা সুখী
বীরে হইলা রাজার সন্তোষ।
বীরের ধনের বাদ বড় ছিল পরমাদ
নাবড় কহিল রাজস্থানে
করিল অনেক ন্যায় খণ্ডিল সকল দায়
ভয় কিছু না করিহ মনে।
মনে পায়্যা পরিতোষ খেমিয়া সকল দোষ
বীরকে করিব সেনাপতি
গুজরাট জায়গিরী আর দিব মধুপুরি
হবে তুমি বড় ভাগ্যবতী।
আমার বচন শুন খুড়াকে ডাকিয়া আন
মনে কিছু না করিহ শঙ্কা
নিজ যদি পর হয় তবে বিপক্ষের ভয়
বিভীষণে নাশ কৈল লঙ্কা।
রথ পত্তি ঘোড়া হাথি যত যুদ্ধ-সেনাপতি
বীর হইব সভার প্রধান

পান দিয়াছেন হাথে ব্রাহ্মণ দিলেন সাথে
অবিলম্বে করিতে পয়ান।
অন্নদাতা বীর স্বামী তাঁহার সেবক আমি
মনে না করিহ মোরে আন
খুড়া কৈল অপমান তাঁরে মোর পিতৃজ্ঞান
তাঁর কার্যে আমি সাবধান।
ঠকের মধুর বাণী একচিত্তে রামা শুনি
ধানঘরা কৈল বিলোকন
সুচতুর ভাঁড়ুদত্ত বুঝিল কার্যের তত্ত্ব
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১৫৮

ভাঁড়ুর বিলম্বে কোটাল সানন্দে
বেড়িল বীরের[১] ঘর
গড়ের[২] আড়ম্বর শুনিঞা বীরবর
বাহির হইল সত্বর।
মুঠকির ঘায় বীর জুঝে তায়
দেখি কোটালের দলে
ধরিতে জে[৩] জায় মারে মুষ্টি তায়[৪]
পড়য়ে অবনিতলে।
তেজিয়া প্রাণভয় রণভীম রণজয়
ধরিতে ধায় দুই মাল
দুই মুঠকির ঘায় দুহেঁ গড়াগড়ি জায়
শিরে ঘা হানয়ে কোটাল।
কোটালের আগুদল ধাইল গজবল
লোহার মুদ্গর শুণ্ডে
রুসিয়া বীরবর করিল জর্জর
মুঠকি মারিয়া মুণ্ডে।
ধরিয়া রণে[৫] তুরঙ্গ চরণে
মাথায় তুলিয়া দেই নাড়া
অঙ্গ ছাড়িয়া তুরঙ্গ পড়িল
হাথে রহিল ফড়া।
করিবর শুণ্ডে ধরিয়া মুণ্ডে
মুটকি মারিয়া দিল টান
ছিণ্ডিল শুণ্ড ভাঙ্গিল মুণ্ড
কাঁকুড়ি জেন খানে খান।
কোটালেরে বীরবর ছোড়য়ে খরশর
মেঘে জেন পানি পসলা
বাজিয়া বীরের গায় পাছু হইয়া পুনু জায়
পুষ্পের জেইছন মালা।
বীরের বিক্রম দেখিয়া নিরুপম
অভয়া চিন্তেন মনে
ললিত প্রবন্ধে দ্বিজবর মুকুন্দে
শ্রীকবিকঙ্কণ ভনে ॥

১৫৯

চিন্তিত হইলা মাতা বসি সিংহাসনে
মনেতে ভাবিতে পদ্মা আইল ততক্ষণে।
কি বুদ্ধি করিব পদ্মা কহ গো উপায়
কেমন প্রকারে বীর সুরপুরে জায়।
বীরের সাঁপের কাল হইল অবসান
সুরপুরি না জাইলে ইন্দ্রের অভিমান।
বিংশতি বৎসর হইল কাল নাঞি আর
ইহার ভিতরে কর পূজার প্রকার[১]।
এমন বিচার চণ্ডী করি পদ্মা সনে
হরিল বীরের বলবুদ্ধি সেইক্ষণে।
চতুরঙ্গ দলে কোটালিয়া বীরে বেড়ে
সৈন্যের ঠেলাঠেলি বীর ভূমে পড়ে।
বিশ বিশ জন তার ধরি এক হাত
বীর ধরি কোটালে স্মঙরে বিশ্বনাথ।
গজের শিকল দিয়া বান্ধে মহাবীরে
বাঘহাতা[২] হাথে দিল গলায় জিঞ্জিরে।
কোটালের হৃদয়ে উরিলা মহামায়া
বন্দী কর্যা মহাবীরে কৈল বড় দয়া।

এমন সময় আসি ফুল্লরা সুন্দরী
গলায় কুঠারি বান্ধি করয়ে গোহারি।
অভয়াচরণে মজুক নিজচিত
শ্রকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

১৬০

না মার না মার বীরে নিদয়া কোটাল
গলার ছিঁড়িয়া দিমু সতেশ্বরি হার।
চুরি নাহি করি কোটাল ডাকা নাহি দি
ধন দিয়া গেলা দুর্গা হেমন্তের ঝি।
গো-মহিষ লহ মোর অমূল্য ভাণ্ডার
নফর করিয়া রাখ স্বামী[১] আমার।
দিয়া কুলিতার ধনু তিন গোটা বাণ
ধন লৈয়া তুমি মোর কর পরিত্রাণ।
বিচার করিয়া দেখ দোষ নাহী করি
নিজধন দিয়া চণ্ডী বসাইল পুরী।
কার নাঞি লই রাজকর একপণ
নলিয়া গজিয়া রাজা লকু জত ধন।
নিশ্চয় বধিবে যদি বীরের পরাণ
এক অসিঘাতে আগে ফুল্লরারে হান।
তবে সে করিহ বীরে প্রাণিবধ দণ্ড
বাপের পুণ্যেতে মোরে[২] জাল্যা দেহ কুণ্ড।
কুঞ্জরে নাদিয়া লহ জত আছে ধন
ধন লৈয়া রাখ মহাবীরের জীবন।
হাথিশালে হাথি লহ তুরঙ্গ পদাতি
যত অস্ত্র আছে লহ যুদ্ধ-সেনাপতি।
ফুল্লরার বিলাপ শুনিয়া নিশীশ্বর
মধুর বচনে তাঁরে দিলেন উত্তর।
অভয়াচরণে মজুক নিজচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

১৬১

শুন গো আমার বাক্য ফুল্লরা সুন্দরী
আমার শকতি বীরে ছাড়িতে না পারি।
পরের অধীন আমি নহি স্বতন্তর
লঘু দোষে গুরু দণ্ড করে নৃপবর।
কহি গো তোমার আগে স্বরূপ বচন
রাজাকে কহিয়া বীরের রাখাব জীবন।
প্রবোধ না মানে রামা কান্দয়ে ফুল্লরা
বীরে ধর্যা নিতে হইল কোটালের ত্বরা[১]।
হাথে বাঘহাথা দিল গলায় জিঞ্জির
চরণে ডাণ্ডুকা দিয়া বান্ধে মহাবীরে।
তুলিল কোটাল বীরে গজের উপর
চৌদিকে বেষ্টিত সেনা চলিল সত্বর।
দক্ষিণে বিজইহাটি বামে গোলাহাট
সমুখে মদনপুর সওয়া কোশ বাট।
দিন অবশেষ কোটাল প্রবেশে কলিঙ্গে
কলিঙ্গের লোক ধায় দেখিবার রঙ্গে।
বার দিয়া বসিয়াছে কলিঙ্গ-ভূপতি
চারিদিগে ভুঞা রাজা শিরে রত্নছাতি।
সভা করি বসিয়াছে কলিঙ্গ-ভূপাল
ডানি ভাগে পুরোহিত বিজয় ঘোষাল।
বামভাগে মহাপাত্র নরসিংহ দাস
সমুখে পাঠকসিংহ পড়ে ইতিহাস।
রাজার সমুখে বৈসে সুপণ্ডিত-ঘটা
পীতবাস পরিধান ভালে দিব্য ফোটা।
নয় পো[২] ছয় নাতি আঠার ভাগিনা
গুণিগণ গায় গীত বাজাইয়া বীণা।
চারিদিগে রাউত মাহুত সেনাপতি
মহলা করয়ে গজ তুরঙ্গ পদাতি।
সামন্তের অধিপতি নৃপতির মামা
সভায় বসিয়া শুনে কোটালের দামা।
বিচার করয়ে রাজা লইয়া সভাজন
হেন বুঝি কোটাল জিনিঞা আইল রণ।

এমন বলিতে তথা আইসে নিশাপতি
বীর দেখি কোপে রাজা লোহিত-লোচন
ভীষণ ভাষণে কিছু বলেন বচন।
অভয়াচরণে মজুক নিজচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

১৬২

কোন দেশে নিবাস নিবস কোন গ্রাম
তোমার রাজ্যের কিবা রাজাব আখ্যান।
কেবা তথা মহাপাত্র কেবা অধিকারী
কার তেজ ধর তুমি[১] কার আজ্ঞাকারি।
আমা নাহী চিন বেটা হইয়া প্রবল
অচিরাতে দিব তোরে অপরাধের ফল।
গুজরাটে নিবাস নিবসি[২] চণ্ডীপুর
আমার রাজ্যের রাজা মহেশ ঠাকুর।
আমি তথা মহাপাত্র চণ্ডী অধিকারী
তাঁর তেজ ধরি আমি তাঁর আজ্ঞাকারী।
বিচার করিয়া রায় কর মোরে রোষ
পরিণামে জানিবে কালুর[৩] নাহি দোষ।
কোন সাধু জনে বধি পালি বহু ধন
মোরে নাহি গোচরিয়া কাটাইলি বন।
ধনের গরবে বেটা কর উপহাস
কত কত সেনাপতি কৈলি মোর নাশ।
ছুঞিতে না জুয়ায় বেটা অতি নিচজাতি
সভা মাঝে বসিয়া কথার দেখ[৪] ভাঁতি।
কোন সাধু জনে রায় নাহী করি বধ
ধন দিয়া চণ্ডী মোর বাড়াল্য সম্পদ।
তাঁর ধন দিয়া আমি কাটাইল[৫] বন
নিজ ধন দিয়া চণ্ডী বসাইল জন।
মোর বোলে অবধান কর নৃপমণি
দোষ গুণ ভাবি জয়া[৬] হেমন্তনন্দিনী।

বিরিঞ্চি মরীচি প্রজাপতি পুরন্দর
ধেয়ানে চরণ জার না পায় অন্তর।
নিচ জাতি ব্যাধকে চণ্ডিকা দিল ধন
এমন কথায় রে পাত্যায় কোন জন।
অবিলম্বে এই ব্যাধে দেহ গজতলে
এমন বচন জেন কেহ নাঞি বলে।
দেহ গজতলে রায় নিবারিতে পারি
ভৃত্য অপচয়ে অধিকারী মাহেশ্বরী[৭]।
বেচ্যাছি আপন তনু অভয়ার পায়
তোমার তাড়নে কালকেতু না ডরায়।
অবধান কর রায় করি নিবেদন
জনম হইলে হয় অবশ্য মরণ।
রাজার বচনে গজ আনে মহামত্ত[৮]
চরণে ধরিয়া নৃপে নিবেদয়ে পাত্র।
অভয়াচরণে মজুক নিজচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

১৬৩

পাত্র মিত্র পণ্ডিতে বুঝায় নরপতি
বীরকে বধিতে তারা না দেই জুগতি।
রাজার তর্জনে বীর নাহী করে ভয়
চণ্ডিকার তরে ভাব আছয়ে হৃদয়।
চণ্ডীর চরণ বিনু নাহী ভাবে আন
বীরকে বধিতে কেহু না দেই বিধান।
সভার বচনে রাজা না বধিল বীরে
বন্দি কর্যা থুইতে আজ্ঞা দিল কারাগারে।
দশ বিশ পোতা মাঝি বীরে লয়্যা জায়
একমুখা ঘরখানা[১] প্রবেশ করায়।
সওয়া কোশ ঘরখানি একটি দুয়ার
দিবস দুপরে দেখি ঘোর অন্ধকার।
প্রবেশ করায় বীরে আন্ধারিয়া কোণে
শতশত বন্দি জথা আছে পণে পণে।

বন্দিগণ দেখি বীর বলে ভাই[২] ভাই
উসারিয়া আবরিয়া দিবে[৩] একটুকি ঠাঞি।
হাড়ি দিয়া মহাবীরে কৈল উভমুঞা
চারিদিগে পোতা মাঝি দিল তুষের ধুয়া।
জটে দড়ি দিয়া চালে বান্ধে মহাবীরে
হাথে বাঘহাথা[৪] দিল গলায় জিঁজিরে।
বুকে তুল্যা দিল পাঁচ[৫] সাঙ্গের পাথর
পাথর চাপানে বীর করে থরথর।
মনে ভাবে মহাবীর বড় পরমাদ
ফুল্লরা স্মঙরণ করি করয়ে বিষাদ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

১৬৪

কান্দে বীর রে ফুল্লরার মোহে
দাবানল জিনি শ্বাস মুখে গদগদ ভাষ
জলশয্যা লোচনের লোহে।
তোর বাক্য নাঞি ধরি চণ্ডিকার অঙ্গুরি
আমি লইনু আপন মাথা খায়্যা
সুখেতে থাকিতে বিধি বিড়ম্বিল দিয়া নিধি
কে মোরে দিবেক পদছায়া।
জেই কালে মাহেশ্বরী মনোহর বেশ ধরি
রয়্যাছিল আমার কুটীরে
তুমি বৈলে অনুত্তর আমি জুড়িলাঙ শর
এই হেতু ছাড়িল আমারে।
মজিলাঙ কারাগারে তোমা সমর্পিল কারে
ফুল্লরা হইলে অনাথিনী
মাংস বেচ্যা ছিনু ভাল এবে সে পরাণ গেল
বিবাদ সাধিল কাত্যায়নী।
কুলিতার ধনুখান তিন গোটা ছিল বাণ
আছিলাম আপনার দম্ভে
কেবা চাহে সম্পদ ধন দিয়া কৈলে বধ
ভগবতী আমারে বিড়ম্বে।
স্মঙরে চণ্ডিকামন্ত্র পূজার বিধানতন্ত্র
মনে মনে পূজে ভগবতী
তেজিয়া বিষাদমতি মহাবীর করে স্তুতি
হৃদয়ে ভাবিয়া হৈমবতী।
ধন্য রাজা রঘুনাথ রূপে গুণে অবদাত
ব্রাহ্মণভূমের পুরন্দর
হইয়া তার সভাসদ বন্দিয়া চণ্ডীর পদ
বিরচয়ে চণ্ডীর কিঙ্কর॥

১৬৫

কএ কালকেতু মাতা রক্ষিবার তরে
কৈলাস তেজিয়া মাতা উর কারাগারে।
তব ধন হেতু মাতা তব ধন হেতু
দগধে কলিঙ্গ-রাজা বধে কালকেতু।

কালী কান্তি কপালিনি কপালকুণ্ডলা
কালরাত্রি কঞ্জমুখী[১] কত জান কলা।
কলিকালে কালুর কলুষ কর নাশ
কলিঙ্গে কপট করি রাখ নিজ দাস।

খরতর রাজা গো জেমন খুরধার
খণ্ডখণ্ড কলেবর করিল আমার।
খেদ খণ্ডন করি খল কর নাশ
খণ্ডিয়া সকল দুঃখ রাখ নিজ দাস।

গিরিজা গণেশমাতা গতি সভাকার
গোকুল রক্ষিলে গোপকুলে অবতার।
গহন নিগড়ে মাতা দগধে শরীর
গলিত করহ মোর গলার জিঞ্জির।

ঘোররূপা ঘোরতপা ভীষণভূষণা[২]
ঘনরব কৈলে মাতা ঘণ্টার বাজনা।

ঘনশ্বাস বহে মুখে গায় কাল-ঘাম
ঘরের সেবক মাতা স্মঙরে তুয়া নাম ।

চঞ্চল চেতনা আমি চল্লিশ বন্ধনে
চোরের চরিত্র হইল চণ্ডিকার ধনে ।
চড় চাপড়ে মাতা চণ্ড কর চুর ।
চরাচরগতি গ বন্ধন কর দূর ।

ছল ধরিয়া রাজা গো ধনের ছলে বান্ধে
ছলে ধন দিয়া বধ বিনি অপরাধে ।
ছেদন করযে রাজা তব ধন ছলে
ছায়া দিয়া রাখ মাতা চরণকমলে ।

জগতজননি জয়া জীবের জীবনি
জন্ম-জরা-মৃত্যু-হরা জয়ন্তি জননি ।
জটাজুটময়ী জয়া যাত্রা-শিরোমণি
জীবের জীবন জনার্দন-স্বাহায়নি ।

ঝোর ঝঙ্কারে মাতা বধিতাঙ পশু
ঝগড়া করাইলে মাতা দিয়া নিজ বসু ।
ঝনঝনা সম মাতা হইল তব ধন
ঝটিত করহ মাতা ঝগড়া মোচন ।

টানাটানি করে চুলে ধরিয়া কোটাল
টঙ্গ টাঙ্গি কেহ হানে কেহ করবাল ।
টিটকারি টাকার পাইল পরাজই
টঙ্কার দিয়া মাতা উর কৃপামই ।

ঠক নহি ঠাকুরাণি নহি ঠকসুত
ঠাকুর করিয়া চোর কৈলে তরাজুত ।
ঠনঠন করিয়া রাজার ঠাট বিন্ধে
ঠাঞি দেহ ঠাকুরাণী চরণারবিন্দে ।

ডাখিনী হাকিনী মাতা দক্ষের নন্দিনী[৩]
ডমরুমধ্যম-মাজ্ঞা ডিণ্ডিম-বাদিনী ।
ডাকা নাহি দি নহি ডাকাতের সাথি
ডাণ্ডুকা চরণে কেন দুহাথে চামাতি ।

ঢঙ্গ ঢাঙ্গাতি[৪] নহি আক্ষটীর জাতি
ঢোল ঢামালি নাহি করি পরের যুবতি ।
ঢেকা মারে একবারে শত শত জন
ঢালিল তোমার পদে আপন জীবন ।

ত্রিগুণা ত্রিবিধি তারা ত্রিলক্ষতারিনি
ত্রিশক্তিরূপিনি তুমি তরঙ্গনাশিনী ।
তুরিতে তারিয়া লহ তাপিত তনয়
ত্রাণ হেতু তুমি তোমা বিনে অন্য নয় ।

থর থর করে প্রাণ পাথর চাপনে
থরহরি কাঁপে প্রাণ রাজার তাড়নে ।
থাকিয়া রাজার আগে বান্ধা কর দূরে
স্থির করি স্থাপ মোরে গুজরাট-পুরে ।

দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দক্ষের দুহিতা
দনুজদলনী মূর্তি[৫] তুমি বেদমাতা ।
দুর্জয় দক্ষিণাকালী দুরিতনাশিনী
দুঃখী দাসে দয়া কর দুঃখ-বিনাশিনী ।
দূর কর দুর্গা মোর অকালমরণ
দয়া কর হরদারা[৬] দীনের শরণ ।

ধীষণ ধারণাবতী[৭] ধীরের ধারণা
ধারণী ধারিণী ধৃতিধরের[৮] নন্দনা ।
ধরিয়া ধনের ছল ধরাপতি বান্ধে
ধন দিয়া বধ মাতা বিনি অপরাধে ।

নিধি নিত্যা নারায়ণী[৯] নগের নন্দিনী
নিশুম্ভনাশিনী নীলা নীলপতাকিনী ।
নিগমনির্ণয় নিতা নিদ্রা নিসুতিনী
নৃপতিনিলয় ভয় ভাঙ্গহ ভবানী ।
নন্দগোপসুতা হইয়া বাখিলে গোকুল
নৃপের সভায় মাতা হও অনুকূল ।

পশুপতি প্রজাপতি পুরুষ প্রধান
পুরন্দর পদ্মযোনি পাশী পরিণাম ।
প্রতিদিন পুজে তোমা প্রকৃতিরূপিণী
পশু সম ব্যাধ আমি কিবা পূজা জানি[১০]

প্রণতবৎসলা তুমি পরম মঙ্গলা।
পাদপদ্মে দেহ স্থল ভকতবৎসলা।

ফার করি পশুগণে ফাঁদ পাতি বনে
ফল বেচি ফল খাই কিবা কাজ ধনে।
ফণিফণামণি দিয়া ফের দিলে মোরে
ফেকাটুঁড়ি[১১] খাইয়া ফুল্লরা পাছে মরে।

বুদ্ধিরূপা বন্ধহরা সংসারবান্ধিনী
বন্দিশালে হও মাতা বন্ধনহারিণী।
বন্দি জিউ হৈল জেন জলে জলবিম্ব
বান্ধা দূর কর মাতা জগতের বন্ধু।

ভয়ঙ্করা ভয়হরা ভৈরব ভারতী
ভয়ঙ্করী ভয়হারী ভীমা ভগবতী।
ভদ্রকালী ভূতমতী ভমরিভূষণী
ভূপতিভবনে ভয় ভাঙ্গহ ভবানী।

মৃগাঙ্গ-মুকুটমৌলি-মস্তক-মালিনী
মহিষমর্দিনী মধুকৈটভনাশিনী।
মহামেঘাসনা মেরুমন্দর-মন্দিরা
মহামায়া মহোদরী মাধবী ইন্দিরা।
মহেশের অর্ধতনু মরালগমনা
মধুপুরে কৈলে মধুবংশের মাননা।

যজ্ঞযোষা যুগন্ধরা যজ্ঞ-বিনাশিনী
যশোদানন্দিনী জয়া যমুনা যামিনী।
যমের যাতনা হৈতে জর্মের যাতনা
যশ গাই যদি পুর আমার কামনা।

রঙ্ক হইয়া আছিলাঙ রঙ্গবধে রত
রত্ন দিয়া রঙ্গরস করাইলে হত।
রাজা সনে কৈল রণ রক্ষা নাহি আর
রঙ্কিণী করহ রক্ষা তবে সে নিস্তার।

লুটি গেল ঘর লণ্ডভণ্ড হইল গারি
রক্ষা নাহি মাতা মোর জথা আছে নারী।

লোভমতি পাপী আমি লম্পট পাতকী
লোভে লক্ষ ধন লৈয়া আমি কৈল কী।

বুদ্ধিরূপা বুদ্ধিহরা বন্ধনহারিণী
বাসুদেব-সহচরী নন্দের নন্দিনী।
বিসঙ্কটে কৈলে বসুদেবের উদ্ধার
ব্যাধের বালকে ডাকে ঝাটে শকর পার।

শঙ্খিনী শূলিনী শিবা শবরী শঙ্করী
শর্বাণী শর্বরী শক্তিরূপা শাকম্ভরী।
শশিশিরোমণি শৈলশিখর-বাসিনী
শরণদা শান্তিমূর্তি উরহ আপনি।

ষড়গুণ-ধারিণী শিবা শঙ্খিনী রূপিণী
সতী সত্যা সনাতণী সংসারসরণী।
সর্বলোকে গায় তোমা সেবকবৎসলা
সেবক তারিতে উর সর্বমঙ্গলা।
সকল দেবের তুমি শক্তিস্বরূপিণী
সরণ মাগয়ে কালু রক্ষ নারায়ণী।

হরি হর হিরণ্যগর্ভের তুমি মূল
হরিয়া নন্দের ভয় রাখিলে গোকুল।
হরজায়া হৈমবতী হেমন্তনন্দিনী
হয় অনুকূল মাতা হরের ঘরণী।

ক্ষৌণির হরিলে ভার দৈত্য কৈলে ক্ষীণ
ক্ষেনেক উরিয়া রাখ দাস আমি দীন।
ক্ষমা কর ভগবতী ক্ষয় কর ঐরি
ক্ষেমহ দারুণ দোষ রক্ষ খেমঙ্করী।

মহাবীর কৈল যদি এত স্তুতিবাণী।
কৈলাসে জানিল মাতা হেমন্তনন্দিনী।
অবিলম্বে কারাগারে উরিলা অভয়া
করগো করুণাময়ী শিবরামে দয়া[১২]॥

১৬৬

·উরিলা চণ্ডী কলিঙ্গেতে
পদ্মা করিয়া সাথে
বীর বীর ডাকে ঘনে ঘন

হইয়া চণ্ডী অনুকূল নাহি বান্ধে কেশমূল
সঙ্গে চলে জত দানাগণ।
অবতরি কারাগারে বন্ধন দেখিয়া বীরে
চণ্ডিকা হইলা লজ্জাবতী
নয়নে গলয়ে নীর কালকেতু মহাবীর
কৈল তাঁর চরণে প্রণতি।
কৈল দেবী বীরে আশ্বাসন
করি চণ্ডী অবলীলা বুকের ঘুচাইল শিলা
হুহুঙ্কারে খসাল্য বন্ধন।
চাহিতে তোমার মুখ মনে বড় লাগে দুঃখ
পীড়া পাইলে দুবদৃষ্ট দোষে
প্রভাতে উঠিয়া রাজা করিব তোমার পূজা
আরোপিব গুজরাট দেশে।
শুন পুত কালকেতু পশুগণ বধ হেতু
আছিলা তোমার অতিপাপ
নাশ গেল এইকালে রাজার বন্ধনশালে
মনে না করিহ অনুতাপ।
ঘুচিল বন্ধন-ক্লেশ প্রভাতে চলিবে দেশ
পিতা হইয়া পাল্য প্রজাগণ
নিজ হস্তে নরপতি ধরিব ধবল ছাতি
প্রসাদ করিব নানা ধন।
চণ্ডিকা বলেন জত নহে সে বীরের মত
পালাইতে চাহে ঘনে ঘন
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
মনোহর পাঁচালি রচন[১] ॥

১৬৭

কালকেতু বলে মাতা শুন ভগবতী
কাঁথ ভাঙ্গ্যা জাই যদি দেহ অনুমতি।
দিআ কুলিতার ধনু তিন গোটা বাণ
ধন লৈয়া তুমি মোর কর পরিত্রাণ।
বন্ধন ঘুচায়্যা তুমি চলিবে কৈলাস
প্রভাতে উঠিয়া রাজা করিব বিনাশ।
চণ্ডিকা বলেন বাছা না জাব আগার
জাবদ তোমারে রাজা না করে পুরস্কার।
এ বোল বলিয়া চণ্ডী করিল গমন
ডানি বামে দেখিল অনেক বন্দিগণ।
কৃপাদৃষ্টে সভাকার ঘুচাইল বন্ধন
দুয়ারে বসিয়া আছে পোতা-মাঝিগণ।
তবক বেলক হাথে কামান কৃপাণ
ডানি বামে শিঙ্গা কাড়া টমক নিশান।
কোপে আঁখি-ঠার চণ্ডী দিল দানাগণে
একেক মাঝিরে মারে তিন তিন জনে।
নুটী কর্য়া ঢাল খাণ্ডা নিলেক সকল
মূর্ছিত হইয়া মাঝি পড়িয়া বিকল।
চণ্ডিকা চলিল নরপতির বসতি
চৌষট্টি জুগিনি সঙ্গে চামুণ্ডা-মুরতি।
গলে মুণ্ডমালা শোভে বিকটদশনা
কাতি-খর্পর হাথে লোহিতলোচনা।
বিভীষিকা অনেক দেখাল নৃপবরে
সপন কহেন মাতা বসিয়া সিয়রে।
রাজা বলাইয়া বেটা কর অভিমান
আমার সেবক বীরে কর অল্প জ্ঞান।
তোমারে বধিয়া বীরে ধরাইব ছাতা
ফুল্লরার দাসী হইব তোমার বনিতা।
অনেক সপন দেখাইলা মহামায়া
মহাপাত্র পুরোহিতের সিয়রে বসিয়া।
রাম রাম স্মঙরনে উঠিলা নৃপতি
গণ সঙ্গে গগনে রহিলা ভগবতী।
প্রভাতে করিয়া সভা রাজা দিল বার
সভে মেলি স্বপ্নকথা করয়ে বিচার।
সভাজন শুনে রাজা কহেন সপন
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১৬৮

আজি দেখিনু নিশি ভীষণ সপন
পরমাই-বলে মোর রহিল জীবন ।
দেখিল ভৈরবী ভীমা লোচন বিশাল
কাতি-খর্পর হাথে গলে মুণ্ডমাল ।
হান হান করিয়া আমার ধরে কেশ
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে ভয়ঙ্কর-বেশ ।
পিঠে লম্বমান তাঁর শোভে জটাভার
শঙ্খের কুণ্ডল কানে ভীষণ আকার ।
পরিধান সভাকার লোহিত বসন
বাকসানা ফুল জেন দুদিকে দশন ।
বিভূতি ভূষণ শোভে সভাকার গায়
চৌদিকে জুগিনিগণ নাচিয়া বেড়ায় ।
গজ ঘোড়া কাট্যা পিয়ে রুধিরের পানা
নাচয়ে অবনিতলে প্রেত ভূত দানা ।
মড়ার আঁতের কেহ করিয়া উত্তরি
অঙ্গুলেতে আরোপিলা কেশ কুশাঙ্গুরি ।
তিলক করয়ে দানা হাড়ের চন্দনে
তর্পণ করয়ে কেহো কপাল-ভাজনে ।
মোরে গাধা চাপাইয়া দিয়া ওড়মাল
পশ্চাতে ঢোলের বাদ্য বাজয়ে বিশাল ।
পিছেতে যোগিনীগণ দেই তাড়াতাড়ি
লাগ পায্যা কেহো মারে কর্সাঞির বাড়ি[১] ।
গজ পিঠে কালকেতু করে আরোহণ
শিরে ছত্র ধরে ইন্দ্র আদি দেবগণ ।
আসিস করয়ে জত দেব-ঋষিগণ
চৌদিকে মঙ্গলধ্বনি শঙ্খের বাজন ।
রাজার বচন শুনি বলে সভাজন
নর নহে কালকেতু ব্যাধের নন্দন ।
তার অপমানে চণ্ডী কৈল বিড়ম্বন ।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১৬৯

রাজার বচন শুনি সভাজন বলে বাণী
কোপে রায় কৈলে অনোচিত
আজিকার শেষ নিশি অমঙ্গল রাশি রাশি
সপনে দেখিল বিপরীত ।
অবধান কর নরপতি
ঠক নাবড়ের বোলে দেবীব কিঙ্করে মাল্যে
এই হেতু সপনে দুর্গতি ।
সপনে তোমার ভয় বীর দেখিল জয়
পুরস্কার করিল ভবানী
দেখিল অদ্ভুত জত তাহা বা বলিব কত
আর কিছু মনে নাহি গুণি ।
আপনার দিয়া ধন চণ্ডী কাটাইল বন
বসাইল নগর গুজরাট
আক্ষটীর কীবা দোষ মিছা কাজে কৈলে রোষ
ভাঁড়ুদত্ত কৈল এত নাট ।
কোন ছার বনভূমি তার তরে রায় তুমি
মিছা কাজে করিলে আবেশ
ছোড়ান করিয়া আনি কহিয়া মধুরবাণী
বীরকে পাঠাও নিজ দেশ ।
রথ তুরঙ্গম দোলা সকম্বাথ ঝারি থালা
বিভূষিয়া ভূষণ চন্দনে
বীরের করিয়া পূজা গুজরাটে কর রাজা
চণ্ডিকা সন্তোষ হব মনে ।
পাত্রের বচন শুনি নৃপতি হৃদয়ে গুণি
কারাগারে করিল পয়ান
বীরের বন্ধন ক্ষয় দেখি রাজা সবিস্ময়
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

১৭০

কারাগারে জাইতে রাজা চাহে ঘনে ঘন
বন্ধন ঘুচান দেখে ব্যাধের নন্দন ।

রাজা দেখি কালকেতু করিল উত্থান
প্রণাম করিতে রাজ্য না দেন বিধান ।
ভাই ভাই বলি রাজা কৈল আলিঙ্গন
প্রেমকথা আলাপে বসিলা দুইজন ।
রাজা বলে বীর ক্ষেমা কর অপরাধ
চণ্ডীর সেবক তুমি কর আশীর্বাদ ।
তুমি মহারাজা আমি ব্যাধের তনয়
কেমনে আশিষ আমি করি মহাশয় ।
এই নিবেদন আমি করি তুয়া ঠাঞি
জেই ভিক্ষা মাগি আমি তাহা জেন পাই ।
বন্দিঘর মহাবীর মাগ্যা নিল দানে
বসন চন্দন দিয়া করিল ছোড়ানে ।
অবনি লোটাইয়া কান্দে পোতা-মাঝিগণ
রাজারে কহিল সব নিশির সপন ।
অঙ্গদ কঙ্কণ হার কুসুম চন্দনে
পুরস্কার কৈল রাজা ব্যাধের নন্দনে ।
গজ তুরঙ্গম রথ দিল বর-দোলা
চন্দন-চৌখুরী দিল ঝারি কণ্ঠমালা ।
অভিষেক করাইল বসাইয়া খাটে
আজি হইতে কালকেতু রাজা গুজরাটে ।
নিজ হস্তে ভালে টীকা দিল নরপতি
জত ভুঞা রাজা মেলি ধরাইল ছাতি ।
গজপিঠে চাপাইয়া দিলেন বিদায়
অনুব্রজে[১] নরপতি পাছু পাছু জায় ।
প্রবেশিতে পুরে শোনে নারীর ক্রন্দন
অনুমৃতা হইতে চল্যাছে রামাগণ ।
বিরস বদনে বীর জিজ্ঞাসে বারতা
বীরকে গঞ্জিয়া তারা কহে কটু কথা ।
জেই জন মৈল তোমা সনে করি রণ
অনুমৃতা হইতে জায় তার নারীগণ ।
কান ভর্যা শুনে বীর নারীর কান্দনা
কলিঙ্গ-রাজার জত নাশ কৈল সেনা ।
লজ্জাভয়ে মহাবীর হেট কৈল মাথা
একভাবে স্মঙরিল হেমন্তদুহিতা ।

অভিপ্রায় বীরের বুঝিয়া ভগবতী
আকাশবিমানে বসি বলেন ভারতী ।
জিয়াইয়া দিব আমি জত সেনাগণ
কহিল ভারতী নাহী শুনে অন্যজন ।
শুনি বীর অনুমৃতা কৈল নিবারণ
মরা জিয়াইয়া দিব ব্যাধের নন্দন ।
ভৃগুসুতে ভগবতী কৈল স্মঙরণ
আইল ভৃগুসুত জথা বীর কৈল রণ ।
পাত্রমিত্র সঙ্গে রাজা পাছু পাছু জায়
বীরসঙ্গে রণস্থলে বৈসে দণ্ডরায় ।
কৌতুকে বসিয়া দুঁহে কহে মৃদু বাণী
শ্রীকবিকঙ্কণ গান অপূর্ব কাহিনী ॥

১৭১

উসনা কুশপাণি চিন্তিয়া সঞ্জীবনি
মন্ত্রিত কৈল কুশজল
দিলেন জার অঙ্গে করিয়া অঙ্গভঙ্গে
উঠিল সেই মহাবল ।
জলের পাই বাস উঠিয়া দেই পাশ
উশনা দিল জল মাথে
কাছিয়া বারবাণ করিয়া হান হান
উঠিল ধরি খাণ্ডা হাথে ।
উঠিল পদাতি ধরিয়া ঢাল কাতি
কচালে কেহ বিলোচন
পদাতি কেহ কান্দে আছিনু কাঁচা নিন্দে
কে মোর নিল শরাসন ।
আনই কন্দ শির পড়িল জেই বীর
জুড়িল তার কন্দ মুণ্ডে
পাইয়া কুশজল উঠিল গজবল
লোহার মুদগর শুণ্ডে ।
একের শুন কথা গিধিনি পায়্যা মাথা
খাইল লোচন-যুগলে

নৌতন হইল তার লোচন-যুগ আর
কেবল মন্ত্রের বশে ।
কাটা অশ্ব জত পড়িল শতশত
আনই কন্দ আনই শির
শুক্রের কুশনীরে পিচাশী উদ্গারে
সন্ধান পাইল শরীর ।
কলিঙ্গ-রাজসেনা জতেক গেছে হানা
জল দিল সভাকার গায়
মার মার করি বল ধাইল সেনা সব
রাজা পুনু নিবারিল তায় ।
রাজার খণ্ডি দৈন্য জিয়াইয়া সর্ব সৈন্য
উশনা চলিলা বিমানে
মঙ্গল বাদ্যগীত শ্রবণে সুরচিত
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে ॥

১৭২

ধন্য ধন্য বীরের চরিত
মৃত সেনা প্রাণ পায় আনন্দিত দণ্ডরায়
সভাজন পুলুকে পূরিত ।
উঠিল সকল সেনা রাজা আনন্দিত-মনা
নৃত্যগীত সেনার জীবনে
শঙ্খ বেনি পড়া খোল শিঙ্গা কাড়া ঢাক ঢোল
বাজয়ে দুন্দুভি বাদ্যগণে ।
মঙ্গল-চামর ধরে মধুব মধুর স্বরে
গায়নে মঙ্গল গায় গীত
পরিয়া উজ্জল ধুতি কাখেতে পুরাণ-পুথি
হাতে কুশে নাচে পুরোহিত ।
বীরকে বিদায় দিয়া নিজ সেনাগণ লয়্যা
জায় রাজা কলিঙ্গ-নগরে
গুজরাটে জত লোক ঘুচিল সভার শোক
বীরকে দেখিতে আগু সরে ।

করি শুভক্ষণ বেলা চড়িয়া পাটের দোলা
প্রবেশ করয়ে বীর বাসে
সম্ভ্রমে ফুল্লরা আসি পতির বদনশশী
দেখি আনন্দিত রস ভাসে ।
বুলন-মণ্ডল আদি প্রজা আইসে যথাবিধি
নানা ধন দিয়া কৈল নুতি
হাটে বা চাতরে মাঠে নাটগীত গুজরাটে
সভার সুস্থিব হইল মতি ।
দ্বিজে বীর দেই দান সভাকার সাধে মান
চন্দন কুসুম নানা বাসে
ভাঁড়ুদত্ত হেন কালে আসিয়া মধুর বলে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাষে ॥

১৭৩

ভেট লৈয়া বাঁচকলা সাক বাইগন মুলা
ভাঁড়ুদত্ত করিল পয়ান
বুঝিয়া কার্যের তত্ত্ব নিবেদয়ে ভাঁড়ুদত্ত
পশ্চাৎ করিয়া অবজান ।
ভাঁড়ুদত্ত করয়ে জোহার
প্রণাম করিয়া বীরে ভাণ্ডু নিবেদন করে
খুড়া দেখি ঘুচিল আন্ধার ।
ছিঁড়া কম্বলে বসি মুখে মৃদু মন্দ হাসি
ঘন ঘন দেই বাহুনাড়া
জেমন সুহৃদয় আমি সকল জানহ তুমি
অনোচিত নাঞি করি খুড়া ।
আছিলে গোপত বেশে প্রকাশ করাইলা দেশে
সম্ভাষ করাইল নৃপমণি
নিজ হস্তে নরপতি ধরিল ধবল ছাতি
ভুঞা রাজা মধ্যে তোমা গণি[১] ।
কোথা বীর পাইলা ধন ঘুসিত সকল জন
পরিবাদ ছিল লোক মাঝে

প্রকাশ করাইল আমি বড় সুখ পাইবে তুমি
খ্যাত হইব কলিঙ্গ-সমাজে।
জখন দুপর নিশা করি রাজা সম্ভাষা
আনেক বুঝাইনু নরপতি
ধরিয়া রাজার পায় খণ্ডিল সকল দায়
খুড়ি জানেন আমার প্রকৃতি।
জেই আপনার হয় সেই কভু পর নয়
আপ্ত করি জান্য ভাণ্ডুদত্তে
রাজার সভায় বাণী আমি সে কহিতে জানি
ভাঁড়ুদত্ত বিদিত জগতে।
খুড়া তুমি জে হইতে বন্দি আমি অনুক্ষণ কান্দি
বহু তোমার নাহি খায় ভাত
দেখিয়া তোমার মুখ পাসরিল সর্ব দুঃখ
দশদিক হইল অবদাত।
হইয়া রাজ্যের চূড়া সিংহাসনে বৈস খুড়া
আমাবে রাজ্যের লাগে ভার
থাকহ পুরাণ শুনি প্রজা জানে আমি জানি
নফরের কর পুরস্কার।
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

জখন আছিলে পূর্বে স্ত্রী পুত্র অন্নাভাবে
অকালে কুড়ায়্যা খালি হাটে
জগতে নাহিক জাতি জাত্যের নাহিক স্থিতি
কায়েস্ত বলাও গুজরাটে।
হইয়া তুমিঞ রাজপুত বলাসি মৌলিক দত্ত
নিচ হঞ্যা উচ্চ অভিলাষ
সেবকের জুগ্য নাস খুড়া খুড়া বল্যা কস
কুলের মহিমা কৈলি নাশ।
খুড়া হই আমি নিচ জাতি তাতে তোমার কিবা ক্ষতি
ধনগর্বে বল দুরাক্ষর
শিয়রে কলিঙ্গ-রায় গোহারি করিয়া তায়
খারিজ করাব গারি ঘব।
কাহারে ছাড়িব ঘব বাড়ি
তোমা সনে কিবা দায় মুসহাতে জত হয়
সদরে গনিঞা দিব কড়ি।
শুনিঞা ভাণ্ডুর বোল কালকেতু উতরোল
কোপে বলে আক্ষটি-নন্দন
মুণ্ডাইয়া ভাঁড়ুর মুণ্ডে অভক্ষ ভরিয়া ভুণ্ডে
দুই গালে দেই কালি চুন।
নিকটে নাপিত ছিল বীরের ইঙ্গিত পাইল
করে ধরি ভাঁড়ুরে বসায়
রচিয়া ত্রিপদীছন্দ গান করি শ্রীমুকুন্দ
হৈমবতী জাহারে সহায়॥

১৭৪

ভাঁড়ু রে আপন দোষে খাইলি আপনা
রিন বাড়ি কর দিয়া চল জে ফাফর হইয়া
ছাড়ি গুজরাটের বাসনা।
তোর বড়ঃ বাপ ছিল অকালে লোটায়্যা মইল
লোকমুখে জগতে বিদিত
তোর বাপ রাজ্যে খ্যাত নাম উজাড়দত্ত
মুখদোষে শ্রবণবর্জিত।

১৭৫

ভাঁড়ুদত্ত কপট প্রবন্ধে জত বলে
শুন্যা বীর কোপেতে অনল হেন জ্বলে।
দেহকম্প হইল বীরের কাঁপে শরাসন
ভীষণ ভাষায় কিছু বলেন বচন।
বলে বীর ছাড় ঠকা কপট চাতুরি
কলিঙ্গ-রাজার শক্তি কি করিতে পারি।

কহিতে জানিস ঠকা কপট প্রবন্ধ
হৃদয় পুরিত বিষ মুখে মকরন্দ।
ইবে সে জানিল জে নাবড় ভাঁড়ুদত্ত
আপনি করিলি নষ্ঠ আপন মহত্ত্ব।
ইনাম বাড়ি তোলা ঘরে তুমি কর ঘর
ধান্য বাড়ি নাহি দেহ লভ্য কলান্তর।
এখন বল্যাসি বেটা রাজার নফর
গৌরব চিনিঞা দেহ তিনসনি কর।
নগরিয়া মেল্যা তোরা মার বেড়াবাড়ি
জাবদ না দেই ঠকা তিনসনি কড়ি।
হরিয়া নাপিতে বীর দিল আখি-ঠার
মনের সন্তাপে খুর আনে ঝোড়া-ধার।
দড়াইয়া হুকুম পায় নাপিতের সুত
ভাঁড়ুর ভিজায় মাথা দিয়া ঘোড়ার মৃত।
আনাত থাকিতে পদতলে ঘষে খুর
দেখিয়া ভাঁড়ুর প্রাণ করে দুরদুর।
দূরে হইতে শুনে খুরের চড়চড়ি
নাক মোচলায়[১] তার উপাড়িল দাড়ি।
বসন ভিজিয়া পড়ে শোণিতের ধার
ভাঁড়ু বলে খুড়া ক্ষেমা কর একবার।
পাঁচ ঠাঞি ভাঁড়ুর রাখিল জট চুলি
নগরিয়া মেলি মুখে দেই চুনকালি।
পুরের কোটাল ভাঁড়ুর শিরে ঢালে ঘোল
পাছু পাছু ভাণ্ডুর বাজায় কেহ ঢোল।
মালাকার আন্যা গলে দিল ওড়মাল
টিটিকারি দেই জত নগরিয়া ছাবাল।
পুরের বাহির করে মার্যা বেড়া বাড়ি
কালি হাণ্ডি পেল্যা মারে কোণের বহুড়ি।
ভাড়ুর লাঘবে বীর দুঃখ ভাবে বড়ি
কৃপা করি পুনর্বার দিল ঘরবাড়ি।
নুতন মঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে
ঠক নাবড় এই কথা কর্ণ[১] পাত্যা শুনে॥

১৭৬

গুজরাটে কালকেতু খ্যাত হইল রাজা[১]
কত ভূঞা রাজা মেলি করে তাঁর পূজা।
কোন রাজা সম নহে করিতে সমর
পরাজয় পায়্যা অন্য রাজা দেই কর।
গুজরাটে রাজত্ব করিল বহুকাল
অবনিমণ্ডলে যশ বাড়িল বিশাল।
পুষ্পকেতু নামে পুত্র হইল মহাবল
নানাবিদ্যাবিশারদ জেন বৃহন্নল[২]।
বিহান বিকাল বীর শুনেন পুরাণ
কৃষ্ণের করেন পূজা হয়্যা সাবধান।
পরিপূর্ণ হইল তাঁর অভিশাপ-কাল
ইন্দ্রের হৃদয়ে শোক বাড়িল বিশাল।
কৃতাঞ্জলি পুরন্দর কবে নিবেদন
পাবক শমন আদি জত দেবগণ।
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

১৭৭

প্রণাম করিয়া হরে ইন্দ্র নিবেদন করে
নীলাম্বরে হও কৃপাময়
অভিশাপ-কাল গেল মুক্তির সময় হইল
তবু সুত না আইল নিলয়।
দুঃখমতি পুলোমজা কোলে তাঁর নাহি প্রজা
কত নিত্য শুনিব কাঁন্দনা
না দেখিয়া নীলাম্বর শোকে হিয়া জরজর
বিধি দিল বিষম যন্ত্রণা।
বালকের অল্প দোষ গুরু কৈলে অভিরোষ
সাঁপ তারে দিলে নিদারুণ
আপন সেবকজনে আন নিজ নিকেতনে
নীলাম্বরে হও সকরুণ।

শুন শশিশিরোমণি অবিরত মনে গুনি
কবে মোর আসিব কুমার
আনাইব নিজ কাছে আর কিবা রোষ আছে
মিথ্যা নহে বচন তোমার।
শূন্য মোর সুরলোক অবিরত বাড়ে শোক
ঘর বন নীলাম্বর বিনে
আন্ধার ঘরের বাতি বধূ মোর ছায়াবতী
কবে আর পাব দরশনে।
ইন্দ্রের বচন শুনি প্রবোধিল শূলপাণি
পার্বতীর হাথে দিল পান
চল প্রিয়ে গুজরাট নীলাম্বরে আন ঝাট
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

১৭৮

শঙ্করে করিয়া নতি অবিলম্বে ভগবতী
পদ্মা সঙ্গে গুজরাটে জান
গিয়া অবশেষে নিশি বীরের শিয়রে বসি
কহে চণ্ডী দিব্য-গেয়ান।
স্বপ্ন কহেন ভগবতী
শুন পুত্র নীলাম্বর অবিলম্বে চল ঘর
সঙ্গে লইয়া জায়া ছায়াবতী।
না স্মঙর নীলাম্বর পিতা তোর পুরন্দর
পুলোমজা তোমার জননি
ব্যাধকুলে অবস্থিতি শাপে গুজরাটে স্থিতি
ঝাটে চল তেজিয়া অবনি।
বাপ দেবতার রাজা করিত শিবের পূজা
পুষ্প জোগাইতে নীলাম্বর
দেখি ধর্মকেতু ব্যাধ ব্যাধ হইতে গেল সাধ
তেই আইলে অবনি ভিতর।
হইয়া বড় আকুল অভারে তুলিলে ফুল
শ্রীফল কণ্টক ছিল তথি
হরের মস্তকে ফুটে হর তোকে মনে টুটে
শাপে গুজরাটে অবস্থিতি।
তেজিলে অমরলোক মাতা তোমার করে শোক
মৃতসুতা জেমন কুররি
তোরে বড় মায়া মো নয়নে গলয়ে লো
দুঃখে জাগিল বিভাবরী।
কেবল চণ্ডীর বর দুহেঁ হইলা জাতিস্মর
মাতা পিতা স্মঙরিয়া কাঁন্দে
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
মনোহর পাঁচালীর ছাঁন্দে॥

১৭৯

রাম রাম স্মঙরনে পোহাইল রজনি
শয্যা হইতে শুনে বীর কুকিলের ধ্বনি।
নিত্য নিয়মিত কর্ম করি সমাপন
স্নান করি পরে বীর উত্তম বসন।
পুষ্পকেতু রাজা হব উঠিল ঘোষণ
ঘরে ঘরে নাটগীত ব্যালিশ বাজন।
পুত্রে রাজ্য দিব বীর মনে অভিলাষ
শুভক্ষণে করাইল গন্ধ-অধিবাস।
আপুনি আইল তথা কলিঙ্গ-ভূপতি
মহাপাত্র পরিবার করিয়া সংহতি।
আটদিকে বাজনায় হৈল গণ্ডগোল
ঘন বাজে বীরকালি শিঙ্গা কাড়া ঢোল।
অভিষেক করাইল বসাইয়া খাটে
আজি হইতে পুষ্পকেতু রাজা গুজরাটে।
দূত দিয়া আনাইল জত ভুঞা রাজা
একে একে কালকেতু করে তাঁর পূজা।
নিজ হস্তে ভালে টিকা দিল নরপতি
জত ভুঞা রাজা মেলি ধরাইল ছাতি।
হেনকালে রাজাগণ করে নিবেদন
কৃপাময় বীর তুমি দেবতানন্দন।

তোমার তনয়ে কর আমা সমর্পণ
তোমার সমান জেন করেন পালন।
এমন শুনিয়া বীর রাজার বিনয়
সভাকারে সর্মার্পল আপন তনয়।
রাজাগণ মেলি সভে জোড় কৈল হাথ
চণ্ডীর সেবক তুমি কর আশীর্বাদ।
বুলন-মণ্ডল আদি জত প্রজাগণ
পুষ্পকেতু হাথে হাথে কৈল সমর্পণ।
স্বর্গ জায় বলি বীর উঠিল ঘোষণা
ঘরে ঘরে গুজরাটে উঠিল কান্দনা।
হয় জুড়ি মাতুলি জুগায় পুষ্প-যান
তাহে চড়ি নীলাম্বর দ্বিজে দেই দান।
বামভিতে রথে বৈসে ফুল্লরা সুন্দরী
পরমরূপসী রামা জেন বিদ্যাধরী।
পদ্মাবতী সঙ্গে চণ্ডী আগে জান রথে
সিদ্ধাগণে নমস্কার বীর কৈল পথে।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

১৮০

পুষ্পক বিমানে চাপি হৈল বীর দেবরূপী
লুকাইল মনুষ্যমুরতি
ভূমে থুইয়া কীর্ত্তি শেয নীলাম্বর চলে দেশ
সঙ্গে লয়্যা জায়া ছায়াবতী।
বায়ু-বেগে রথ জায় উভমুখে প্রজা জায়
পুষ্পকেতু উভরায় কাঁন্দে
গুজরাটে জত নারী কান্দে বুকে ঘা মারি
কেশ বাস কেহ নাঞি বাঁন্দে।
জায় বীর ব্যোমপথে মাতুলি সারথি রথে
জিজ্ঞাসেন মায়ের বারতা
ত্রিদশজনের নাথ কেমন আছেন তাত
কহ সুরপুরের বারতা।
অন্য জত দেবগণ কহ তার বিবরণ
একে একে সভার কল্যাণ
কেবা দেবতার রাজা করেন শিবের পূজা
কোন দেব কুসুম জোগান।
মাতুলি কহেন কথা কল্যাণে আছেন মাতা
কল্যাণে আছেন পুরন্দর
প্রাণে প্রাণে সভে ভাল তোমা দেখ্যা হব আল
এবে পুষ্প জোগান প্রবর।
ঘরের কথায় মতি রথ চলে লঘুগতি
উত্তরিল মন্দাকিনী-জলে
চণ্ডীর আদেশ পায়্যা সঙ্গে ছায়াবতী জায়া
স্নান দান কৈল কুতূহলে।
স্নান করি নীলাম্বর ধরে পূর্ব কলেবর
নাটুয়া ফিরায় জেন বেশ
বিমানে দম্পতি চড়ি বিমান গগনে উড়ি
আগুবাড়ান[১] আইল সুরেশ।
ইন্দ্র অগ্নি দণ্ডধর জলাধিপ নিশাকর
ঈশান কুবের সমীরণ
শিরে দিয়া দূর্বা ধান নিছিয়া পেলিল পান
প্রসাদ করিল দেবগণ।
দুর্বাসা জয়মুনি ব্রহ্মপুত্র বীণাপাণি
বসিষ্ঠ অঙ্গিরা পরাশর
কুশহস্তে লয়্যা দান উচ্চস্বরে বেদ গান
প্রসাদ করিল নীলাম্বর।
অশেষ দুরিত-খণ্ডি নীলাম্বরে লয়্যা চণ্ডী
চলিলা হরের সন্নিধানে
কৃপাদৃষ্টে হর চান নীলাম্বরে দিল পান
পুনরূপি কুসুম জোগানে।
ধন্য রাজা রঘুনাথ রূপে গুণে অবদাত
ব্রাহ্মণভূমের পুরন্দর
হইয়া তার সভাসদ বন্দিয়া চণ্ডিকা-পদ
বিরচয় চণ্ডীর কিঙ্কর॥

১৮১

পুত্রের বারতা পায়্যা শচী আনন্দিতা
উঠানে খাটাল্য[১] পাট-কথুবার[২] চান্দা ।
আরোপিল তথি বিভূষিত পূর্ণ ঘট
রূপিল কদলি তরু নৃত্য করে নট ।
পুত্রবধূ নিছিয়া পেলিল শচী পান
শুভক্ষণে গৃহে দুহেঁ করিল পয়ান ।
নীলাম্বর হইতে হইল পূজার[৩] প্রকাশ
সাঙ্গ হইল দেবীর পূজার ইতিহাস ।
স্ত্রীলোকের পূজা নিতে দেবী কৈল মতি
পদ্মাবতী সঙ্গে মাতা করেন যুগতি ।
ডাকিয়া আনিল রত্নমালা শশিমুখী
পরমরূপসী কন্যা ইন্দ্রের নৃত্যকী ।
পান দিয়া ভগবতী দিলেন আরতি
তোমার দেখিতে নাট চান পশুপতি ।
তাণ্ডব দেখিতে দেবী দিল নিমন্ত্রণ
ইন্দ্রের সভায় নৃত্য দেখে দেবগণ ।
অভয়া চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥